উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৮১৮.১৩ (+৪২৬.৮৬)

নিফটি : ২৫,৮৯৮.৫৫ (+১৪০.৫৫)

এগিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা

পশ্চিমবঙ্গে ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। » ৫

থাইল্যান্ডে গ্রেপ্তার লুথরাভাইরা

গোয়ার নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে থাইল্যান্ডের ফুকেটে আটক করা হয়। দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১২°	২৮°	১২°	২৮°	১২°	২৭°	১২°

ট্রাম্পের উদ্যোগে গোল্ড কার্ড ভিসা » ৭

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 203

উত্তরের খোঁজে

দাদা আর বাবুদের মানে বদল বাংলায়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাঙালির দাদা আসলে কে? আপনি সিনেমাভক্ত হলে বলবেন, দাদা অবশ্যই মিঠুন চক্রবর্তী। আপনি খেলাভক্ত হলে বলবেন, দাদা আসলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

মারাঠিদেরও দুই দাদা রয়েছেন। দুজনেই অভিনেতা। দাদা কোন্ডকে ও দাদা সালভি। হিন্দি বা উর্দুভাষীদের অনেকের কাছে দাদা মানে ঠাকুরদা বা দাদু!

এবং এই প্রজন্মের লোকেদের জন্য জানানো যাক, এঁরা কেউ আসলে আসল দাদা নন। যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব মুম্বইয়ে যখন রাজত্ব করেছেন, তিনি তখন দাদা হয়ে উঠেছেন ভক্ত ও অনুগামীদের চোখে। কাছের লোকেদের কাছে।

বিমল রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, মান্না দে, কিশোরকুমার, বিশ্বজিৎ, প্রদীপকুমার সবাই নিজের নিজের বৃত্তে হয়ে উঠেছেন 'দাদা'। শুধু সৌরভের মতো কাগজের হেডলাইনে তাঁদের ক্ষেত্রে 'দাদা' শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তাঁরা অবশ্য কেউই দৈনিক কাগজে খবরে আসেননি, তখন সেই প্রথাও ছিল না।

নরেন্দ্র মোদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন একদিক দিয়ে। দ্বিতীয়বার চোখ খুলেছেন আরেকটি সংলাপে; ঠিক আছে, দাদা বলছি না।

বাবু বলি!

আমাদের ধুতি-পাঞ্জাবির মতোই 'বাবু' শব্দটাও প্রায় উঠে যেতে বসেছে বিধান থেকে বাঙালির অভিধান থেকে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি বিয়েবাড়ি থেকে উধাও, এটায় যেন শুধু রাজনৈতিক নেতাদের অধিকার এখন। প্রধানমন্ত্রী এটা জানেন না বলে আরও সমস্যা। তাঁকে সব জানতে হবে, মানে নেই। তাঁর টিম তো অন্তত জানবে!

কোনও শব্দের মানে কী করে কখন যে পালটে যায়, তা আমরা নিজেরাই জানি না। মিঠুন বা সৌরভ যখন নিজেদের সাম্রাজ্যে নিজেকে প্রমাণ করছেন, তখন আমরা বলতাম, এরপর দশের পাতায়

গণতন্ত্র ফিরবে কি? নির্বাচন ঘোষণার পর কমিশনের কার্যালয়ের সামনে মোতায়েন পুলিশ। ঢাকায় বৃহস্পতিবার।

টাকা দিতে দিতে জেরবার

নামেই মেডিকেল। পরিষেবা কী মেলে, তা যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই জানেন। চিকিৎসা করাতে এসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় প্রত্যেককেই। মেডিকেলে যেন চূড়ান্ত অব্যবস্থা। আজ শেষ পর্ব

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ ডিসেম্বর : জন্ম হোক বা মৃত্যু, মালদা মেডিকেলে সর্বত্র চলছে টাকা নেওয়ার খেলা। অস্বাভাবিক মৃত্যু মানেই ময়নাতদন্ত বাধ্যতামূলক। কিন্তু, সেই বাধ্যতামূলক ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে দিন আনি দিন খাই পরিবারগুলোকেও গুনতে হচ্ছে অন্তত দুই হাজার টাকা। সেই টাকা দিলেও কিন্তু কোনও সরকারি রসিদ মেলে না। আসলে মালদা মেডিকেলে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া ঘিরে গড়ে উঠেছে একটা দালালচক্র।

ঠিক একইরকমভাবে টাকা দাবি করা হয় সন্তানের জন্ম হলেও। কখনও ৫০০, কখনও ১০০০। যার কাছ থেকে যেমন মেলে আর কী। মালদা মেডিকেলে এই চিত্র চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে।

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সক্রিয় দালালচক্র।

প্রশাসনিক কর্তারাও বিষয়টি জানেন। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করেন। কারণ, মালদা মেডিকেলে এই চক্রের জাল বিস্তৃত বহুদূর। সেখানকার আধিকাকরিকদের কেউই অবশ্য প্রকাশ্যে কিছু বলছেন না। এই দালালচক্রের কথা জানেন না বলে দাবি করেছেন মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার মালদা মেডিকেলের মাতৃমা থেকে এক সদ্যোজাতকে নিয়ে বের হয়ে আসছিলেন এক প্রবীণা। প্রশ্ন করতে তিনি জানালেন, 'আমার ছোট বৌমার মেয়ে হয়েছে। আমার নাতনিকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।' তপতী মণ্ডল নামে ওই প্রবীণার বাড়ি ইংরেজবাজারের মিল্কির প্রত্যন্ত গ্রামে। আয়া কত টাকা নিলেন? জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলে ওঠেন, 'বলল মিষ্টি খাওয়ার জন্য এক হাজার টাকা দিতে হবে। অনেক কষ্টে ওদের বুঝিয়েছি যে, আমরা গবিব মানুষ। অত টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই।' তাও কি ছাড়ে? শেষ অবধি ৫০০ টাকা দিয়ে এসেছেন তপতীরা। বলছিলেন, 'আমি ওদের বলেছি, এর বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে টাকা ওরা নিয়েছে।'

একই অভিযোগ রয়েছে মর্গের কর্মীদের নিয়েও। সপ্তাহখানেক আগে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল আবু হাসেম নামে এক ব্যক্তির দেহ। ময়নাতদন্তের পর আবুর বাড়ির এরপর দশের পাতায়

একিউআই বৃদ্ধি পাওয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ

রায়গঞ্জের বাতাসে বিষ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : রাস্তায় পা দিলেই কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা উঠে যায়। আর ছোটদের তো সর্দি-কাশি সারছেই না। রায়গঞ্জের বাতাস যেন বিষময় হয়ে উঠেছে। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) রোজই বেড়ে পাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ দূষণ। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে ডাক্তারদের চেম্বারে শিশু-রোগীদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে সরকারি হাসপাতালেও। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসক মহল। তবে শুধু যে ছোট শিশুরাই ভুগছে এমনটা কিন্তু নয়। মাঝবয়সি থেকে বৃদ্ধ সকলেই কাশির প্রকোপে অতিষ্ঠ।

শহরের বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'শীতকালে এমনিতেই হাসপাতালে শিশুদের ভর্তি থাকার সংখ্যাটা কম হয়। তবে এই মুহূর্তে যে শিশুরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তাদের অধিকাংশই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে। দূষণ যে এক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় একথা অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষ সচেতন হলেই দূষণ মোকাবিলা সম্ভব।' রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই বিষয়ে আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দূষণ কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

একিউআই কী এবং বাতাসের দূষণের সঙ্গে তা কীভাবে সম্পর্কিত? একিউআই হল এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (বায়ুর গুণমান সূচক)। এই সংখ্যাগত পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে বাতাসের গুণমান এবং তার সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক ও ঝুঁকির বিষয়ে জানা যায়। একিউআই বেশির অর্থ হল দূষণের মাত্রা বেশি।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বায়ুতে পিএম ২.৫, পিএম ১০, ওজোন গ্যাস, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সহ বিভিন্ন গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির ফলে রায়গঞ্জের বাতাসের একিউআই বৃদ্ধি পাচ্ছে রোজ। দূষণে উপস্থিত যে কণাগুলোর ব্যাস ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম বা মানুষের একটি চুলের চেয়ে একশো গুণেরও বেশি পাতলা সেগুলোই পিএম ২.৫। বায়ুতে জ্বালানি পোড়ানোর ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তৈরি হয় এই বিষ। অন্যদিকে পিএম ১০ হল ধুলো, ধাতু এবং মূলত অ্যাসিড ফোটার মিশ্রণ। এই কণাগুলোর ব্যাস ১০ মাইক্রোমিটারের কম, যা মানুষের চুলের ব্যাসের এক পঞ্চমাংশ। মূলত যানবাহন, ধুলো ইত্যাদি থেকেই তৈরি হয় এই পিএম ১০। এরপর দশের পাতায়

রায়গঞ্জ শহরের শিয়রে শঙ্কা।

উদ্বেগ যেখানে

- বায়ুতে পিএম ২.৫, পিএম ১০, ওজোন, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে একিউআই
- বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের বাতাসের একিউআইয়ের সর্বোচ্চ মান ছিল ২০৮
- বুধবার তার সর্বোচ্চ মান ছিল ১৮৪, মঙ্গলবার দুশোরও বেশি
- শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতাল, চেম্বারে শিশু-রোগীর সংখ্যা বাড়ছে

এডিশন স্পেশাল

চাল কম, গমের বেশি বরাদ্দ র‍্যাশনে

» দুইয়ের পাতায়

শা'র চোখ ভয়ংকর, বেনজির তোপ মমতার

'যা খুশি করো, কিচ্ছু করতে পারবে না'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : অমিত শা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেন আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতই হোক বা তৃণমূল-বিজেপির বিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবসময়ই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি টার্গেট। তিনি বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কিছুটা ছাড় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুযোগ পেলে শা'র ওপর সবসময়ই খড়্গহস্ত মমতা। বুধবার অমিত শা ও রাহুল গান্ধির বেনজির বাগযুদ্ধের সাক্ষী ছিল লোকসভা। সেই একই ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তুলোধোনা করেছিলেন তৃণমূলকে।

তিনি বলেছিলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের পাশে দাঁড়ালে বাংলা থেকে আপনারা (তৃণমূল) মুছে যাবেন।' ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেকথার প্রত্যাঘাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরের জনসভায় বৃহস্পতিবার কার্যত ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেন তিনি। সেই ভাষা শালীনতা, সৌজন্যের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে বলে চর্চা শুরু হয়েছে। মমতার ভাষায়, 'এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। তাঁর দুই চোখই ভয়ংকর। দেখলেই মনে হয় দুর্যোগের বার্তা। এমন কোনও কাজ নেই যে তিনি করতে পারেন না। তাঁর এক চোখে দুর্যোধন, অন্য চোখে দুঃশাসন।'

কৃষ্ণনগরের জনসভায় পথশ্রীর শিলান্যাস করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

তৃণমূলকে মুছে ফেলতে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বুধবারের হুমকির পালটা মমতা বৃহস্পতিবার বললেন, 'আমি ফের বলছি, বাংলায় এনআরসি হবে না, ডিটেনশন ক্যাম্পও হবে না। বাংলার মানুষ নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলা থেকে কাউকে তাড়াতে দেব না। আর কাউকে তাড়ালে তাঁদের কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হয়, তা আমি জানি।' বাংলায় বিহারের মতো পরিণতি হবে বলে শা'র আস্ফালনের জবাবও দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'বিহারে তোমরা যা পেরেছ, এখানে তা করতে দেব না। বিজেপির আইটি সেলের তৈরি করা ভোটার তালিকা দিয়ে ভোট করানোর পরিকল্পনা করছ তো? যা খুশি করো, এরপর দশের পাতায়

আধিকারিক বাজারে গেলেও জানে মাফিয়ারা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই জল কমেছে আত্রেয়ীতে। সেইসঙ্গে গোটা বালুরঘাট ব্লকজুড়ে সক্রিয়তা বেড়েছে বালি মাফিয়াদের। সেই বালি পাচারকারীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রবল বেগ পেতে হচ্ছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের। দপ্তরের কর্তা থেকে কর্মী, সকলের পেছনেই নাকি গুপ্তচর মোতায়েন করেছে বালি মাফিয়ারা। কোথায় সরকারি আধিকারিকরা বালি মাফিয়াদের গতিবিধি নিয়ে গোপন সূত্রে খবর পাবেন, সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাবেন, তা নয়, উলটে মাফিয়ারাই আধিকারিকদের গতিবিধির খবর রাখছে। পরিস্থিতি এখন এমন হয়েছে যে, দপ্তরের কর্তারা যদি এখন সবজি কিনতে বাজারেও যান, অথবা কোনও আত্মীয়-পরিজনের বাড়িতে যান, সেই খবরও পৌঁছে যাচ্ছে বালি মাফিয়াদের কাছে।

বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলছিলেন, 'বালি পাচারকারীদের কর্মকাণ্ডে রাজস্ব কমে যাচ্ছে। তাই এই পাচার রুখতে আমরা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি নিয়মিত। কিন্তু ওরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপরেও নজরদারি চালাচ্ছে।'

বালুরঘাটে এখন উলটপুরাণ। আধিকারিকদের উপর মাফিয়াদের নজরদারি চলছে ২৪ ঘণ্টা। বালি মাফিয়াদের তৈরি করা হোয়াইটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে আধিকারিকদের প্রতিটি পদক্ষেপের খবর ছড়িয়ে পড়ছে তৎক্ষণাৎ। সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের খবরাখবরও 'ফাঁস' হয়ে যাচ্ছে। বলছেন আধিকারিকরাই। এরপর দশের পাতায়

উলটপুরাণ

- আধিকারিকদের ব্যক্তিগত জীবনেও বালিমাফিয়াদের নজরদারি
- পাড়ায় পাড়ায়, প্রতি মোড়ে গুপ্তচর মোতায়েন করা থাকছে
- আধিকারিকরা যেখানে যাচ্ছেন, খবর চলে যাচ্ছে মাফিয়াদের হোয়াটসঅ্যাপে
- এমনকি বাইক ও গাড়ির নম্বরপ্লেট ধরে চলছে নজরদারি

থমকে পুরোহিত, ক্যামেরাম্যান বললেই সিঁদুর দান

বিয়েতে আগে পুরোহিতরাই শেষ কথা বলতেন। এখন অবশ্য ফোটোগ্রাফার আর ক্যামেরাম্যানরাই শেষ কথা। একবার মালাবদল হলেও তাঁদেরই নির্দেশে সেই পর্বের 'রি-টেক'। ফোটোসেশনের মাঝে বিয়ে হচ্ছে বলে মনে হয়, মন্তব্য পুরোহিতের।

বিয়াহ অভিযান

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১১ ডিসেম্বর : আগে বাঙালি বিয়ের আসরে পুরোহিতদের কথাই ছিল শেষ কথা। তাঁরা যা বলবেন সেটাই পাত্র-পাত্রী সহ সবাই মানতে বাধ্য। আর এখন? খোদ পুরোহিতরাই ব্যাকফুটে। ফোটোগ্রাফার আর ক্যামেরাম্যানরাই এখন শেষ কথা বলেন। শুভদৃষ্টি, মালা বদল, সিঁদুরদান থেকে কন্যাদান- সব রীতিতেই তাঁদেরই 'অ্যাকশন, কাট'। পরিস্থিতি বর্তমানে এমনই হয়েছে যে, বরের পাশে দাঁড়ানো পুরোহিতও আজকাল মাঝেমধ্যে খানিক থেমে তাকান ফোটোগ্রাফারের দিকে। পরবর্তী শটের নির্দেশ পেতে!

এই পরিস্থিতিতে পড়ায় তাঁদের কী অবস্থা তা দিনহাটার পুরোহিত কার্তিক চক্রবর্তীর কথাতেই স্পষ্ট। হাসতে হাসতে বললেন, 'আগে বরের ভুল হলে আমরা মন্ত্র থামাতাম, এখন থামাই ক্যামেরাম্যানের ডাকে! হঠাৎই নির্দেশ আসে, ''স্টপ! বরকে একটু বাঁদিকে করুন, ফ্রেমে আসছে না।' কার্তিকের স্বগতোক্তি, 'আমরা তো ভাবি, আসলে মন্ত্র কে দিচ্ছে- আমরা না উনি!'

শুভদৃষ্টি তো এখন আলাদা গল্প। পুরোহিত উত্তম চক্রবর্তীর কথায়, ''শুভদৃষ্টি যেমন তেমন হলে হবে না। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, একটু হাসি হেসে, আবার একটু চোখ নামিয়ে করতে হবে। এসব করে একবার বর-কনে চোখ মিলিয়েই ফেলেছেন, 'না না, আবার করুন! আলো ঠিক ছিল না,' বলে ক্যামেরাম্যান গর্জে উঠলেন।'' ঠিক যেন ভালোবাসার রিটেক। মুখচন্দ্রিকা, মালাবদলও এই 'ডিরেকশন'-এর বাইরে নয়। পুরোহিত গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী বললেন, 'মালা পরানোর সময় স্লো-মোশনে তা করানোর নির্দেশ আসে।'

এসব ঠিক আছে, কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা যে জায়গায় হয় সেটি হল বাসি বিয়ে। এখন আর দুপুরে বিয়েতে বসা যায় না। বাড়ির ছাদে, নইলে দূরের সবুজে ঘেরা মাঠে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোটোসেশন না করলে বাসি বিয়ে নাকি জমে না! বরের ধুতি সামলে ধরা, কনের ঘোমটা ঠিক করা, দুজনের হাত ধরে হাঁটা- সব ক্যামেরাম্যানই শিখিয়ে দেন। পুরোহিত মিলন চক্রবর্তী মজা করে বললেন, ''আমাদের তো মনে হয়, আজকাল ফোটোসেশনের মাঝখানে বিয়ে হয়। যতক্ষণ ক্যামেরাম্যান সন্তুষ্ট না হচ্ছেন, ততক্ষণ বিয়ের প্রধান রীতিগুলোও শুরু হয় না। এমনও হয়েছে- বাসি বিয়ের সময় বেলা ৩টে বেজে গিয়েছে, আমরা বসে আছি, আর বর-কনে তখনও দূর মাঠে সূর্যাস্তের ব্যাকগ্রাউন্ডে 'ক্যান্ডিড শট' দিচ্ছেন!''

পুরো ব্যাপারটাই এখন বিয়ের নতুন 'ট্রেন্ড'। তবে কেউ ক্ষুব্ধ নন, বরং হাসি-ঠাট্টা করেই মানিয়ে নিচ্ছেন সবাই। তবে পুরোহিতদের একটাই কথা- 'ঈশ্বর মন্ত্রে আছেন, কিন্তু বিয়ে কখন শুরু হবে তা ক্যামেরাম্যান ঠিক করছেন!'

ছবি : মানসী দেব সরকার

নতুন বছরে কেন্দ্রের পরিকল্পনা

চাল কম, গমের বেশি বরাদ্দ র‍্যাশনে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ ডিসেম্বর : নতুন বছরের শুরুতে র‍্যাশনে পরিবর্তন আনতে উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র। খাদ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, র‍্যাশনের বিভিন্ন প্রকল্পে চালের পরিমাণ কমিয়ে গমের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই পরিবর্তিত র‍্যাশন দেওয়া হবে। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই সরকারি নির্দেশ চলে এসেছে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য প্রকল্পে পরিবার কিংবা কার্ড পিছু যত কেজি করে চাল কমানো হচ্ছে, ঠিক তত পরিমাণ গম বাড়ানো হবে। তবে গ্রাহকদের মতে, এরাজ্যে অধিকাংশ বাঙালিই ভাত খেতে পছন্দ করেন। সেক্ষেত্রে চালের পরিমাণ না বাড়িয়ে উলটে গমের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়টি ঠিক হল না।

তবে র‍্যাশনে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার যে সমস্ত কার্ড রয়েছে, সেইসব উপভোক্তার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণে কোনও পরিবর্তন করা হবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। এনিয়ে কোচবিহার জেলা খাদ্য নিয়ামক পূরবা ভুটিয়া বলেন, 'ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের (এনএফএসএ) অধীনে থাকা কার্ডগুলিতে জানুয়ারি মাস থেকে চালের পরিমাণ কমিয়ে গমের পরিমাণ বাড়ানো হবে। এবিষয়ে আমাদের কাছে নির্দেশ এসে গিয়েছে।' র‍্যাশন কার্ড সবমিলিয়ে পাঁচ ধরনের। এর মধ্যে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএফএসএ) অর্থাৎ কেন্দ্রের অধীনে তিন ধরনের কার্ড রয়েছে। আর রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার আওতায়-১ ও ২-এর আলাদা কার্ড রয়েছে।

জানা গিয়েছে, এনএফএসএ-র অধীনে কোচবিহার জেলায় ২১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৬৭টি কেন্দ্রের কার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ২০২৫ সালে এএওয়াই কার্ডে পরিবার পিছু ২১ কেজি করে চাল ও ১৪ কেজি করে গম দেওয়া হত। ২০২৬ সাল থেকে ১৫ কেজি চাল ও ২০ কেজি করে গম দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অপরদিকে পিএইচএইচ কার্ডে এতদিন কার্ড পিছু ৩ কেজি করে চাল ও ২ কেজি করে গম দেওয়া হত। এরপর থেকে ২ কেজি চাল ও ৩ কেজি করে গম পাবেন গ্রাহকরা। তবে এব্যাপারে রাজ্যের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের জিরানপুরের বাসিন্দা রানা বর্মন বলেন, 'আমরা মাসে ২১ কেজি করে চাল পাই। কিন্তু এখন চাল কমিয়ে দিলে অসুবিধা হবে। আমরা ভাত খেতেই পছন্দ করি।'

পরিযায়ী পাখির ভিড় জলঢাকা চরে

ময়নাগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই হাজির পরিযায়ী পাখির দল। সাইবেরিয়া, রাশিয়া, কাজাখস্তান থেকে ডুয়ার্সে হাজির অতিথি পরিযায়ী পাখিরা। তারা আস্তানা গেড়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। রামশাই এলাকার জলঢাকা ও মূর্তির সংগমস্থল এদের কলরবে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। প্রতিদিনই পাখি দেখতে এলাকায় ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা।

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বললেন, 'পরিযায়ী পাখির আগমনে এই এলাকা একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তবে এই পাখিগুলিকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকেও নজর দিতে হবে।'

গরুমারার জঙ্গল ঘেঁষেই রয়েছে রামশাইয়ের জলঢাকা নদীর চর। এখানে শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখির ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে ডানা মেলে উড়ছে। আবার কখনও জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। রুডি শেলডাক, নর্দার্ন ল্যাপউইং সহ বিভিন্ন প্রজাতির কয়েকশো পরিযায়ী পাখির দেখা মিলছে এখানে।

বিগত কয়েক বছর ধরে শীতের কয়েকটি মাসে এখানে পরিযায়ী পাখির দেখা মিলছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেছেন, 'পাখির সংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে বন্যার কোনও প্রভাব পড়েনি। ওই পাখিগুলিকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে বনকর্মীদের সেটা দেখতে বলা হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কল্যাণ আবাসন সংস্থা
(আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকারের অধীন একটি স্বশাষিত সংস্থা)
দশম তলা, 'বি' ওইং, জনপথ ভবন, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
ফোন : ০১১-২৩৭১৭২৪৯/২৩৩৫৫৪০৮, ইমেল : cgewho@nic.in, Website: www.cgewho.in

চাহিদা সমীক্ষা

নিম্নলিখিত স্থানগুলির জন্য চাহিদা সমীক্ষার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হল। কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ), রাইপুর (ছত্তিশগড়), পণ্ডিচেরী, লখনউ (উত্তর প্রদেশ) এবং লুধিয়ানা (পাঞ্জাব)
কী করে আবেদন করবেন ঃ
সিজিইডব্লিউএইচও-এর ওয়েবসাইট 'www.cgewho.in'-এ বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলি এবং আবেদনপত্রটি ডাউনলোডের জন্য পরিদর্শন করুন।
কোনও প্রকার প্রশ্নের জন্য আপনি নিম্নের ব্যক্তিবর্গের সহিত যোগাযোগ করতে পারেন ঃ
শ্রী রোশন কিশোর, (মোবাইল নং) : ৯৫৬০০২২২৩২
শ্রী নীতীশ গর্গ, (মোবাইল নং) : ৮৮২৬৪৬১১১৪
সিইও, সিজিইডাব্লিউএইচও কোনও কারণ না দর্শিয়ে প্রকল্পটি অথবা চাহিদা সমীক্ষাটি প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা
সিজিইডব্লিউএইচও
cbc 20105/12/0014/2526

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন-এর অধীনে ফালাকাটা (এফএলকে), বামনহাট (বিএক্সটি), কোচবিহার (সিওবি), চ্যাংরাবান্ধা (সিবিডি), বানারহাট (বিএনকিউ), নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স), বিন্নাগুড়ি (বিএনভি), নিউ মাল জংশন (এনএমজেড), মালবাজার (এমএলবিজেড) এবং ধুবড়ী (ডিবিবি) স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পার্ক-৪২-১০, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ২৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়:** ২৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** এএ/১-এর জন্য ঃ ৩৬৫ এবং এএ /২ থেকে এএ/১০ঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এফএলকে-এমএক্স-২৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান ফালাকাটা-এ দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান মালবাজার-এ দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমজেড-এমএক্স-২৮-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান নিউ মাল জংশন-এ দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৯	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/১০	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	ডিবিবি (ধুবড়ী) স্টেশনে মিক্সড পার্কিং।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ইলা মা এবং আয়ুষীর গান **গুডমর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে**
সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ আসছে বছর আবার হবে, দুপুর ১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.০০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.১৫ অচেনা অতিথি, রাত ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.১৫ দুজনে, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.১৫ ফিরিয়ে দাও
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ পরিণাম, দুপুর ১২.০০ মাটির মানুষ, ২.৩০ কমলার বনবাস, বিকেল ৫.০০ প্রাণের স্বামী, রাত ১০.৩০ গুরুদক্ষিণা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গান্ধর্বী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৭ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, দুপুর ২.০৬ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৭ বাগি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৫০ সৈনিক, রাত ১০.০০ বিশ্বনাথ
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৫০ জুমানজি : ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, ২.৫৪ রাজ, বিকেল ৫.১৩ মরজাওয়াঁ, সন্ধে ৭.৫২ ভুলভুলাইয়া-টু, রাত ১০.৩৪ ড্রাক্কেন মাস্টার
জি সিনেমা : বেলা ১১.০৮ ইন্ডিয়ান, দুপুর ২.১৬ গদর-টু, বিকেল ৫.৪৫ ভোলা, সন্ধে ৭.৫৫ সিকান্দর, রাত ১১.০৩ মিশন মজনু

গ্রেট স্পিসিস অফ আফ্রিকা রাত ১০.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

ছোট বউ সন্ধে ৭.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

গদর-টু দুপুর ২.১৬ **জি সিনেমা**

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/42/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission : 19-12-2025 upto 18:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

ভূমি নকশার হালনাগাদ, সমন্বয় সাধন, সত্যায়ন ও কম্পিউটারাইজেশন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১১২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং ঃ ৩০-এপি-II-২০২৫; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনের আসাম অংশের জন্য ব্লক সেকশন সহ স্টেশন ও রেলওয়ে কলোনির জন্য মিউটেশন সহ ভূমিনকশার হালনাগাদ, সমন্বয় সাধন, সত্যায়ন ও কম্পিউটারাইজেশন। টেন্ডার মূল্য: ৬১,১৮,১৩৪.০৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,২২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ল্যান্ড প্ল্যানের উন্নীতকরণ, সমন্বয় সাধন, সার্টিফিকেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৯-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৯-এপি-II-২০২৫। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের পশ্চিমবঙ্গ অংশের জন্যে ব্লক খণ্ড সহিত স্টেশন এবং রেলওয়ে কলোনির হেতু মিউটেশনের সঙ্গে ল্যান্ড প্ল্যানের উন্নীতকরণ, সমন্বয়সাধন, সার্টিফিকেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন। টেন্ডার রাশি: ২,২৭,৩১,২০২.১২/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৩,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্বয়ংক্রিয় টেনশনিং ডিভাইসের সাময়িক পুনঃ মেরামতের জন্যে প্রস্তাব
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৫৪_২৫-২৬ তারিখ: ১০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় টেনশনিং ডিভাইসের সাময়িক পুনঃমেরামতের জন্যে প্রস্তাব (ফেজ-II)। টেন্ডার রাশি: ২,২৮,৭৭,০৯৩.১৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৪,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিএগুসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-NIT No: 10/WBSRDA/DD/2025-26 (1st call) Dated- 09.12.2025 of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No. : 921/WBSRDA/DD, Dated : 09.12.2025
(E-Procurement)
Details of **eNIT NO:- 10/WBSRDA/DD/2025-26 (1st call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT ||WBSRDA||DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 10.12.2025 at 10.00 Hrs.
Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

e-Tender
Block Development Officer Alipurduar – I Development Block invites e-tender from the bonafide Contractors for various development works vide e-N.I.e.T. No. WB/APD/APD-I/BDO-ET/14/2025-2026. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned or website (for E-tender). No notices regarding these will be published in the newspaper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar – I Development Block

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-009/2025-26 (2ND CALL) and e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-010/2025-26 (2ND CALL)** Last date of online bid submission **30.12.2025 09:00 AM.** For further details you may visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
BDO, Banarhat Block

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-Tenders vide e-NIT No.: **WBMAD/JM/APAS/E/eNIT-3/25-26 Memo No.: 4451/JM dt. 10.12.2025 Tender ID: 2025_MAD_972334_1 Last Date of bidding (online): 01.01.2026 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.)** For details please visit: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Tender Notice
e-NIT No. 26/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-08.12.2025, 27/e-Chl-1/B/2025-26 Dated- 09.12.2025, 28/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-08.12.2025, 29/e-Chi-1/B/2025-26 Dated- 04.12.2025, 30/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-06.12.2025, 31/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-10.12.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website www.wbtenders.gov.in. Details may be seen in the office during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda in all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-I Development Block

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given to all concern that my client **Smt. Soma Ghosh Sengupta @ Soma Sengupta**, wife of Sri Abhijit Ghosh, residing at Devi Bari, Cooch Behar Town, Ward No. 19, P.S. Kotwali, P.O. & Dist- Cooch Behar is the absolute owner of the landed property measuring 3 katha 2 dhur more or less of R.S. Khatian No. 4598 appertaining to R.S. Plot No. 6034 corresponding to L.R. Khatian No. 18662, L.R. Plot No. 8087, of Mouza-Sahar Cooch Behar, J.L No. 130, situated at Ward No. 19 under Cooch Behar Municipality, Police Station - Kotwali, District -Cooch Behar and my client has lost one of her original Chain Deed of Sale being No: I- 6015 for the year 1982 dated 13/08/1982, Volume No: 67, Page No: 156 to 158, executed at the office of the District Sub-Registrar, Cooch Behar in the name of Sikha Sen Gupta, wife of Sri Chittaranjan Sengupta and the husband of my client Sri Abhijit Ghosh lodged a General Diary before the Kotwali P.S. Cooch Behar, vide G.D.E No: 1386 dated 23/11/2025 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.
Sd/-
Kumardip Mukherjee
(Adovocate, Cooch Behar)
9851757579 (Cell)

অ্যাফিডেভিট

গত 11/12/2025 তারিখে J.M. 1st Class, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি সহদেব বসুনীয়া ও গোকুল চন্দ্র বসুনীয়া থেকে বকুল বসুনীয়া হলাম। গ্রাম+পোস্ট-পাটছড়া, কোচবিহার।

•

আমি, Krishna Barman আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 3/12/25 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Krishna Das থেকে Krishna Barman এবং বাবা M.Das থেকে Nripen Kumar Barman নামে পরিচিত হলাম। (C/119650)

•

আমি MD Mostafa, S/O Late Abdul Hamed Sarkar Alias Kandra Mohammed গ্রাম- পশ্চিম বিরনগর, পোঃ+থানা রায়গঞ্জ জেলা- উত্তর দিনাজপুর, আমার WBBSE ম্যাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটে আমার নাম Md Mostafa S/o- Kandra Mohammad থাকায় ও আমার খতিয়ান No. 2689 : JL No-182, Mouza- Bara Barua, আমার নাম Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed ও অন্য আর একটি খতিয়ান No.- 225, JL No-187, Mouza ছোটোনারায়ণ পুর আমার নাম Mahammad Mostafa, S/o- Abdul Hamed Sarkar থাকায় ও ভোটার লিস্ট - 2002, 31 Raiganj (SC) পার্ট No -212, SL No-416 আমার নাম Mostafa Md, S/o- Abdul Hamed Md থাকায় গত 19/11/25 এ প্রথম শ্রেণী J.M রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Md Mostafa, S/o Kandra Mohammad, Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed, Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed Sarkar, Mostafa Md, S/o Abdul Hamed Md থেকে Md Mostafa, S/o Late Abdul Hamed Sarkar Alias Kandra Mohammed করা হলো যাহারা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119654)

TENDER NOTICE
NIT No:76 TO 93 & 95 TO 97 fund: APAS/15th FC/RMC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT No: 76 to79 is 16/12/2025, NIT No:80 to 88 is 19/12/2025, NIT No:89 to 90 is 25/12/2025, NIT No:91 to 92 is 30/12/2025, NIT No:93 is 31/12/2025 (15th. FC), NIT No:95 is 05/01/2026, NIT No:96 is 15/12/2025 & NIT No: 97 is 01/01/2026(15th FC & RMC). The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.
Sd/-
BDO & \Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

কর্মখালি
সারদা বিদ্যামন্দির (হাইস্কুল) (উঃমাঃ) হেমতাবাদ, উত্তর দিনাজপুর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে M.A/M.Sc, B.Ed-Bengali-১ জন, English-১ জন, Physics-১ জন, Biology-১ জন, শূন্যপদ পূরণের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের সাক্ষাৎকার-24/12/2025 বুধবার, সকাল ১১টা। স্থান- বিদ্যালয় পরিসর। আবেদন জমা- 15/12/2025 থেকে 22/12/2025 (11টা-2টা)। মোবাইল নং- 9434580308 / 7430872274 / 9733068088. (C/119653)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now showing at **BISWADEEP**
SHOLAY : THE FINAL CUT
*ing : Dharmendra, Amitabh, Hemamalini
Time : 1 P.M. (One Show)
KIS KISKO PYAAR KAROON-2
Time : 4.45 P.M. & 7.15 P.M.

Now Showing at **রবীন্দ্র মঞ্চ**
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
(Ranbir Singh, Akshay Khanna, etc.)
Show Time : 2:15 P.M. & 6:00 P.M.
AC. with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
রানী বাড়ি — SHOW TIME 10.45 AM, 1.15 PM BENGALI (U/A)
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস — SHOW TIME 4.15 PM BENGALI (A)
TERE ISHK MEIN — SHOW TIME 7.00 PM HINDI (U/A)

From 12th December 2025 at Dinabandhu Mancha
DEEP FRIDGE
Bengali
Time : 4.00 P.M. and 7.00 P.M.

কর্মখালি
উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে
শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ডিটিপি অপারেটর
ডিটিপি অপারেটর
ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

এক হোয়াটসঅ্যাপেই **বিজ্ঞাপন**
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য উত্তেজনায় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বিপদে পড়তে হতে পারে। মায়ের কাছ থেকে উপহারপ্রাপ্তি। বৃষ : আগে থেকে ঠিক করা কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। বাড়িতে বন্ধু সমাগম। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। মিথুন : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। সৎ কাজে অর্থব্যয় করে শান্তিলাভ। দাম্পত্যে সামান্য সমস্যা। অতি উচ্চাশায় সমস্যা। কর্কট : দাঁতের সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অতি আবেগে অপব্যয়। ঋণ শোধ করে স্বস্তি। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। জনকল্যাণে অর্থদানে মানসিক শান্তি। বাবার রোগমুক্তি। কন্যা : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে কাজ পণ্ড করে ফেলবেন। নতুন সম্পর্কে পড়বেন। তুলা : সংগীত ও অভিনয় শিল্পীদের জন্য আজ নতুন সুযোগ আসতে পারে। পথে চলতে সাবধান থাকুন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায়িক সমস্যা মিটবে। ধনু : অকারণে কাউকে মানসিক আঘাত দিয়ে অনুতাপ। অতি আকাঙ্ক্ষায় দুর্ভোগ। নতুন গাড়ি কেনা হতে পারে। মকর : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। কুম্ভ : উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। আজ মূল্যবান কিছু পেতে পারেন। মীন : বাবার কথা মেনে চলুন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৫ অঘোন, সংবৎ ৮ পৌষ বদি, ২০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৪।৫০। শুক্রবার, অষ্টমী রাত্রি ৭।১। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৮।৪৬। প্রীতিযোগ অপরাহ্ণ ৪।৮। বালবকরণ প্রাতঃ ৬।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- শিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৮।৪৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।১ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৮।৪৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ৭।১ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৮।৫২ গতে ১১।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১০ গতে ৯।৫১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৪৬ গতে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ৩।১ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।১ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।১ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ৮।৪৬ গতে ৩।১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূপাষ্টকাশ্রাদ্ধ। মহাকাল ভৈরব দেবাবির্ভাব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৭ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৪ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৬।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইয়াবা পাচারে ধৃত দুই

গঙ্গারামপুর, ১১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের আগেই বুধবার রাতে বাজেয়াপ্ত হল ইয়াবা ট্যাবলেট। সেইসঙ্গে দুইজনকে গ্রেপ্তার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে গঙ্গারামপুর ব্লকের আশ্রম এলাকায়। বাজেয়াপ্ত হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটের পরিমাণ ১৫৪ গ্রাম। পাশাপাশি ধৃতদের থেকে মিলেছে নগদ ২১ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আইনুর রহমান (৫৪) এবং জয়নাথ গুপ্তা (৫৯)। আইনুরের বাড়ি গঙ্গারামপুর থানা এলাকায় এবং দ্বিতীয়জনের বাড়ি হিলি থানা এলাকায়। গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভাতোষ সরকার জানান, দুজনে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে গঙ্গারামপুরের আশ্রম এলাকায় পৌঁছান। গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে। তাঁদের থেকে তল্লাশি চালিয়ে মেলে ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ টাকা এবং একটি মোবাইল। এরপর দুজনকে গ্রেপ্তার করে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে আসে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

কলেজে নেতার দেহ

বালুরঘাট, ১১ ডিসেম্বর : বালুরঘাটের একটি বেসরকারি বিএড কলেজের চিলেকোঠায় মিলল আরএসপি নেতার ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনা ঘিরে শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম গোপাল চক্রবর্তী (৬০)। তিনি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আরএসপির শাখা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। সংশ্লিষ্ট কলেজে ক্লার্ক হিসেবে সম্প্রতি অবসর নিয়েছিলেন। ফের তাঁকে কাজে লাগিয়েছিল বিএড কলেজ কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ সহ অন্যরা। ২০২২ সালের পুর নির্বাচনেও বামেদের হয়ে আট নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী হয়ে দ্বিতীয়স্থানে ছিলেন গোপালবাবু। এসআইআর-এ ওয়ার্ডের একটি বুথে বিএলএ-টু হিসেবেও কাজ করছিলেন। মাস কয়েক আগেই হৃদরোগের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। আত্মীয় পৌষালী মজুমদার বলেন, যেভাবে ঝুলন্ত দেহটি মাটির সঙ্গে ছুঁয়ে ছিল। তা দেখে কোনওভাবেই আমাদের স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। খুন করা হয়নি তো! তদন্তের জন্য আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হব। কলেজের অধ্যক্ষা ববি মোহন্ত বলেন, বিষয়টি দুঃখজনক। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে।

থানায় এসপি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা পরিদর্শন করেন মালদা জেলার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এদিনই প্রথম হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় আসেন নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার। এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে আরও আঁটোসাঁটো করা যায়, নাকা চেকিং পয়েন্টগুলোতে কীভাবে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা যায়, সেই ব্যাপারে এদিন থানার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন পুলিশ সুপার।

পরিদর্শন

বালুরঘাট, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বালুরঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রিজিওনাল ম্যানেজার মনোজকুমার সিং। বালুরঘাট স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিন মনোজ রেলস্টেশন চত্বর, প্ল্যাটফর্ম সহ স্টেশনে ঢোকার রাস্তার কাজ খতিয়ে দেখেন।

এটিএম : জাল গোটাচ্ছে পুলিশ

সঞ্জয়ের সঙ্গীসাথীরা এবার পুলিশের নজরে। উত্তরপ্রদেশে সন্দেহজনক পাঁচজনকে ধরা হয়। তাদের সঙ্গে আর কে বা কারা রয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একসময় এলাকায় শান্ত হিসেবে পরিচিত সঞ্জয় বহুবছর গ্রামছাড়া। খুড়তুতো ভাই সম্পর্ক নেই বলে জানালেন। গ্রামের হালফিলের তরুণরা তাকে চেনেন-ই না, প্রবীণদের মুখে শোনা গেল পুরোনো কথা।

উত্তরপ্রদেশে ৫ জনের খোঁজ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : এটিএম লুটের চেষ্টা কাণ্ডে সঞ্জয়ের 'পেশাদার' বন্ধুদের পাকড়াও করতে উত্তরপ্রদেশ পাড়ি দিয়েছে কালিয়াগঞ্জ থানার একটি বিশেষ দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াগঞ্জ থেকে প্রায় আটশো কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের দেবপুরী থানা এলাকার পাঁচজনকে সন্দেহ হওয়ায় ধরেছে পুলিশ। তাঁদের থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি গাড়িও। তবে বাজেয়াপ্ত ওই গাড়িটি কালিয়াগঞ্জে এটিএম কাউন্টার লুটের চেষ্টায় ব্যবহার হয়েছিল কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

তদন্তের স্বার্থে এখনই কিছু বলতে নারাজ কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে কিছু বলব না। তবে খুব শীঘ্রই এই গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্যকে আমাদের হেপাজতে নেওয়া হবে। উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হবে।'

কালিয়াগঞ্জ শহরের শিমুলতলায় এটিএম কাউন্টার লুটের চেষ্টা কাণ্ডের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার হন ঘটনায় জড়িত ইটাহারের শ্রীপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় বর্মন। বাকি সঙ্গীদের খোঁজে জেলা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে এখানকার পুলিশ। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরপ্রদেশের একটি টোল গেটে গ্যাংয়ের বাকি সদস্যদের আটক করে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। তাঁদের ব্যবহৃত মোবাইলের ফোন কল রেজিস্টার ঘাঁটতেই বেরিয়ে আসে সঞ্জয়ের নম্বর। দেখা যায়, গ্যাংয়ের এক সদস্যের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ হয়েছে সঞ্জয়ের।

আরও জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন অর্থাৎ সোমবার সকালে মালদাতেও গিয়েছিলেন সঞ্জয় সহ এই গ্যাংয়ের অন্য সদস্যরা। তাহলে কি ট্রেনে দিল্লি থেকে মালদা স্টেশনে পৌঁছেছিলেন ওই গ্যাংয়ের এক বা একাধিক সদস্য? উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ সঞ্জয়কে দুর্গাপুরে লাল রঙের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গ্যাংয়ের বাকি সদস্যরা চালাকি করে বাংলা-বিহারের টোল গেট উপেক্ষা করে ঘুরপথে উত্তরপ্রদেশে ঢুকেছিলেন। তাই, ওই লাল গাড়ির ওপর বিভিন্ন টোল গেটে বিশেষ নজরদারি চালানো হলেও গ্যাংয়ের অন্য সদস্যরা আর ওই রাস্তায় পা বাড়াননি। ফলে বাংলা অথবা বিহারে পুলিশের হাতে ধরাও পড়েননি গ্যাংয়ের বাকি সদস্যরা।

কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ মনে করছে, এই গ্যাংয়ের 'হাত' জাতীয় স্তরে বহুদূর বিস্তৃত। পরবর্তীতে সঞ্জয় এবং গ্যাংয়ের অন্য সদস্যদের পুলিশি হেপাজতে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন মোড়

সন্দেহ হওয়ায় উত্তরপ্রদেশের দেবপুরী থানা এলাকার পাঁচজনকে ধরেছে পুলিশ

তাঁদের থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি গাড়িও

ধৃতদের একজনের ফোনের রেজিস্টারে সঞ্জয়ের নাম পাওয়া গিয়েছে

'মৃদুভাষী' সঞ্জয় গ্যাংয়ের মাথা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১১ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জের শিমুলতলায় এটিএম লুটের চেষ্টার ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন ইটাহার থানার শ্রীপুরের সঞ্জয় বর্মন। কিন্তু কে এই সঞ্জয় বর্মন? পুলিশের দেওয়া ঠিকানা ধরে তাঁর গ্রামে পৌঁছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল, তাতে সঞ্জয় যেন ক্রাইম থ্রিলারের কোনও রহস্যময় চরিত্র। গ্রামের আনাচে-কানাচে তাঁকে ঘিরে শুধুই সাসপেন্স! আপাতভাবে মৃদুভাষী শান্ত হিসেবে পরিচিত ছেলেটিই এখন এটিএম লুটেরা গ্যাংয়ের কিংপিন! খবরটা কানে আসতেই গ্রামবাসীদের অনেকেই হতবাক।

দীর্ঘদিন হল সঞ্জয় শ্রীপুর ছেড়ে নিরুদ্দেশের ঠিকানায়। গ্রামে খুব একটা যাতায়াত নেই। আড়াই দশকে দু'একবার গ্রামের মাটিতে পা রেখেছেন বটে। দিনের আলোয় ঘোরাফেরা করলেও সন্ধ্যায় আঁধার নামার আগেই ফের গ্রাম ছেড়ে উধাও। গ্রামে হালের ছেলেপিলেরা তাঁকে খুব একটা চেনেও না। কোথায় থাকেন, কী করেন, কেউ জানে না।

১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ঘেঁষা শ্রীপুর গ্রাম। মূলত রাজবংশীদের বাস। গ্রামে ঢুকে সঞ্জয়ের বাড়ির খোঁজ করতেই আগন্তুকের প্রশ্নে কেউ কেউ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। বললেন, 'এ নামে তো কাউকে চিনি না।' অবশেষে এক তরুণ নিয়ে গেলেন সঞ্জয় বর্মনের বাড়ির ঠিকানায়। কিন্তু বাড়ি কোথায়? এ তো শূন্য ভিটে। পরিত্যক্ত ভিটেয় উঁকি দিচ্ছে গোটাকয়েক গাছপালা এবং ঝাড়জঙ্গল।

শ্রীপুরে এখানেই এককালে ছিল সঞ্জয়ের বাড়ি।

> সঞ্জয় তো দীর্ঘদিন গ্রামছাড়া। কোথায় থাকে, বলতে পারব না। ওর বাবা-মা অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন। ছোট ভাই থাকে ইসলামপুরে। মেজো ভাই গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে বছর কয়েক আগে। আর কিছু জানি না।
>
> **সন্তোষ বর্মন**
> *সঞ্জয়ের গ্রামের বাসিন্দা*

চারপাশে নজর ঘোরাতেই চোখে পড়ল নতুন একটি টিউবওয়েল। পাশে সদ্যনির্মিত কংক্রিটের স্ল্যাব বসানো একটি কুয়ো। জানা গেল, সম্প্রতি স্থানীয় কেউ এসে এই কাজ করেছেন। পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রবীণ বাসিন্দা নারায়ণ বর্মন। কানে কম শোনেন। গলা চড়িয়ে সঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'ওরা তো কেউ এখানে থাকে না। একটা মাটির ঘর ছিল। সেটাও বহুদিন হল বর্ষায় ভেঙে পড়েছে।'

তাহলে কোথায় থাকেন সঞ্জয়? মাথা চুলকে পাশ থেকে উত্তর দেন আরেক বৃদ্ধ সন্তোষ বর্মন। তাঁর কথায়, 'সঞ্জয় তো দীর্ঘদিন গ্রামছাড়া। কোথায় থাকে, বলতে পারব না। ওর বাবা-মা অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন। ছোট ভাই থাকে ইসলামপুরে। মেজো ভাই গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে বছর কয়েক আগে। আর কিছু জানি না।'

সঞ্জয়ের বাড়িতে বছর পাঁচেক আগে প্রথম কড়া নেড়েছিল দিল্লি পুলিশ। কিন্তু কোন মামলায় তা স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারছেন না। কেউ বলছেন মার্ডার কেস, কেউ বলছেন, রেপ বা ছিনতাই কেস। সেই মামলায় দিল্লি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নাকি একবার জেলও খেটেছেন সঞ্জয়।

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথায় কথায় জানা গেল, পাশেই সঞ্জয়ের কাকার বাড়ি। খুড়তুতো ভাই সুব্রত বর্মন বললেন, 'ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। বহু বছর ধরে দাদা নিরুদ্দেশ।' সুব্রত জানান, বছরখানেক আগে সঞ্জয় একবার বাড়িতে এসেছিলেন। কোথায় থাকেন, কী করেন জিজ্ঞেস করায় সঞ্জয় জানিয়েছিলেন, তিনি দিল্লিতে ট্রান্সপোর্টে কাজ করেন। কিন্তু সেখানে থেকে যে তিনি অপরাধজগতের সঙ্গে লিপ্ত হয়েছেন, তা সকলে বুঝলেন কালিয়াগঞ্জের এটিএম লুটের চেষ্টার ঘটনায় সঞ্জয়ের গ্রেপ্তারির পর।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিষেবা।

বাড়িতে ইউএসজি গর্ভবতীদের

হরষিত সিংহ

মালদা, ১১ ডিসেম্বর : প্রত্যন্ত বা দুর্গম এলাকায় গর্ভবতীদের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে যাবে দরজায়। এমনকি আল্ট্রাসনোগ্রাফি (ইউএসজি)-এর মতো পরিষেবাও মিলবে বাড়িতে বসেই। সম্প্রতি মালদা জেলায় যে স্বাস্থ্যবন্ধু প্রকল্প চালু হয়েছে, এই পরিষেবা তাতেই নতুন সংযোজন।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবন্ধু প্রকল্প চালু করা হয়েছে বৃদ্ধ, শিশু ও প্রসূতিদের সহজ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে। এই প্রকল্পের আওতায় মালদা জেলায় মোট ছয়টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে। প্রথমদিকে তিনটি ভ্যানে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছিল। চলতি সপ্তাহ থেকে আরও তিনটি নতুন ভ্যান ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন তিনটি ভ্যান কাজ করবে বাঙ্গিটোলা, হরিশ্চন্দ্রপুর ও বামনগোলা ব্লকের জন্য। আগের তিনটি ভ্যান মানিকচক, গাজোল ও বৈষ্ণবনগর ব্লকে রয়েছে। এই ভ্যানগুলিতে একজন চিকিৎসক, নার্স, ডেটা অপারেটর ও অ্যাটেনডেন্ট থাকছেন। বর্তমানে জেলার যে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের জন্য ইন্ডোর পরিষেবা চালু নেই, সে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনেই এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র বসানো হচ্ছে। এই চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন রক্তের পরীক্ষা, এক্স-রে, ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়, প্রেশার, সুগার সহ অন্যান্য পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করাতে পারছেন। এছাড়া ইউএসজি পরিষেবাও মিলছে।

মালদা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, 'গর্ভবতীদের জন্য ইউএসজি পরিষেবা চালু হচ্ছে এবার থেকে। প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের খুব সুবিধা হয়েছে এই পরিষেবা চালু হওয়ায়।'

এখনও পর্যন্ত জেলায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা নিয়েছেন মোট ৪৪৬৫ জন। ল্যাব টেস্ট করিয়েছেন ৪৪৫৪ জন। ইসিজি করিয়েছেন ২৮০ জন। এছাড়া অন্যান্য রোগের চিকিৎসা পরিষেবা ও চোখের আলো প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন অনেকেই। মালদা জেলায় এখন পর্যন্ত প্রায়ই ৯০০ জন বয়স্ক রোগী এই পরিষেবা নিয়েছেন। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের চিকিৎসা হয়েছে ১৮০ জনের। নতুন সংযোজন গর্ভবতীদের পরিষেবা প্রদান।

স্বাস্থ্যবন্ধু প্রকল্প

বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে আসা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এই পরিষেবার উপভোক্তা বাবলু রবিদাস বলেন, 'আমাদের খুব উপকার হচ্ছে। কোথাও চিকিৎসার জন্য যেতে হচ্ছে না। আমি নিজেও রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়েছি এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে।'

Ministry of Culture
Government of India

BIRLA INDUSTRIAL & TECHNOLOGICAL MUSEUM
(A Unit of National Council of Science Museums)
Ministry of Culture, Government of India
19A, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019

Advertisement No. 09/2025

Applications are invited from the eligible candidates having Masters' Degree in Science for engagement of **'Science Communicators'** at North Bengal Science Centre, Siliguri for a period of one year and further extendable for another year subject to satisfactory performance on a consolidated monthly stipend of ₹35,000/-. Last date of receipt of application is **04.01.2026**. For details, visit **www.bitm.gov.in > Notice > Recruitment**. Interim enquiries will not be entertained.

ত্রাণ বিলি

রতুয়া, ১১ ডিসেম্বর : রতুয়া-১'এর পশ্চিম রুকুন্দিপুর ঢুলিপাড়ার মৃত পরিযায়ী শ্রমিক অর্জুন চৌধুরীর বাড়িতে বৃহস্পতিবার ত্রাণ নিয়ে গেল ব্লক প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সুব্রত বাউল ও ব্লক প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা।

বিডিও জানান, গুজরাটে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন অর্জুন। চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবারে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে এদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে সরকারি ত্রাণসামগ্রী পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি যে সমস্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে সেগুলিও ওই পরিবারটি পাবে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

কুমারগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার পড়ুয়াদের নিয়ে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে। এজন্য তারা মালদার গৌড়কে বেছে নেয়। গত শিক্ষাবর্ষে ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পাওয়া পড়ুয়াদের বাইরের ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে এমন পদক্ষেপ বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক বিপুল ঘোষ। পড়ুয়াদের অনেকে প্রথমবার গৌড়ে গিয়ে খুব খুশি।

গাজোলে রাস্তার কাজের শিলান্যাস। বৃহস্পতিবার।

গৌড়বঙ্গ পেল পথশ্রীর রাস্তা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১১ ডিসেম্বর : গৌড়বঙ্গে পথশ্রী-৪ প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার কাজের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নদিয়া থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি রাস্তার শিলান্যাস করলেও, তা তুলে ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সবমিলিয়ে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার নতুন রাস্তা পাচ্ছে গাজোল। পাঁচটি রাস্তার মধ্যে অন্যতম হল দেওতলা থেকে কাটিকান্দর পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তার দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন স্থানীয়রা। দাবি পূরণ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা। বিডিও বলেন, '২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। ফলে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।' রাস্তার শিলান্যাস হওয়ায় যথেষ্ট খুশি সাধারণ মানুষ। এদিন অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত অনেকেই জানান, রাস্তার কাজ দ্রুত শুরু হয়ে শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, খুব দ্রুত রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে।

শুধু গাজোল নয়, পথশ্রী প্রকল্পে মালদার মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্র ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট সহ বিভিন্ন এলাকার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। চাঁচল-২ ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৪৮ কিমি রাস্তা তৈরি হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। যার বরাদ্দ অর্থ প্রায় ৩০ কোটি টাকা। মালতীপুর বিধানসভা তথা চাঁচল-২ ব্লকের পরানীনগরে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, মালদা জেলা পরিষদের সদস্য আবদুল হাই, চাঁচল-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা প্রমুখ। রাস্তার কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানান বিধায়ক।

অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হয় বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটি পঞ্চায়েতের কুসুম্বরে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বালাসুব্রমনিয়ান টি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার প্রমুখ। জেলা শাসক জানান, জেলার গ্রামীণ এলাকায় ১৭৬টি রাস্তা তৈরি হবে। যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা। সবমিলিয়ে ২৬১ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। শহর এলাকার জন্য শিলান্যাস হয়েছে আরও ২৮৬টি রাস্তার, বরাদ্দ প্রায় ২২ কোটি টাকা। শহরে তৈরি হবে ৭৫ কিলোমিটার রাস্তা। কুমারগঞ্জ ব্লকের আটটি পঞ্চায়েতে মোট ১৯টি রাস্তার শিলান্যাস হয়। ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ বিধানসভার অন্তর্গত ঠাকুরবাড়ি শ্মশান কালী মন্দির থেকে ভাসীডাঙ্গা শীতলপুর পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এদিকে রায়গঞ্জ ব্লকের একাধিক বেহাল রাস্তার সংস্কার না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা মনসুর আলি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'এই বিধানসভার জন্য বরাদ্দ করা রাস্তার কাজ অন্য বিধানসভায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন বিধায়করা। আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।' ভার্চুয়ালি ফরাক্কার জন্যও রাস্তার শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাদেবনগর অঞ্চলের প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে।

অভিযোগ দায়ের

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ফিরছিলেন তিন বন্ধু। সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাঁদের রাস্তা আটকে টাকা দাবি করে। রূপম পাল ও রবি দাস নামে দুজন টাকা দিলেও গৌরব সাহা নামে একজন টাকা দিতে না চাওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপ মারা হয়। বুধবার রাতে রায়গঞ্জ শহরের বন্দর সংলগ্ন কাঞ্চনপল্লি বাঁধ এলাকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে গৌরবের পরিবারের তরফে ওই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় রজত পাসোয়ান ও দীপ দাস নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাঅয়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। জখম অবস্থায় গৌরব রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ফোন উদ্ধার

কুশমণ্ডি, ১১ ডিসেম্বর : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার কুশমণ্ডি থানায় ১৬ জনের হাতে মোবাইলগুলো তুলে দেন কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা।

আলোচনা সভা

কুমারগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : ব্লক প্রশাসন, সমাজকল্যাণ দপ্তর, শক্তি বাহিনী ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জে বাল্যবিবাহ রোধ, নেশামুক্তি সহ একাধিক সচেতনতামূলক বিষয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

মারপিট

পতিরাম, ১১ ডিসেম্বর : মদনগঞ্জ এলাকায় গাছের কাটা গুঁড়িকে কেন্দ্র করে বিবাদ এবং মারধরের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সজীব চৌধুরী কয়েকদিন আগে দেখতে পান, তাঁর জমিতে কয়েকটি গাছের গুঁড়ি রাখা হয়েছে। পরে তিনি জানতে পারেন, সেগুলি রেখেছেন সঞ্জয় বর্মন নামে এক ব্যক্তি। এই নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে বচসা হয়। অভিযোগ, বুধবার সজীবকে বেধড়ক মারধর করা হয়। রাতে তিনি পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রশিক্ষণ শিবির

বুনিয়াদপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বংশীহারী ব্লকে আতমা প্রকল্পে কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অংশ নেন কুসুম্বা এলাকার প্রায় ১০০ কৃষক। তাঁদের উন্নতমানের পদ্ধতিতে সবজি, ধান, মাছ চাষ এবং পশুপালন নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ব্লক কৃষি দপ্তরের আধিকারিক এভারেস্ট লেপচা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা বিবিজান বিবি - কে 11.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74E 90686 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "কে ভেবেছিল যে আমি এই বয়সে এসে একজন কোটিপতি হয়ে উঠবো? এই সময় যখন আমি অন্যের সাহায্যপ্রার্থি, ঠিক সেই সময় আমার ভালবাসার মানুষদের সাহায্য করতে পারব বলে আমি নিজে গর্বিত বোধ করছি। ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

LIC
প্রতি মুহূর্তে আপনার সাথে

এলআইসি-এর সাথে
আপনার বিকাশ সুনিশ্চিত করুন

- তিন বছরের জন্য স্টাইপেন্ডারি স্কীম।
- ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: 10ম পাস থেকে শুরু করে যে কোনো উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা।
- ন্যূনতম পূর্ণ বয়স: আবেদন করার সময় 18 বছর।
- এজেন্সি স্টাইপেন্ডারি সময়কালে এবং তারপরে নিয়মানুযায়ী কমিশনের সাথে আয় অব্যাহত থাকবে।
- এলআইসি-এর শর্ত সাপেক্ষে তার এজেন্টদের কেরিয়ারের সুযোগ প্রদান করে
- নির্দিষ্ট মানদণ্ডের প্রাপ্তির উপরে ভিত্তি করে স্টাইপেন্ডারি যোজনা

স্বাবলম্বী নারী, সমৃদ্ধি আমাদেরই

আবেদন করার জন্য, নিকটবর্তী এলআইসি-এর শাখায় যোগাযোগ করুন বা www.licindia.in-এ ভিজিট করুন

LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

বিক্ষোভে বিএলও-রা

বুনিয়াদপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বংশীহারী বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান ব্লকের প্রায় ৫০ জন বিএলও। এদিন ছিল এসআইআর-এর কাজের শেষ দিন। বিএলও-রা এদিন সকালে অ্যাপ আপডেট করতে গিয়ে দেখেন ম্যাপিং করা প্রায় শতাধিক ভোটারের বিভিন্ন তথ্য নানা কারণে নতুন করে রি-ভেরিফাই করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এতেই বিপাকে পড়েন বিএলও-রা। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এত ভোটারের ভেরিফিকেশন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর বিক্ষোভ দেখানো বিএলও-রা বিডিও অসিতকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিডিও বিএলও-দের আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভকারীরা ফিরে যান। যদিও বিডিও সংবাদমাধ্যমের কাছে এবিষয়ে মুখ খুলতে চাননি।

অন্যদিকে এদিন বিকেলে একই বিষয়ে হরিরামপুর বিডিও অফিসেও বিক্ষোভ দেখান ওই ব্লকের বিএলও-রা। বিডিও অত্রি চক্রবর্তী বলেছেন, 'আমি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার কেউ নই।'

জখম দুই

রতুয়া, ১১ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুই ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার মহানন্দটোলার নাকাটি ব্রিজে। আহতরা হলেন বিক্রম মণ্ডল ও ছোটন মণ্ডল। তাঁদের দুজনের বাড়ি মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহানগর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তাঁরা একটি বাইকে রতুয়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। নাকাটি ব্রিজ থেকে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান। স্থানীয়রা তাঁদের মহানন্দটোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা দুজনকেই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেন। প্রত্যক্ষদর্শী মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'এলাকার কিছু ব্যবসায়ী বালি-পাথরের ব্যবসা করেন। ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সময় সেগুলি রাস্তায় পড়ে যায়। রাস্তার মধ্যে প্রচুর ছোট ছোট পাথর পড়ে থাকায় এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।'

ধর্মঘট প্রত্যাহার

গাজোল, ১১ ডিসেম্বর : তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর টোটো ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন টোটোচালক এবং মালিকরা। বুধবার সন্ধ্যায় ওই বৈঠকটি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গাজোলের বিভিন্ন রাস্তায় টোটো চলাচল ছিল স্বাভাবিক। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র ব্লক সভাপতি সেরাজুল ইসলাম বললেন, 'টোটো মালিক ও চালকরা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে যে দাবি তুলেছেন তা যুক্তিসংগত। আমরাও দাবি জানাচ্ছি টোটোর ইনসুরেন্স, রোড ট্যাক্স এবং নম্বর প্লেটের জন্য কত টাকা দিতে হবে তা সরকার ঠিক করে দিক। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার আমরা মালদা আরটিও-র সঙ্গে আলোচনায় বসব। আশা করি সেখান থেকে কিছু সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসতে পারে।'

চালকের মৃত্যু

মালদা, ১১ ডিসেম্বর : চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক ভুটভুটিচালকের মৃত্যু হল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃত ওই চালকের নাম জাহাঙ্গির আলম (২৮)। তাঁর বাড়ি চাঁচলের জালালপুর এলাকায়। জাহাঙ্গিরের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার তিনি ভুটভুটি নিয়ে গাজোলে ধান আনতে যাচ্ছিলেন। বিকেলে পরিবারের লোকজন খবর পান, পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন জাহাঙ্গির। তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। এরপর পরিবারের লোকজন মালদা মেডিকেলে ছুটে যান। মৃতের কাকা মতিবুর জানান, শুনেছি রাস্তার ধারের একটি নয়ানজুলি থেকে ভুটভুটি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

কারণ নিয়ে মতভেদ বন দপ্তর, পরিবেশবিদ ও পাখিপ্রেমীদের

সময়ের আগেই ফিরছে পাখিরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : নির্দিষ্ট সময়ের দেড় মাস আগেই কুলিক ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে পরিযায়ী পাখির দল। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি পরিযায়ী পাখি পক্ষীনিবাস থেকে চলে গিয়েছে। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরো পক্ষীনিবাস ফাঁকা হয়ে যাবে বলে বন দপ্তরের অনুমান। তাদের দাবি, এবারে পরিযায়ী পাখি অনেক আগে এসেছে, তাই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। এজন্য মরশুমের পরিবর্তনকে কারণ হিসেবে দায়ী করছে তারা। তবে একদল পরিবেশপ্রেমীর দাবি, আগে আসা ও আগে যাওয়ার জন্য প্রকৃতির পরিবর্তন তো একটা কারণ বটেই। তবে এবারে অনেক আগে পাখিদের খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেই টানেই তারা আগে এসেছে। এখন খাবার শেষ হয়ে যাওয়ায় চলে যাচ্ছে।

বন দপ্তরের দাবি, এ বছর প্রায় এক লক্ষের উপর পরিযায়ী পাখি এসেছিল। ৮০ শতাংশের বেশি পরিযায়ী পাখি পক্ষীনিবাস ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিছুক্ষেত্রে মায়েরা চলে গেলেও বেশকিছু গাছে বাচ্চারা রয়েছে। পাখিরা এবছর মে-র প্রথম সপ্তাহে চলে এসেছিল, অন্য বছর জুন-জুলাইয়ে আসে।

পরিযায়ী পাখি চলে যাওয়ায় ফাঁকা কুলিক পক্ষীনিবাস।

এই ব্যাপারে রায়গঞ্জের বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মার দাবি, 'এ বছর নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই পরিযায়ীরা পক্ষীনিবাসে এসেছিল। ফলে তাদের প্রজননও আগে হয়েছে। সেই কারণে, তারা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে কি না, তা সমীক্ষায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে মরশুম পরিবর্তনের জন্যই আগে আসা ও আগে যাওয়ার ব্যাপারটি।' পক্ষীনিবাস চত্বরে পরিযায়ীদের খাদ্যের অভাব নেই বলে তিনি জানান। রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাসের রেঞ্জ অফিসার শৌভিক ঝা বলেন, 'মে মাসের প্রথমে পাখিদের আসতে দেখা গিয়েছিল। নভেম্বর থেকে যেতে শুরু করেছে। সাধারণত জুন-জুলাই মাসে আসে। ডিসেম্বরের শেষে ফাঁকা হয়ে যায়। এবারে আগে এসেছে, আগে ফিরে যাচ্ছে। আগে এমন রেকর্ড পাওয়া যায়নি।'

প্রস্থান

- প্রায় দেড় মাস আগেই কুলিক পক্ষীনিবাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে পরিযায়ী পাখির দল
- ৮০ শতাংশের বেশি পরিযায়ী পাখি পক্ষীনিবাস ছেড়ে চলে গিয়েছে
- কিছু ক্ষেত্রে মায়েরা চলে গেলেও বেশকিছু গাছে বাচ্চারা রয়েছে
- বন দপ্তর মরশুমের পরিবর্তনকে এজন্য দায়ী করেছে
- তবে পরিবেশ ও পাখিপ্রেমী সংস্থার সদস্যরা খাবার শেষ হয়ে যাওয়াকেও কারণ বলে মনে করছেন

প্রতি বছর জুনের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ওপেনবিল স্টর্ক, নাইট হেরন, করমোর‍্যান্ট, ইগ্রেট সহ বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি কুলিক পক্ষীনিবাসে আসে। এখানকার কয়েক হাজার গাছে তারা বাসা বেঁধে প্রজনন করে। ডিম ফুটে ছানারা ওড়া শিখলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তারা ফিরতে শুরু করে। শীত পড়লে তাদের আর দেখা যায় না। অথচ এবারে শীত না পড়লেও তারা ফিরতে শুরু করেছে।

রায়গঞ্জের একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার গৌতম তান্তিয়ার দাবি, 'এবছর অনেক আগে চলে আসায় সমস্ত প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করে চলে গিয়েছে। প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য তাদের আসা ও যাওয়া আগে হয়েছে।' আরেক পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার ভীমনারায়ণ মিত্রের দাবি, 'এবারে অনেক আগে কুলিক নদী ও ওই ক্যানালে মাছ, শ্যাওলা, শামুক, কাঁকড়া ও বিভিন্ন জলজ পোকা পাখিদের দেওয়া হয়। এর জেরেই পরিযায়ীরা নির্দিষ্ট সময়ের আগে চলে এসেছে এবং খাবার শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা সম্ভবত চলে যাচ্ছে।' তবে মরশুমের পরিবর্তনও একটা বড় কারণ বলে তিনি জানান।

জমি দখলে অভিযুক্ত ৬ প্রভাবশালী

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : এক বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীর জমি দখলের অভিযোগ উঠল এলাকার প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, জমিতে লাগানো সমস্ত ধান লুট করেছে প্রভাবশালীরা। বুধবার রাতে রায়গঞ্জ থানায় ফরিদ আলি, আমজাদ আলি, জসিরুদ্দিন শেখ সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তুপসেরা খাতুন নামে ওই তরুণী। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার গৌড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরিপুর এলাকার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে দাবি, ওই তরুণীর বাবা মৃত্যুর আগে তাঁর মেয়েকে ৫ শতক জমি লিখে দিয়ে যান। এতদিন চাষ-আবাদ করছিলেন ওই তরুণী। রাস্তার পাশে জমি হওয়ায় সেই জমির ওপর চোখ পড়ে এলাকার প্রভাবশালীদের। বুধবার দিনভর দুষ্কৃতীদের পাহারায় সমস্ত ধান কেটে বাড়িতে নিয়ে যায় প্রভাবশালীরা। রাত ১১টা নাগাদ থানার দ্বারস্থ হন তরুণী। তরুণীর হয়ে তাঁর দিদি রূপসেনা খাতুন বলেন, 'আমার বোনের নামে রাস্তার পাশে ৫ শতক জমি রয়েছে। সেই জমিতে ধান বোনা হয়েছে। গতকাল দুষ্কৃতী পাহারায় সমস্ত ধান কেটে নিয়ে যায় প্রভাবশালীরা। প্রতিবাদ করতে পারিনি। প্রতিবাদ করলেই বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে। তাই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।' অভিযুক্তদের মধ্যে জসিরুদ্দিন শেখ বলেন, 'আমরা রাস্তার পাশের জমি দিতে বলেছি জমির মালিককে। তার বদলে সংশ্লিষ্ট জমির পেছন দিকে ৬ শতক জমি লিখে দেব আমরা। ওঁরা রাজি না হওয়ায় আমরা রাস্তার পাশের জমিটি দখল করেছি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে আমাদের নামে দলিলের জন্য আবেদন করা হয়েছে।' রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী রিপন বসাকের কথায়, অভিযুক্তরা এলাকার প্রভাবশালী। বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে গিয়ে জালিয়াতি করে নিজেদের নামে জমি করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

আগুন

হিলি, ১১ ডিসেম্বর : হিলি থানার ৪ নম্বর বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিওড় মালীপাড়া এলাকায় আগুনে ভস্মীভূত হল ধানের পালা। বুধবার রাতে যদু পাল নামের এক ব্যক্তির রেখে দেওয়া ধানের পালায় আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় আগুন নিভলেও ধানের পালা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যদু পাল হিলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
স্কুল ছুটির পরে।। শিলিগুড়ির হায়দারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

দশ বছর ধরে বাস ঢোকে না স্ট্যান্ডে

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ১১ ডিসেম্বর : চৌরঙ্গি মোড়ের রাস্তা সরু হওয়ায় ২০০১ সালে তপনের কসবায় নতুন বাসস্ট্যান্ড তৈরি করা হয়। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার রাস্তার এতই খারাপ অবস্থা যে প্রায় ১০ বছর ধরে কোনও বাসই আর এই স্ট্যান্ডে ঢোকে না। ফলে চৌরঙ্গি মোড়েই দাঁড়াচ্ছে বাসগুলো। যানজটের ঠেলায় সমস্যায় তপনের বাসিন্দারা।

নামে বাসস্ট্যান্ড হলেও বর্তমানে এখানে বালি ও পাথর লোডিং-আনলোডিং করা হয়। একসময়ের জমজমাট এই বাসস্ট্যান্ডের বেহাল দশার জন্য স্থানীয়দের মনে জমেছে ক্ষোভ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর থেকেই এই বাসস্ট্যান্ড নিয়ে প্রশাসনের উদাসীনতা বাড়তে থাকে। কয়েক বছরে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে স্ট্যান্ডে বাস ঢোকাই বন্ধ হয়ে যায়। বাসস্ট্যান্ডের বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন করায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন বলেন, 'বাসস্ট্যান্ডে বালি-পাথর লোডিং-আনলোডিংয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। স্ট্যান্ডে যাতে আবার বাস ঢুকতে পারে সেই ব্যাপারে একাধিকবার মিটিং হয়েছে। খুব শীঘ্রই এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

একটি বেসরকারি বাসের চালক নিরঞ্জন পাল বলেন, 'স্ট্যান্ডে ঢোকার রাস্তার এমন দশা যে বাস নিয়ে ঢোকার কথা ভাবতেই ভয় লাগে। রাস্তার জন্য টায়ার তো ক্ষয়ে যায়ই এমনকি ভেঙে যায় গাড়ির পাতও।' ভেবেছিলাম এর ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু এখন তার উলটোটাই হচ্ছে।'

আরেক বাসিন্দা বাপ্পা দত্ত বলেন, 'এই সমস্যার কথা প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও লাভ হয়নি। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হোক। স্ট্যান্ডে বাস ঢুকলে

তপন বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার মুখে রাখা বালি-পাথর।

বাসস্ট্যান্ডের বেহাল দশার জন্য টান পড়েছে মানুষের রুটিরুজিতেও। বাসস্ট্যান্ডে বাস ঢোকা বন্ধ হতেই দোকানগুলোর বিক্রিবাটা কমে যায়। ফলে অনেক দোকানদারকে বাধ্য হয়ে দিনমজুরির পেশা বেছে নিতে হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল শীল বলেন, 'এই জায়গায় তপন হাট বসত। হাট তুলে যখন এখানে বাসস্ট্যান্ড করা হয়, আমরা

যানজটের সমস্যা অনেকটা কমবে।'

এই প্রসঙ্গে তপন যাত্রীবাহী পরিবহণ মালিক সমিতির সম্পাদক স্বপনকুমার বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের কোনও আপত্তি নেই এই স্ট্যান্ডে বাস ঢোকাতে। কিন্তু রাস্তার ভয়াবহ অবস্থার জন্য বাস ঢোকানো যায় না। প্রশাসন যদি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করে, তাহলে আমরা আবার স্ট্যান্ডে বাস ঢোকানো শুরু করব।'

উদ্বোধন মঞ্চে বিতণ্ডা দুই জনপ্রতিনিধির

রতুয়া, ১১ ডিসেম্বর : হাতে হাত ধরে কাজ করার কথা ছিল দুই জনপ্রতিনিধির। সেখানে হাতের ওপরে হাত রাখাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত প্রকল্প উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। পথশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধনে ফিতে কাটা ঘিরে বিতণ্ডায় জড়ালেন তৃণমূলের বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

বৃহস্পতিবার চতুর্থ পর্যায়ের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় মালদার রতুয়া-২ ব্লকের দুটি রাস্তার উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও শেখর শেরপা, রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল পরিচালিত রতুয়া-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুদ্দিন সহ অন্যরা। ফিতে কাটার মুহূর্তে বিডিও-র সামনে সমর এবং আমিরুদ্দিন প্রকাশ্যে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

আমিরুদ্দিন বলেন, 'উদ্বোধনের সময়ে ওঁর হাতের ওপর আমি হাত রেখেছিলাম। তিনি রেগে যান এবং অকথ্য গালিগালাজ করেন। আগেও আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। বিষয়টি জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছি।' যদিও এই প্রসঙ্গে বিধায়ক সমরকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। বিষয়টি নিয়ে জেলা সভাপতিরও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মিমের সভা

হরিরামপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার হরিরামপুর ব্লকের সৈয়দপুর গ্রামে মিমের সাংগঠনিক একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। দলের জেলা সভাপতি উমেদ আলি খান জানান, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন একটি প্রস্তুতি সভা হয়েছে। হরিরামপুর বিধানসভা থেকে মিমের প্রার্থী দেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানালেন তিনি।

এসআইআর ফর্মে মামা-মামি হলেন বাবা-মা

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ১১ ডিসেম্বর : মামা ও মামিকে বাবা ও মা পরিচয় দিয়ে উভয়ের ভোটের এপিক নম্বর দিয়ে এসআইআর তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। ঘটনায় সরব হয়েছেন ডালখোলা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইতি কর্ণ। তাঁর অভিযোগ, ডালখোলা পুরসভার পিডব্লিউ পাড়ার বাসিন্দা দিলীপ দাসের স্ত্রী রাধা দাস নিজের মামা-মামির এপিক নম্বর ব্যবহার করে তাঁদের বাবা-মা পরিচয় দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা করছেন। কাউন্সিলার জানাচ্ছেন, রাধার বাবা-মা নেপালের নাগরিক। রাধার জন্মও নেপালের ঝাপা জেলার ভদ্রপুরে। রাধার মামা বিরেন দাসের বাড়ি ডালখোলা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেহেসরায়। মামির নাম মুন্নি দাস। অথচ এসআইআর ফর্মে দেখা যাচ্ছে রাধার বাবার নাম রামপ্রসাদ দাসের পরিবর্তে বিরেন দাস লেখা হয়েছে। মা পার্বতী দাসের জায়গাতেও মুন্নি দাসের নাম রয়েছে।

কাউন্সিলার ইতির অভিযোগ, রাধা তাঁর মামা ও মামির এপিক নম্বর ব্যবহার করে এসআইআর তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করেন। যদিও রাধার স্বামী দিলীপ পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি লেহেসরার বিরেন দাসের মেয়ে রাধা দাসকে দুই দশক আগে বিয়ে করেছি। রাজনৈতিক কারণে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগ তুলছেন কাউন্সিলার।' রাধা দাসের নামে ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলও-২ বিজয় মাহাতো লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন করণদিঘির বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরির কাছে। আর করণদিঘির বিডিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

তবে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেহেসরার এলাকার বাসিন্দা নগেন ঘোষ বলেন, 'আমাদের পাড়ায় বীরেন দাস নামে একজন ব্যক্তি রয়েছেন। তার এক মেয়ে রেখা দাস। তবে রাধা নামে ওঁর কোনও মেয়ে নেই। তবে এক ভাগ্নি রয়েছে। তাঁর

আমি লেহেসরার বিরেন দাসের মেয়ে রাধা দাসকে দুই দশক আগে বিয়ে করেছি। রাজনৈতিক কারণে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগ তুলছেন কাউন্সিলার।

– দিলীপ দাস, *অভিযুক্তের স্বামী*

বাবার বাড়ি নেপালে।' একই কথা জানালেন প্রতিবেশী তারা মোদকও। অন্যদিকে যাঁর নাম ব্যবহার করা নিয়ে অভিযোগ, সেই বিরেন বলেন, 'আমার বোন পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল বিহারে। বর্তমানে বোন ও ভগ্নীপতি নেপালের ঝাপা জেলার ভদ্রপুরে বসবাস করেন। রাধা আমার ভাগ্নি।' এদিকে, ডালখোলা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনজার আলমও জানিয়েছেন বিরেনের একটাই মেয়ে, যাঁর নাম রেখা। রাধা দাস নামে তাঁর কোনও মেয়ে নেই। তবে ওঁর বড় ছেলে মনোজ দাসের স্ত্রীর নাম রাধা কুমারী।

পুরসভা কি তৃণমূলের পার্টি অফিস

সংবর্ধনায় ক্ষুব্ধ রামনিবাস

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে সদ্য কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে পরিবর্তন হয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। তারপর বিভিন্ন মহল থেকে বিশ্বজিৎকে সংবর্ধনা বা শুভেচ্ছা দেওয়া হচ্ছে।

বুধবারও ১ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু তৃণমূল সমর্থক পুরসভায় এসে চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু ও ভাইস চেয়ারপার্সন জয়া বর্মন দেবশর্মাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা দেন। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা কালিয়াগঞ্জ তৃণমূলের শহর মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী শম্পা কুণ্ডু এবং শহর যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি রতন বিশ্বাস। তাঁদেরও সংবর্ধনা দেন তৃণমূল সমর্থকরা। আর এতেই তৃণমূলের অন্দরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

পুরসভা অফিসের ভেতরে এমন সংবর্ধনা দেওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার গর্জে উঠলেন সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'কালিয়াগঞ্জ পুরসভা অফিস কি তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় হয়ে গেল নাকি? আমার সাড়ে তিন বছরের ওপরে কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় চেয়ারম্যান থাকাকালীন এমন ঘটনা কখনোই হয়নি। দল ও প্রশাসন আমি এক করিনি।'

সংবর্ধনার ঘটনায় নাম জড়ানো শহর যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি রতন বিশ্বাসের মন্তব্য, 'আমার পরিচয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক গণ্ডিতেই আবদ্ধ নয়। মানুষের

কালিয়াগঞ্জ

জন্য সর্বদা কাজ করি। বিপদে পাশে থাকি। তাই কেউ আমাকে সম্মান দিলে আমি তা সাদরে গ্রহণ করি। এখানে তো কোনও অপরাধ দেখছি না।'

চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'শম্পা একজন তৃণমূল কাউন্সিলার। রতন রাজনীতির বাইরেও খুব জনপ্রিয় ছেলে। সর্বদা মানুষের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ায়। তাই হয়তো রতনকে সামনে পেয়ে আমাদের দেওয়া ফুলের তোড়া দিয়েই ওকে সংবর্ধনা দিয়েছে।'

বৈষ্ণবনগরে ফেরিঘাটের সম্ভাবনা

এম আনওয়ার উল হক

বৈষ্ণবনগর, ১১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক-৩ ব্লকের চরবাসীদের নিত্যদিনের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা গঙ্গা। এবার সেই গঙ্গাই কখনও হয়ে ওঠে তাঁদের স্থায়ী দুঃখের কারণ। কারণ নদী পারাপারের একমাত্র উপায় নৌযাত্রা। কিন্তু বর্ষা বা বন্যায় ফুলেফেঁপে ওঠা গঙ্গার স্রোত হয়ে ওঠে মারাত্মক বিপজ্জনক। সেসময় প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও নিতান্ত নিরুপায় হয়ে নৌকায় চড়তে বাধ্য হন। তার উপর মাঝিমাল্লা ও ঘাটওয়ালাদের অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়া সমস্যার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। এই বিষয়ে বহুবার পরিবহণ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি।

কালিয়াচক-৩ ব্লকের পার দেওনাপুর-শোভাপুর, বাখরাবাদ, কুম্ভীরা, ভগবানপুর সহ চরাঞ্চলের লাখো মানুষের বহুদিনের দাবি, পারলালপুরে একটি স্থায়ী ফেরিঘাট। দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী এই নিয়ে উদ্যোগী হয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরপরই সম্প্রতি পারলালপুরে স্থায়ী

কালিয়াচকের এখানেই ফেরিঘাটের জন্য পরিদর্শন করা হয়েছে।

ফেরিঘাট নির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শনে নামল রাজ্য প্রশাসন।

আর এতেই উচ্ছ্বসিত সেখানকার স্থানীয় মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'একটু বাতাস উঠলেই নৌকা চলে না। নদী পার হতে ভয় লাগে। স্থায়ী ঘাট হলে আমাদের জীবনটাই বদলে যাবে।' ব্যবসায়ী ইউসুফ আলির আশা ফেরিঘাট হলে ব্যবসা বাড়বে, মালদা-মুর্শিদাবাদের যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে। তবে আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন অনেকে। প্রবীণ বাসিন্দা আবদুল কাদের বলেন, 'প্রতি বছর গঙ্গা দিক বদলায়, ভাঙন বাড়ে। এখানে স্থায়ী ঘাট করলে টিকবে তো?' কৃষক মাহাতাব শেখের আক্ষেপ, 'আগেও অনেক পরিদর্শন হল, কাজ শুরু হয়নি। এবারেরটাও যেন শুধু দেখাদেখি না হয়।'

পরিদর্শনে আসা ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, প্রথমে ঘাট এলাকার মাটির গঠন, জলের গুণমান, নদীর গভীরতা, স্রোতের দিক, পলির পরিমাণ-সবকিছু বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা হবে। সেই রিপোর্ট হাতে এলেই বোঝা যাবে স্থায়ী ফেরিঘাট নির্মাণ কতটা সম্ভব।

দেহাবন্দে রক্ষাকালীপুজোর প্রস্তুতি

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১১ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর ব্লকের পরেশ মহন্ত বৃহস্পতিবার সকালেই স্ত্রীকে নিয়ে পৌঁছে জায়গা খুঁজে নিয়েছেন কুশমণ্ডি ব্লকের দেহাবন্দ রক্ষাকালীমেলা প্রাঙ্গণে। একদিন আগে এলে দোকান দেওয়ার জন্য মেলায় আরও ভালো জায়গা পাওয়া যেত, আক্ষেপের সঙ্গে কথাগুলি বলছিলেন স্ত্রীকে। এরই মধ্যে নিজের হাতে তৈরি লোহার দা, কোদাল, কাঁচি, দাঁড়িপাল্লা, খুন্তি সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সাজাতে শুরু করলেন। গৌড়বঙ্গের তিন জেলার শতাধিক দোকানদারও তাঁর মতো ব্যস্ত, হাতে মাত্র যে একদিন সময়।

বৃহস্পতিবার মেলা প্রাঙ্গণে দোকান সাজাতে যেমন ব্যস্ত ছিলেন

দেহাবন্দ রক্ষাকালী প্রতিমা তৈরি চলছে।

ব্যবসায়ীরা, তেমনই চরম ব্যস্ততায় মৃৎশিল্পী সুকুমার সরকার। ১৬ ফুট উচ্চতার দেহাবন্দ রক্ষাকালী প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত তিনি। গত ১৫ দিন ধরে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। শুক্রবার সকালের মধ্যে প্রতিমার কাজ শেষ করতে হবে, জানেন তিনি। তাঁর মতো ব্যস্ত আরও বেশ কয়েকজন মৃৎশিল্পী। তাঁরা তৈরি করছেন ৫০টিরও বেশি ছোট রক্ষাকালীর প্রতিমা। বাড়িতে প্রতিমা দিয়ে পুজো করতে পারেন না, মানত রক্ষার্থে তাঁরা দেহাবন্দ রক্ষাকালীপুজোর দিন মণ্ডপে ছোট প্রতিমা রেখে একসঙ্গে ভোগ নিবেদন করে পুজো দেন। নিজের প্রতিমা দেখতে এদিন এসেছিলেন দেহাবন্দ গ্রামের দীনেশ দাস। তিনি বলেন, 'পরিবারের মঙ্গলের জন্য মানত করেছিলাম। এবার সেই পুজো দেব প্রতিমা তুলে।'

পুজো কমিটির সম্পাদক জীবেশ দাসের বক্তব্য, 'মণ্ডপে যত প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি প্রতিমা আসবে বাইরে থেকে। অনেকেই নিজেদের বাড়িতে প্রতিমা তৈরি করে পুজোর দিন মণ্ডপে নিয়ে আসেন।' ৩৬ বছরের পুরোনো পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা চলবে ১০ দিন। থাকবে যাত্রা ও লোকসংস্কৃতির একাধিক আঙ্গিকের অনুষ্ঠান। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ও কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকার বিকলডাঙ্গা, নন্দনগ্রাম, পতিরাজপুর থেকে শুরু করে কুশমণ্ডি ব্লকের বেরইল, কালিকামরা, আকচা, দেউল পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমাবেন, পুজো দেবেন। শনিবারের অপেক্ষায় তাই কুশমণ্ডি।

প্রথম জামিন

শিলদায় পুলিশ ক্যাম্পে মাওবাদী হানায় হাইকোর্টে প্রথম জামিন। শর্তসাপেক্ষে ধৃতিরঞ্জন মাহাতোকে ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন দিল আদালত। তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

গালি, হুমকি

কলকাতার অভিজাত আবাসনের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে বিএলও-কে গালিগালাজ করা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ওই ভোটারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশন।

মেট্রো জট

চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজের জন্য জট কাটাতে ফের বৈঠকের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।

লাঠিচার্জ

বিজেপির নারকেলডাঙা থানা ঘেরাওকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বিজেপির দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে।

লেগেছে গুঁড়ের পরশ... বৃহস্পতিবার বীরভূমের নলহাটিতে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

এগিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা

৯৯ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম জমা, চিন্তা কম তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করেছিল তৃণমূল। কারণ, অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকই এসআইআর ফর্ম পূরণ করার জন্য এই রাজ্যে আসতে পারবেন না বলে তাদের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল, ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ফলে মালদা-মুর্শিদাবাদ-দুই দিনাজপুর- কোচবিহার সহ বিস্তীর্ণ এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট নিয়ে তৃণমূলের যে আশঙ্কা ছিল, তা অনেকটাই দূর হয়েছে বলে মনে করছেন দলের নেতারা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে প্রায় ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কর্মরত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ২১ লক্ষ ২ হাজার ৫৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, এসআইআর আবহে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নাগরিকত্ব নিয়ে যে আশঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছিল, প্রথম থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সেই মেঘ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের পক্ষ থেকে এই শ্রমিকদের এসআইআর ফর্ম পূরণ করা নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কোনও শ্রমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ফিরতে না পারলেও তাঁদের নিকট আত্মীয় ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। কমিশনের নির্দেশ মেনে প্রয়োজনীয় নথিও তাঁরা জমা দিয়েছেন।

ফলে তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছেন না তৃণমূল নেতারা। পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অনেক অত্যাচার বিজেপি সরকার করেছে। এখনও চারজন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিজেপির যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিযায়ী শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের নাম বাদ গেলে আন্দোলন তীব্র হবে।'

পরিসংখ্যান

- রাজ্যে ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক
- ২১ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন
- পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড গোটা বিষয়ে তদারকি করেছে

ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ নিয়ে আগেই সরব হয়েছিল তৃণমূল। তা নিয়ে রাজপথেও নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য প্রথম থেকেই বুথস্তরে দলীয় কর্মীদের নামিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তার ফলে বিএলওরা যখন ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে ফর্ম দিতে গিয়েছেন, তখন তৃণমূলের বিএলএরা তা পূরণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। তার ফলেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে দুশ্চিন্তা তৃণমূলের কেটেছে বলে মনে করছেন দলের নেতারা।

গাড়ি দুর্ঘটনায় এখনও অধরা অভিযুক্তরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কার ঘটনায় পরতে পরতে রহস্য দানা বাঁধছে। ঘটনার দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টা পর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভোলানাথ ঘোষ। জানা গিয়েছে, ন্যাজাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগপত্রে প্রথমেই শেখ শাহজাহান, তাঁর স্ত্রী তসলিমা বিবি, গফফর শেখ, সাবির আলি মোল্লা, ছয়রাপ মির, আবুল কাহার মোল্লা, আবদুল আলি মোল্লা ও নজরুল মোল্লার নাম রয়েছে। এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ভোলানাথ নিজেই। তাই ঘটনার দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও কেন তাঁদের তরফে মামলা রুজু করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল।

সূত্রের খবর, খুন ও খুনের চেষ্টার ধারাতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, শেখ শাহজাহানের পরিকল্পনাতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। শাহজাহানের স্ত্রীর নাম উল্লেখের কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে, শাহজাহান তাঁর স্ত্রীকে প্রথমে এই পরিকল্পনার কথা জানান। তারপরই বাকিদের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা সাজান। যদিও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে ঘাতক লরির চালক আবদুল আলি মোল্লা, নজরুল মোল্লা সহ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গাড়িটিতে ধাক্কা মারার পর নজরুল মোল্লার বাইকে চেপেই পালিয়ে যায় আবদুল। সূত্রের খবর, জেলবন্দি শাহজাহানের সমস্ত কিছু দেখাশোনা করতেন আলি। এদিকে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ এখন তদন্তের মূল হাতিয়ার পুলিশের। অকুস্থলে কোনও সিসি ক্যামেরা নেই তাই মালঞ্চ থেকে সরবেরিয়া পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ন্যাজাট থানার পুলিশ ও ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ভোলানাথের চার চাকার গাড়ি ও ঘাতক লরিটির ফরেন্সিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। কোন কোন অংশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভোলানাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুতর আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

ইডি-সিবিআইয়ের মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ। তাঁর বয়ান থেকেই বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল তদন্তকারীদের কাছে। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, ২০১৬ সালে আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ীর থেকে কয়লা কিনে ইট-ভাটায় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছিল শাহজাহান। ২০১৭ সালে পার্টনারশিপে মাছের ব্যবসা, ২০১৮ সালে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছিল শাহজাহান। কীভাবে শাহজাহানের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছিল, তা খোলসা করেন ভোলানাথ। একসময় শাহজাহানের সমস্ত হিসেবনিকেশ থাকত তাঁর কাছে।

লরির চালকই দেখাশোনা করতেন সব, অভিযোগ

বিডিও'র শুনানি ঝুলেই

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : শূন্য পেয়েও বিডিও হয়েছেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এই সংক্রান্ত মামলা দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে। একাধিকবার মামলাটি শুনানির জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে তালিকাভুক্ত হলেও তা শুনানির জন্য ওঠেনি। বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলেও তা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের তরফে। যদিও মূল মামলাকারীর তরফে আইনজীবী আগামী সপ্তাহেই শুনানির জন্য আবেদন করেন। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানুয়ারিতে ফের মামলাটি শুনানির আশ্বাস দিয়েছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ সহ একাধিক বিষয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল বহু বছর আগে। সেই সূত্রেই বিতর্কিত বিডিওর নিয়োগের বিষয়টিও উঠে আসে। অভিযোগ, সাদা খাতায় চাকরি হয়েছিল প্রশান্তর। শূন্য পেয়েও ডব্লিউবিসিএস উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম ছিল তাঁর। মামলাটি বহু বছর শুনানির জন্য ওঠেনি। কিন্তু দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের ঘটনার পর নতুন করে বিডিওর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাটি শুনানির জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। তারপর একাধিক বার শুনানির তালিকা ভুক্ত হলেও আদালত নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় শুনানি হয়নি। এদিন মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে।

নিয়োগে অনিয়মের মামলা

মূল আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, 'এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা স্বস্তি পেয়ে যাচ্ছেন।'

বারাসত আদালত থেকে বিডিওর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁর আগাম জামিন বাতিল চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ সম্প্রতি এই মামলাটি শুনানিতে উঠলে কেস ডায়েরি তলব করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর মামলাটির শুনানিও হবে।

অনিকেত আরজি করেই, সুপ্রিম নির্দেশ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টেরই নির্দেশ বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ নয়, অনিকেতকে পোস্টিং দিতে হবে আরজি করেই। দু-সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ। তারপরই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অনিকেত সহ আরজি কর আন্দোলনের অন্য প্রতিবাদী চিকিৎসকরা।

কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনিকেত। একক বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চ উভয়পক্ষই অনিকেতকে আরজি করে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। তার

পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি ফাইল করে রাজ্য। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত। তবে এখনই পোস্টিং পাবেন বলে মনে করছেন না অনিকেত। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হবে বলেও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, রাজ্য প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাই তিনি আশা করছেন দেরিতে হলেও বোধোদয় হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে তাঁকে আরজি করের অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে পোস্টিং দেওয়ার দাবি করেছেন অনিকেত। তিনি বলেন, 'প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে। এর আগে কোনও মামলায় এরকম ঘটনা নিয়ে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না।' সুপ্রিম নির্দেশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া। তিনি বলেন, 'রাজ্যের উচিত, এই ধরনের অন্যায় যেন ভবিষ্যতে না ঘটে সেদিকে নজর দেওয়া।'

বিধানসভার শীত অধিবেশন এখনও অনিশ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত শাসক ও বিরোধী বিধায়করা সকলেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর মন্ত্রী-বিধায়কদের এসআইআর-এর কাজ দেখতে নিজের এলাকাতেই থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই অবস্থায় রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শীতকালীন অধিবেশন ডাকা হয়। অথচ এবার ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহও প্রায় শেষ হতে চলল। কিন্তু শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ নেই। এমনিতেই রাজ্য সরকার অধিবেশনের জন্য বিল, প্রস্তাব ও অন্যান্য কোনও বিষয় থাকলে বিধানসভার অধ্যক্ষকে জানালে অধিবেশন ডাকা হয়। এবার এখনও রাজ্য সরকার অধ্যক্ষকে কিছু জানায়নি। ফলে এবার শীতকালীন অধিবেশন ডাকার বিষয়টি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অনিশ্চিতই থেকে গিয়েছে।

এই নিয়ে এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করেননি। তৃণমূল পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষও জানিয়েছেন, শীতকালীন অধিবেশনের প্রস্তুতি শুরু করার ব্যাপারে তাঁর কাছে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি।

অথচ আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে এই শীতকালীন অধিবেশনই শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হওয়ার কথা। আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে কয়েকদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অধিবেশন হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে শীতকালীন অধিবেশন এবার না বসলে সপ্তদশ বিধানসভার আর কোনও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে না।

এই নিয়ে অবশ্য সরকার, বিরোধীপক্ষ ও বিধানসভার সচিবালয়ের কেউই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। বিধানসভার সচিবালয়ের দু-একজন আধিকারিক অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, এসআইআর-এর কাজ শেষ হয়ে এলে দু-তিন দিনের জন্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ডাকা হলেও হতে পারে।

রানি আমার... বৃহস্পতিবার কলকাতার মল্লিকঘাটে। ছবি- রাজীব মণ্ডল

যৌন সম্পর্কে নাবালিকার সম্মতি নয়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'প্রেমের সম্পর্ক থাকলেই যৌন সম্পর্কে সম্মতি দিতে পারে না নাবালিকা', একটি পকসো মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। তবে নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে যৌন সঙ্গমের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিকের যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখেছে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নিযাতিতা নাবালিকা। তাই সে বৈধ ও আইনত প্রয়োগযোগ্য সম্মতি দিতে অক্ষম ছিল।' একজন নাবালিকা যৌন সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে নাও জানতে পারে। অভিযুক্তের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নাবালিকার। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়ে নাবালিকা। এই ঘটনাতেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ও পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত।

আদালত সূত্রের খবর, নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্ত প্রেমিক ২০১৪ সালে সম্পর্কে জড়ান। ২০১৬ সালে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তখন নাবালিকার বয়স মাত্র ১৪ বছর। ২০১৭ সালে নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বিষয়টি প্রকাশ্যেই আসতেই অভিযুক্ত গর্ভস্থ সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে নিযাতিতা একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। তারপরই নাবালিকা ও তাঁর পরিবার থানায় মামলা দায়ের করে। হাইকোর্টে এই মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, অভিযুক্ত যে নিযাতিতার সন্তানের বাবা নয়, তা অস্বীকার করা যায় না। নিযাতিতার বয়ান ও ডিএনএ রিপোর্ট সহ একাধিক প্রমাণ স্পষ্ট করেছে, নিযাতিতার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল অভিযুক্তের। যদিও অভিযুক্তের আইনজীবীর দাবি, নিযাতিতার বয়স স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু আদালতের যুক্তি, মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত বয়স নিয়ে কোনও আপত্তি তোলেনি। তাই নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রেখে হাইকোর্টের তরফে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিতে বলা হয়েছে। অভিযুক্তকেও অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওই রায়ে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত যদি জামিনে মুক্ত থাকে. তাহলে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করে যাবজ্জীবনের সাজা কার্যকর করতে হবে।

পকসো মামলায় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

গোয়ালপোখরের ডাক্তারি পড়ুয়াকে অবিলম্বে ভর্তি করতে নির্দেশ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা প্রান্তিক শ্রেণির অন্তর্গত পড়ুয়ার মেধাকে উৎসাহিত করতে হবে', উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের এক ডাক্তারি পড়ুয়ার মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, 'প্রান্তিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা পড়ুয়ার এগিয়ে আসার লড়াইকে উৎসাহিত করতে হবে। আদালত এই বিষয়টি গুরুত্ব দেয়।' আবেদনকারী ওই পড়ুয়াকে অবিলম্বে তাঁর বরাদ্দ আসনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, ওই পড়ুয়ার ভর্তির পর ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল কমিটি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ করবে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন ও মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি এই বিষয়ে যথোপযুক্ত সহযোগিতা করবে।

ইসলামপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে আবেদনকারী নাহিদ আলমের বাড়ি। কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা নাহিদের ছোট থেকেই লড়াই ছিল আর্থিক সংকটের বিরুদ্ধে। চলতি বছর নিটে বসে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তির সুযোগ পান তিনি। কিন্তু ভর্তি ও পড়াশোনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য ছিল। সুদূর গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে জানতে পারেন, বজবজ নয়, তাঁকে এসএসকেএমে একলপ্তে ২৫ লক্ষ টাকা ড্রাফটে দিতে হবে। কিন্তু চেকের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে আসনটি সংরক্ষণ রাখতে চান তিনি। কিন্তু তা না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নাহিদ। তাতেই এদিন রায় দিয়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'একজন যোগ্য প্রার্থী কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কারণে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না। সংবিধানের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল অংশের উত্থান ঘটানো। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আবেদনকারী সাংবিধানিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।'

প্রান্তিক শ্রেণির মেধাকে উৎসাহ দেওয়ার পরামর্শ হাইকোর্টের

বিক্ষোভে পর্যবেক্ষক

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : ফের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এসআইআর-এর কাজ সরেজমিনে দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফলতায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুরুগান। ফিরে এসে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। তবে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানা বা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ জানাননি মুরুগান। সন্ধ্যায় ফলতার ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যে রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশ। মানুষ বিক্ষোভ দেখাতেই পারে। সেটা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। দেখতে হবে আমরা কাজটা করতে পাচ্ছি কি না?'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার এসআইআরের কাজ দেখভাল করার দায়িত্ব মুরুগানের। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ ফলতা বিডিও অফিসে যান তিনি। বিডিও অফিসে বসেই ভোটার তালিকা নিয়ে বিডিও শানু বক্সীর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে বিডিওকে সঙ্গে নিয়েই দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি বুথ পরিদর্শনে যান। এই সময়ই স্থানীয় কিছু মহিলা তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

৩০ লক্ষ ভোটারের 'নো ম্যাপিং'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআর-এর নাম নথিভুক্তিকরণের শেষদিনে ভোটার তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে। তবে এর বাইরেও পারিবারিক সম্পর্কে কোনওরকম যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়ায় আরও ৩০ লক্ষ নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা। এরই সঙ্গে সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ের সূত্রে যে ৮৮ শতাংশের বেশি নাম নথিভুক্ত হয়েছে, তা থেকেও যাচাইয়ের পর কয়েক লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছে কমিশন। সব মিলিয়ে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটির মতো নাম বাদ পড়তে পারে। এদিনও উলুবেড়িয়ায় দলীয় সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটি নাম বাদ যাচ্ছে বলে ফের দাবি করেছেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর বিএলও অ্যাপে নতুন করে আর কোনও নাম নথিভুক্ত করা যাবে না। তবে নথিভুক্ত নামের তথ্য সংশোধনের সুযোগ থাকবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। মানুষ জানতে চায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে কত নাম শেষ পর্যন্ত বাদ পড়তে চলেছে? শুনানিতে ডাক পাবেন কারা? কমিশনের সাফ কথা, মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট এবং নিখোঁজ বলে চিহ্নিত মোট ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি খসড়া ভোটার তালিকায় থাকবে না। যারা শুরুতেই 'নো ম্যাপিং' হয়ে গিয়েছেন, সেই ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে। এমনকি যাঁরা ইতিমধ্যেই সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ে চিহ্নিত, তাঁদের নথিতে কোনও গণ্ডগোল থাকলে তাঁদেরকেও শুনানিতে ডাকা হতে পারে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ৪০ লক্ষের বেশি লোক ডাক পেতে পারে এমনটাই মনে করছে কমিশন।

কাদের শুনানি

- যারা শুরুতেই 'নো ম্যাপিং' হয়ে গিয়েছেন, সেই ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে
- যাঁরা ইতিমধ্যেই সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ে চিহ্নিত, তাঁদের নথিতে কোনও গণ্ডগোল থাকলে তাঁদেরকেও শুনানিতে ডাকা হতে পারে
- সব মিলিয়ে ৪০ লক্ষের বেশি লোক ডাক পেতে পারে এমনটাই মনে করছে কমিশন

ফর্ম জমা কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তরে দফায় দফায় জমা পড়া নথি যাচাইয়ের কাজ চলেছে। দফায় দফায় এই তথ্য যাচাইয়ে নাকাল হতে হচ্ছে বিএলওদেরও। বুধবারই বিএলও অ্যাপে নথুন একটি অপশন যুক্ত হয়েছে। যার নাম 'বিএলও মম'। এরপর এদিন আরও একটি নতুন অপশন যোগ করে পূরণ করা ফর্মের তথ্য আবার যাচাই করে দেখতে বিএলওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ বিএলওদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, বারবার এই তথ্য যাচাই করার নির্দেশ দিয়ে কমিশন তাঁদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করছে।

যদিও এ ব্যাপারে সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'আমরা চাই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে নির্বাচন কর্মী যেন বিপদে না পড়েন। সে কারণেই এই সংশোধন করার সুযোগ। তবে তারপরেও যদি ভুল থাকে তার জন্যে আইনানুযায়ী শাস্তি পেতে হবে।'

লাভ-ক্ষতির রিপোর্ট

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকারের প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও কর্পোরেশনের গত তিন আর্থিক বছরের লাভ ও লোকসানের হিসাব পেতে চায় নবান্নের অর্থ দপ্তর। চলতি মাসের ২৪ তারিখের মধ্যে তাদের এই আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ দপ্তরকে পেশ করতে বলা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট পোর্টালে আয়-ব্যয়ের হিসাব আপলোড করার পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসংখ্যান দিতে সক্ষম একজন নোডাল অফিসারের নামও জানাতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এই সংক্রান্ত সার্কুলার (নম্বর ১৩০৬-এফবি) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রধান সচিব ও সচিবদের পাঠানো হয়েছে।

এদিন জারি করা সার্কুলারে এও জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আগামী ২০২৬-২০২৭-এর বাজেট পরিকল্পনায় এই হিসাবনিকাশকে কাজে লাগানো হবে। অর্থাৎ, প্রধান ৩০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আগামী পরিকল্পনা কীভাবে স্থির করা হবে, তার ওপর তাদের গত তিন আর্থিক বছরের লাভ-লোকসান নির্ভর করবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

থারুর-কাঁটা

চার বছর পর ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর নিয়ে যত না হইচই, তার দশগুণ বেশি শোরগোল হচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্টের সম্মানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজ নিয়ে। বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ভারতে এলে তাঁর সম্মানে রাষ্ট্রপতির নৈশভোজের আয়োজন দীর্ঘদিনের প্রথা। কিন্তু শোরগোলের কারণ অন্য। ওই নৈশভোজে বিরোধী নেতাদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিরোধী মহলের মধ্যে একমাত্র আমন্ত্রিত ছিলেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে কিন্তু নৈশভোজের আমন্ত্রণ পাননি। স্বভাবতই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা পদমর্যাদার দিক থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমান। বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান এলে সরকারের কর্মসূচিতে বিরোধী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ রাখার প্রথা আছে। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট ভারতে থাকাকালীন রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসূচি রাখা হয়নি ও রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। একইভাবে ব্রাত্য রাখা হয়েছে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা খাড়গেকে।

রাহুল-মল্লিকার্জুন যেখানে ব্রাত্য, সেখানে শশী থারুরকে এত খাতির নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। থারুরের বক্তব্য, সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কেন আর কেউ আমন্ত্রণ পাননি, তিনি জানেন না। তবে তাঁরা থাকলে ভালো হত।

থারুর যাই বলুন, আদতে তিনি বহুদিন ধরে মোদির পছন্দের মানুষ। লন্ডনে জন্ম, মুম্বইয়ে মানুষ, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তনী তিনি। থারুর শুধু ২০০৯ থেকে লোকসভার সদস্য নন, তিনি একাধারে প্রাক্তন আমলা, আন্তর্জাতিক কূটনীতিক, বিশিষ্ট লেখকও। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, গার্ডিয়ান সহ আন্তর্জাতিক মানের পত্রপত্রিকার কলামনিস্ট তিনি। রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদেও কাজ করেছেন। অপারেশন সিঁদুরের পর কেন্দ্র প্রচারের উদ্দেশ্যে যে ক'টি সাংসদ দল তৈরি করেছিল, তার মধ্যে থারুরের দলটিকে দেওয়া হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে যাওয়ার ভার।

রাহুলের অভিযোগ, অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা এলে সরকারই বিরোধী নেতার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের আয়োজন করত। মোদি জমানায় সেই প্রথার লঙ্ঘন হচ্ছে। এই আমলে রাহুল কখনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। বিজেপি অবশ্য রাহুলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির দাবি, মোদি জমানাতেই শেখ হাসিনা সহ চার বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ রাহুল পেয়েছিলেন। আবার আমন্ত্রণ পেয়েও সরকারি বহু অনুষ্ঠানে রাহুল গরহাজির থেকেছেন।

রাষ্ট্রপতি পদে রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি পদে কেপি রাধাকৃষ্ণনের শপথে আসেননি রাহুল। সুতরাং রাহুলের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে করে বিজেপি।

রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে হাজির থাকার পর পুরো অনুষ্ঠান এবং রুশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন থারুর। তবে কেন্দ্রের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ এবং পবন খেরা। অতীতে এমন নজির নেই বলে তাঁদের অভিমত। একইসঙ্গে থারুরের নিন্দা করেছেন তাঁরা। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়েও তাঁরা সন্দিহান।

বেশ কিছুদিন ধরে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদের প্রতি মোদি সরকারের দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। থারুরও কখনও প্রকাশ্যে মোদির প্রশংসা করছেন, আবার কখনও কোনও ইস্যুতে কংগ্রেসের সমালোচনা করছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিদেশে প্রচারের পর মোদির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন থারুর। শশী থারুর বলেই এআইসিসি এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

প্রতিনিয়ত থারুরের আচরণে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিড়ম্বনায় পড়লেও তাঁকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। কারণ একটাই, কংগ্রেস কোনও ব্যবস্থা নিলে থারুর হয়তো বিজেপিতে চলে যাবেন। তাই চরম অপমান হজম করেই থাকতে হচ্ছে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে। কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে?

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

শোক এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি

সময়ের সঙ্গে শোকজ্ঞাপনের রীতি বদলায়। শোকবিস্মৃত হতে পারে বলেই মানুষ পুনরায় কাজে ফিরতে পারে।

সন্দীপন নন্দী

বিংশ শতাব্দীতে শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর। আমি জানি দুঃখের ডালি আজও উজাড় হয়নি কিন্তু একদিন হবে।

-- *নাজিম হিকমত*

আসলে শোক এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিসম। অতর্কিতে গলে যেতে পারে, অচিরে ভেঙে যেতে পারে। তবু শোক যে প্রকাশ পাবেই ইহাও অনিশ্চিত, সম্ভবের অতীত। কারণ শোক দোকানশোভিত পণ্য নয় বরং একান্ত ব্যক্তিগত। পরম সন্তাপে অনন্য আত্ম অনুভূতিই শোক। যা সহসা প্রচ্ছন্ন, কদাপি প্রকট। যার উন্মেষে ফালাফালা হয় আনন্দ, উৎসব ও উপলব্ধি। অথচ শোকপ্রকাশের ন্যারেটিভ নিয়েও সমাজে সমালোচনা অশেষ, অব্যাহত, অন্তহীন। দেখা যায় সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত শোকপালনও পারিপার্শ্বিক অভিযোগে বৃহৎ এবং বড় হয়ে ওঠে, 'লোকে কী বলবে'! শ্মশানফেরত ক্রন্দনহীন আশ্চর্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও জিজ্ঞেস করা হয়, 'বাবার জন্য দুঃখ হয় না?' আর এভাবেই সদ্য শোকের বাড়িতে অনুতাপের মহৎ ইন্টারভিউ চলে। অথচ শোকজ্ঞাপনও যে এক পাক্ষিক অভিব্যক্তি এবং যার ক্ষণিক বিচ্যুতিতেই দুঃখরা মুহূর্তে ফাঁপা ও ফাঁকা নিয়মরক্ষার নাটক হয়ে যায়, এ তো মনস্তত্ত্বের গহন বিষয়। কিন্তু শোককালে কাউকে জোর করে কাঁদানো যেমন অনভিপ্রেত, তেমন কেউ অঝোর নয়নে কাঁদছেন, তাঁকে বিরত করাও বিশেষ বীরত্ব নয়। অথচ প্রতিটি মৃত্যুপরবর্তী সময়ে কাছের মানুষেরা দূরের মানুষেরই অংশ হয়ে যান, যা সর্বৈব সত্য এবং জন্মমৃত্যুর মাঝে অপেক্ষমাণ নিয়তির এক অদৃশ্য সেতুমাত্র। কিন্তু কালে কালে শোক সম্পর্কে মানুষের প্রভূত ভাবা প্র্যাকটিসের অন্ত নেই।

তাই গভীর শোক প্রাপ্তির পল অণুপল পেরিয়ে স্বাভাবিক হতে হবে, মূলস্রোতে ফিরতেই হবে বলে পাড়াপড়শি, অফিস কলিগের যে দাবি ওঠে তা ক্রমে অমানবিক, অসহনীয় হয়ে যায়। আদতে অনুপস্থিতির শিল্পে কেউ তো কারও বিকল্প হতে পারে না। ফলে দিনশেষে বিপুল পৃথিবীর সকলেই অপূর্ব একা হয়ে রয়।

এখন প্রশ্ন, শোক অস্তিত্বের কী বিশিষ্ট সময়সারণি হয়? নাকি শোকের উদযাপন এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম? আসলে শোককে সময়ের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকতার তত্ত্বে বাঁধা অর্থহীন। বরং দুঃখ-ভয়-সংকট হতে প্রত্যাবর্তনের পরও যদি জীবনে শোক ফিরে ফিরে আসে, যদি নবফাল্গুনের প্রথম দিনে চলে যাওয়া মানুষটিকে বেশি বেশি তবু মনে পড়ে, তাঁদের আসতে দাও। কিন্তু এভাবে বলপূর্বক শোক উদযাপনে হৃদয় বিক্ষিপ্ত পাপই দিয়ে যায়, যা একপ্রকার ট্র্যাজেডি। কেননা আমাদের জীবনে ছোট ছোট সুখ আছে আনন্দ নেই। দুঃখ আছে গভীর বিষাদ নেই। তাই মিলন ও বিচ্ছেদের মাঝে যে সুর বাজে, তাহার নাম হয়তো অ্যাডজাস্টমেন্ট।

এদিকে, অযুত জিজ্ঞাসা অতুল শোকেও মুহ্যমান অবলীলায় প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেয়। কী? বন্যার পর নাগরাকাটায় অলিগলি বাড়িতে কী দীপাবলির মোম জ্বলেছিল এবার? মিরিক, সুখিয়াপোখরির ধসবিধ্বস্ত পাহাড়ি গ্রামে নেপালিদের ঢাইসু পরব হল কী প্রবল সমারোহে? তমান্নার গ্রাম কালিগঞ্জে কী গত মহরমে তাজিয়া বেরিয়েছিল? এই নিত্যশোকের পরিমার্জন আদৌ সম্ভব নাকি

বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাটে শেষকৃত্যের ছবি। –ফাইল চিত্র

স্রেফ মরণকে 'তুঁহু মম শ্যামসমান' ভেবেই স্বর বদলায় নীরবতা? তাই উৎসবঋতু এলেই সকলের বেশি বেশি প্রিয়মুখ মনে পড়ে। যেমন গত দশমীর বিসর্জনসন্ধ্যায় নদীর পাঁকে ডুবল বান্টি। বিনিদ্ররজনীর জলযুদ্ধে ডুবুরি বডি দিলেন আত্মীয়ের হাতে। সেই থেকে 'অমর রহে' লেখা বান্টির বাঁধানো ছবির তলেই দুর্গাপুজোর ক'দিন জ্বলে ওঠে অনির্বাণ মোম। শুধু দুর্ঘটনার বছর পুজোয় মাইক বাজেনি বান্টির পাড়ায়। তারপর যে-কে-সেই। বরং সে পাড়ায় আজ এক বিধুর বিস্মৃতির অতীব এক স্বাভাবিক নাম বান্টি। আসলে শোকের উৎসব এমনই। 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'। কেউ লেখেন 'ন হন্যতে'। তবে অধিকতর চোখে পড়ে 'তুমি রবে নীরবে' লাইনখানি।

উৎসবঋতু এলেই সকলের বেশি বেশি প্রিয়মুখ মনে পড়ে। যেমন গত দশমীর বিসর্জনসন্ধ্যায় নদীর পাঁকে ডুবল বান্টি। বিনিদ্ররজনীর জলযুদ্ধে ডুবুরি বডি দিলেন আত্মীয়ের হাতে। সেই থেকে 'অমর রহে' লেখা বান্টির বাঁধানো ছবির তলেই দুর্গাপুজোর ক'দিন জ্বলে ওঠে অনির্বাণ মোম। শুধু দুর্ঘটনার বছর পুজোয় মাইক বাজেনি বান্টির পাড়ায়। তারপর যে-কে-সেই। বরং সে পাড়ায় আজ এক বিধুর বিস্মৃতির অতীব এক স্বাভাবিক নাম বান্টি। আসলে শোকের উৎসব এমনই।

তো উৎসব মরশুমেও ঘরে ঘরে ফ্রেমবন্দি চিত্রগুলো এভাবেই মৃত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখে। যে গোপন সন্তাপের উচ্ছ্বাস নেই উদযাপন আছে, আশ্বাস নেই আগ্রহ আছে। তাইতো শীতের সকাল হয়, খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রাদ্ধের বিজ্ঞাপন দর্শনে। সেদিন সে মৃত্যুই যেন বিশেষ সংবাদ হয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। শোকসংবাদেও মানবের আত্মগৌরব ঘোষিত হয়। তারপর বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে। আর এসব দেখতে দেখতেই নিভৃতে শোকের বাজার তৈরি হয়েছে। যেথায় ক্রমে শোক বিক্রি হয় আর প্রাত্যহিক প্রাণের লাভ ও ক্ষতিরা জুড়ে যায় মরণগণিতে।

তবু জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে স্টিফেন কোর্টে অগ্নিদগ্ধ নাগরিকরা অনাত্মীয়ের মতো যেন দাঁড়িয়ে থাকে আজও। হে সহনশীল চারপাশ 'তাহাদের কথা' মনে পড়ে? অথবা লালকেল্লা বিস্ফোরণে শিরোনামহীন মর্গে প্রাণ গেল যে কন্যার অথবা আপেল বিক্রিরত সেই অখ্যাতভাই, যার হাত-পা ঝড়ের মতো উড়ে এল নিরুপদ্রব সন্ধ্যায়! মনে পড়ে? আচ্ছা একদা রেল দুর্ঘটনার গাইসাল, দোমোহনি বা রাঙ্গাপানির মৃতদেহের ভিড় থেকে একটি লাশের নামও কী মনে আছে আপনার? নেই। আসলে এককথায় প্রকাশিত নির্লিপ্ত উত্তরগুলো এভাবেই অহেতুক আছড়ে পড়ে। এটাই শোকবিস্মৃতির পরম ম্যাজিক ও রিয়ালিজম।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকজ্ঞপনের রীতি ও শিরোনাম বদলায়। যে শোকের চিৎকার নেই, ছবি নেই, কলরব নেই, দখল নেই তার দৃশ্যমানতাও কমতে কমতে একসময় বিস্মৃতির ধূসরে মিশে যায়। তাই এতসব মৃতমুখের ছবিসারিরা ঘরের দেওয়ালে ঝুলে থাকে স্রেফ শোককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

কিন্তু মহৎ গ্লানি এই যে, পণ্যসামগ্রীর ন্যায় শোকেরও এক্সপায়ারি ডেট হয়। তথাপি বিস্ময় জাগে, যখন দেখি প্রিয়জন বিয়োগ পরবর্তী মাসেই বীতশোক পরিবারটি ডাল লেকের শিকারায় ভাসতে ভাসতে সেলফি তুলছে অহরহ। আসলে বিরল এ অস্বাভাবিকতাই তো স্পিরিট অফ লাইফ, জীবন ফেরতে উচ্চস্বরের জয়গান। যাকে আমরা মানতেই পারিনি আজীবন।

তবু এটাই সামগ্রিক বিস্মৃতিতে শোক ভুলে অনন্ত ভালো থাকার পাসওয়ার্ড। যে কাজ পারতেই হয় এবং যা ক্রিকেটে ছয় বলে তিরিশ রান করার মতো কঠিন ও অনিশ্চিত। তবু সেই অলৌকিক ব্যাটিং আমরা প্রতিদিন করছি তো করছিই। শুধু পার্থক্য এই যে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড পেরিয়ে কেউ শোক ভুলতে পারে কেউ বয়ে বেড়ায় চিরতরে।

তাই প্রতিটি শোকের আয়ু কেটেছেঁটে ওই ন'মাস ন'দিন। কারণ শোকবিস্মৃত হতে পারে বলেই মানুষ পুনরায় কাজে ফিরতে পারে, গুজরাটের মচ্ছু নদীতে সেতু বিপর্যয়ে বহু মানবের মৃত্যুর সাঁঝবেলাতেও পরকীয়ার আইনি অধিকার নিয়ে প্যানেল ডিবেটে বসতে পারে। হ্যাঁ ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই বাঁচার বিশল্যকরণী ও সন্তাপ হরণের অবিকৃত সঞ্জীবনী সুধা।

অথচ এর পরও মৃত্যু পরবর্তী নেপথ্যে লেখা হয় দুর্দান্ত এপিটাফ, গাঁথা হয় গান, মালা পায় মৃতপ্রেয়সীর ছবিরা। আর দেখতে দেখতে একদিন উন্মুখ প্রতিমা বিসর্জনের মতো শোকও জলে ডুবে যায়, দুঃখরা দ্রবীভূত হয়। সঙ্গে অনাদিকালের ওপার হতে সুভাষ-কাকিমারা বলে ওঠে, 'দুঃখকে স্বীকার কোরো না, মরে যাবে। মরতে হলে আনন্দের হাত ধরে মরো'।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্ম জনপ্রিয় অভিনেতা রজনীকান্তের।

২০০৫

সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আজকের দিনে প্রয়াত হন।

আলোচিত

আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের অনেকেই ক্লাসে সেরা হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর অভিবাসন সংক্রান্ত নানা বাধার মুখোমুখি হন। কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তাঁদের ভারতে, চিনে কিংবা ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। এটা খুবই লজ্জার বিষয়। হাস্যকরও বটে। আমরা এটা নিয়ে ভাবছি।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

উত্তরাখণ্ডের পাহাড়কে জঞ্জালমুক্ত করলেন রাশিয়ার এক তরুণী। চন্দ্রশিলা ট্রেকে গিয়ে হিমালয়ের নৈসর্গিক পরিবেশে পর্যটকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনা দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি ট্রেক থেকে নামার পথে সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করেন। বললেন, 'এই দেশটাকে আমি খুব ভালোবাসি।'

ভাইরাল/২

ক্যানসারের কারণ ডিম? প্রশ্নের মুখে ভারতের নামকরা ডিম বিক্রয়কারী সংস্থা। ওই সংস্থার ডিমে ক্যানসারের রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে দাবি একটি চ্যানেলের। যদিও সংস্থাটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তাদের পণ্য দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নির্ধারক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত।

জনমন

জনমত

সম্বোধনের সহজ শর্টকাট

সম্বোধনেরও স্বভাব থাকে একথা আমরা বহুদিন আগেই ভুলে গিয়েছি। আজকাল যাকে সামনে পাওয়া যায়, তাকে 'দাদা' বলে দেওয়া যেন এক অদ্ভুত সামাজিক শর্টকাট। ভাবনা নেই, বিচার নেই- মুখের ডগায় উঠে আসা এক আধিপত্যবোধের সম্বোধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেরোসিন-শিখার যে মূর্খামির কথা লিখেছিলেন, সেটিই যেন আমাদের এই সময়ের রীতির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি- 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে/ ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।/ হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা/
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা!'

শিখার আলো এক, অথচ অহংকারের মাত্রা আকাশ–পাতাল। প্রদীপকে ভয় দেখায়, আর চাঁদকে দেখেই হঠাৎ আত্মীয়তা জাহির- এই দ্বিচারিতা আজও আমাদের কথাবার্তায় অমলিন।

আমাদের সমাজে 'দাদা' শব্দটি যেন সাংস্কৃতিক জাদুচাবি। বাঙালি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র না দেখলেও তাঁকে 'মানিকদা' বলতে পারলেই মনে করে এবার শিল্পের পরীক্ষায় আর আলাদা পড়াশোনা লাগবে না। দেবব্রত বিশ্বাস হয়ে যান 'জর্জদা', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে যান 'পুলুদা'। আর গুণী নারীরা স্বভাবতই হয়ে ওঠেন 'মোহরদি', 'রিনাদি'।

এই সম্বোধনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক ধরনের অলস আত্মতৃপ্তি - গুণের সাধনায় অংশ না নিয়েও গুণীর সঙ্গে কৃত্রিম আত্মীয়তা সাজিয়ে নেওয়া। কেবল নাম ধরে ডাকলেই মনে হয়, যেন তাঁর মহিমার একটু অংশ নিজের গায়ের উপর লেপে নিলাম।

আজকাল আবার এই অভ্যাস বাঙালির প্রথাগত বেড়া টপকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুখ দেখে বিচার তো বহুকাল আগেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এখন সুযোগ পেলেই 'দাদা' আর ভুল করলে 'দাগা' - দুটোই প্রায় সমান সহজ।

গুণ, যোগ্যতা, চরিত্র এসবের বদলে সম্বোধনের সহজ শর্টকাটেই এখন অনেকের সামাজিক পরিচয় তৈরি হচ্ছে। যেন বললেই হল 'তুমি দাদা' এবং সেই মধ্যবর্তী হাওয়া-ভরা সম্বোধনের ভেতরেই নিজের মর্যাদা কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া।

অলোক দাস, ক্রান্তিহাট, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আরব্য রজনীর সেই খুদে পাঠকের সন্ধানে

ছোটরা আজও কল্পনার জগতের বাসিন্দা হতে ভালোবাসে। শুধু তাদের সেখানে পৌঁছানোর রাস্তাটা দেখাতে হবে।

সাহানুর হক

'এই ছেলেটা/ নাম কিরে তোর?/ আমি বললাম/ ফুসমন্তর।'— কবি জয় গোস্বামীর লেখা 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা' কবিতার থেকে এই স্তবকটি খাপ খাওয়ানো যায় এক প্রজন্ম পিছনে কোচবিহার জেলার একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নিয়মিত কিছু শিশু-কিশোর পাঠকদের ক্ষেত্রেও। যারা রোজ সেই গ্রন্থাগারে এসে গ্রন্থাগারিকের কাছে একটিমাত্র বইয়ের খোঁজ করত আর বলত, 'আরব্য রজনী'র গল্প বইটি কোথায় রেখেছেন স্যর? একদিন গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রন্থাগারের এতসব বইয়ের মধ্যে থেকে তোরা এই বইটিই কেন পড়িস বল তো? কি এমন আছে এতে?' প্রশ্নে ওদের প্রত্যুৎপন্ন উত্তর ছিল, 'এখানে উড়ন্ত গালিচা আছে, জিন আছে, গুহার ভিতর গুপ্তধন আছে, আর আছে বিশালাকার দৈত্যদের রূপকথা। তাই আমাদের এই বইটিই ভালো লাগে পড়তে।'

আরব্য রজনী'র এইরকম খুদে পাঠক সেই সময়ে শুধু কি কোচবিহারের একটিমাত্র গ্রন্থাগারেই ছিল? আজ এক প্রজন্ম পেরিয়ে বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারের ভিতরে থেকে মনে হয়, নিশ্চয়ই এইরকম খুদে পাঠক ছিল গোটা জেলাজুড়ে, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারে, দুই দিনাজপুরে, মালদা-মুর্শিদাবাদে, অথবা ছিল নদিয়া-কলকাতাও কিন্তু প্রশ্ন হল, এখন তারা কোথায়? সহজ কথায় কেন নেই বর্তমান প্রজন্ম গ্রন্থাগারে? কেন নেই 'আরব্য রজনী' নিয়ে বর্তমান সময়ের শিশু-কিশোরদের মধ্যে সেই উত্তেজনা? কেন নেই সেকেলে খুদে পাঠক আজ কোথাও?

আজকের শিশুকুল জন্ম থেকেই প্রযুক্তি পরিবেষ্টিত। মোবাইল, ট্যাব, অনলাইন গেমস ও শর্ট ভিডিও— এগুলোই তাদের জীবনে প্রধান বিনোদনের উৎস হয়ে উঠছে দিন-দিন। ৩০ সেকেন্ড অথবা ১ মিনিটে যা পাওয়া যায়, তার জন্য ৩০০ পাতার গল্প পড়ার ধৈর্য শিশুদের মধ্যে নেই এখন। কল্পনার জগত ফিকে হয়ে আসছে ধুমকেতু বেগে। আমেরিকার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ)-এর একটি গবেষণা বলছে, ২০ শতাংশেরও কম মার্কিন কিশোর-কিশোরী নিজেদের আনন্দ ও মন ভালো রাখার জন্য বই পড়ে। পরিসংখ্যান দেখে ভয় হয়— মার্কিন দেশের পড়াশোনায় গ্রন্থাগার থেকে স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নত হওয়ার পরেও যদি ৮১.৬% স্মার্টফোন ব্যবহারকারী পরিবারের কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের বই আবদ্ধ করতে পারছে না, তাহলে ভারতের প্রায় ৮৬% স্মার্টফোন ব্যবহারকারী পরিবারের কিশোর–কিশোরীর মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স কী হতে পারে?

তবে পরিবারের প্রতিটি মানুষের মধ্যেও তো বই পড়ার অভ্যাস কমেছে। অথচ সবাই চাই সন্তানের মধ্যে দ্রুত তথ্য–জ্ঞানের সঞ্চার হোক। একদিকে সন্তানের মধ্যে গল্পপাঠের ধৈর্য ও অনুভূতির বিকাশ নিয়ে ভাবার সময় নেই। অন্যদিকে স্কুলের পরীক্ষামুখী ও প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা 'গল্প সংস্কৃতি'কে আংশিক দুর্বল করে তুলছে রীতিমতো। এমনকি গ্রন্থাগারকর্মীর অভাব বহু সংখ্যক গ্রন্থাগারের সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুটোই কেড়ে নিয়েছে সমানভাবে। এই মুহূর্তে একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসে, তাহলে কি আর গ্রন্থাগারে আরব্য রজনী'র পাঠক পাওয়া যাবে না কখনোই? উত্তর হল, যাবে। তবে তার জন্য দরকার প্রতিটি সচল গ্রন্থাগারে গল্প বলার আসর, শিশু-কিশোরদের জন্য গল্প অথবা কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান, 'আরব্য রজনী' নিয়ে অভিনয় বা নাট্যরূপ, 'অডিও বুক' ও 'ডিজিটাল স্টোরি টেলিং' ইত্যাদির সুব্যবস্থা। তাহলেই হয়তো আবার কোনও গ্রন্থাগার হয়ে উঠতে পারে কোনও খুদে পাঠকের কাছে 'আরব্য রজনী'র ঠিকানা।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৬

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ৩। আকাশের চাঁদ ৫। নির্বিবাদে কষ্ট সহ্য করা ৬। অপবিত্র বস্তু ৮। বাঁকা কথা, উপহাস, আড় চাহনি ১০। নদী পার হওয়ার মাশুল ১২। দোষ ত্রুটি বা অপরাধ ১৪। তবলার সহযোগী বাদ্যযন্ত্র ডুগি ১৫। পরিমাণে অর্ধেক ১৬। জাঁকজমকপূর্ণ, কঠিন, জরুরিও হতে পারে।

উপর-নীচ : ১। পিশাচের মতো আচরণ ২। পদ্মফুলের মতো টানা চোখ ৪। যে ফুলের ফলে কাঁটা আছে ৭। ঘরের ঝুল, কালি বা কলঙ্ক ৯। বাকশক্তিহীন, যে কথা বলতে পারে না ১০। ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ১১। বাছবিচার বা বিচারবিবেচনা ছাড়া ১৩। কোনও বিষয়ের সমাধান হওয়া।

সমাধান ■ ৪৩১৫

পাশাপাশি : ১। বাইশ ৩। কোটনামি ৪। তলবি ৫। দাবিদার ৭। রফা ১০। দস্তা ১২। মিনমিন ১৪। কৌরব ১৫। ছাড়াছাড়ি ১৬। নামতা।

উপর-নীচ : ১। বাহুডোর ২। শতক ৩। কোবিদার ৬। দায়াদ ৮। ফাল্গুন ৯। পানকৌড়ি ১১। স্তাবকতা ১৩। দাবনা।

বিন্দুবিসর্গ

ভারতকে শুল্ক ধাক্কা মেক্সিকোরও

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : দ্বিপাক্ষিক যৌথ অংশীদারি নিয়ে বৃহস্পতিবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গভীর আলাপে যখন মগ্ন ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, ঠিক তখনই খারাপ খবরটা এল মেক্সিকো সিটি থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর মেক্সিকোও ভারত, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানির ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসিয়েছে। এর আগে, মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপে দুই নেতা ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি,

মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপ

জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। 'কমপ্যাক্ট' কাঠামোর আওতায় নতুন যৌথ উদ্যোগ জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দেন দু'পক্ষ। আঞ্চলিক-বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে ভারতে এসেছে মার্কিন প্রতিনিধি দল। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক চলছে দফায় দফায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে কথার সঙ্গে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেছি আমরা।'

এদিকে মেক্সিকোর সেনেট ৭৬-৫ ভোটে নতুন শুল্ক কাঠামো পাস করে। ১,৪০০-র বেশি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়বে—গাড়ির যন্ত্রাংশ, টেক্সটাইল, প্লাস্টিক, ধাতু, ফুটওয়্যার সহ বিভিন্ন শিল্পপণ্য তার মধ্যে। বেশিরভাগ পণ্যে শুল্ক হবে ৩৫ শতাংশ, কিছুতে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। নতুন শুল্কে ভারতের টেক্সটাইল, অটো পার্টস ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের প্রতিযোগিতা কমবে, বাড়বে উৎপাদন ও আমদানির খরচ।

অরুণাচলে ট্রাক দুর্ঘটনা, মৃত ১৮

ইটানগর, ১১ ডিসেম্বর : অরুণাচলপ্রদেশের হায়ুলিয়াং-চাগলাগাম সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। ১৮ জনের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলেও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য এখনও বাকি দেহগুলি উদ্ধার করা যায়নি।

৮ ডিসেম্বর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে চালক ছাড়াও ছিলেন ২১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। ট্রাকটিকে নির্মাণস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাকটি খাদে পড়ে গেলে ২১ জনের মৃত্যু হয়। একমাত্র জীবিত ব্যক্তি দু-দিন পর খবর দিলে দুর্ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। ১১ ডিসেম্বর থেকে উদ্ধারকার্য শুরু করেছে সেনাবাহিনী, পুলিশ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং জেলা প্রশাসন। প্রায় খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমেছেন উদ্ধারকারীরা। পরে একটি জঙ্গল ঘেরা জায়গায় ১৮টি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। বাকি তিনটি মৃতদেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতরা মূলত তিনসুকিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন।

বিমান হানায় নিহত ৩৩

ইয়াঙ্গন, ১১ ডিসেম্বর : সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে জুন্টা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ চলছে মায়ানমারে। হচ্ছে বিমান হামলাও। এবার সেই হামলা থেকে রক্ষা পেল না হাসপাতালও। রাখাইন প্রদেশে ম্রাউক-ইউ শহরে এক রাষ্ট্রায়ত্ত হাসপাতালে যুদ্ধবিমান থেকে ৫০০ পাউন্ড বোমা ফেলেছে জুন্টা সরকারের সেনা। তাতে ৩৩ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে বহু স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যার ওই ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে অভিহিত করেছে সামরিক সংগঠনগুলি। হাসপাতালকে সাধারণত নিরাপদ স্থান হিসেবেই দেখা হয়। স্বভাবতই গতকালের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। সামরিক সরকারের তরফে এমন হামলায় মানুষের সংকট বাড়ছে।

ভারতীয়দের সতর্কবার্তা

ব্যাংকক, ১১ ডিসেম্বর : থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে সম্প্রতি সংঘর্ষ ও উত্তেজনা বাড়ায় বৃহস্পতিবার ভারতীয়দের জন্য সতর্কতা জারি করল থাইল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাস। বলা হয়েছে, থাইল্যান্ডের কোনও জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে থাই কর্তৃপক্ষের দেওয়া আপডেটগুলি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে। প্রয়োজনে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে ও স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কেও খোঁজ নিতে বলা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগেন্দ্র সিংকে। বৃহস্পতিবার দেরাদুনে।

ফেলো কড়ি, থাকো আমেরিকায়

ট্রাম্পের উদ্যোগে গোল্ড কার্ড ভিসা

ওয়াশিংটন, ১১ ডিসেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে মোড় ঘোরানো পরিবর্তন আনলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করলেন নতুন অভিবাসন প্রকল্প 'ট্রাম্প গোল্ড কার্ড' নামে একটি কর্মসূচি, যার মাধ্যমে আমেরিকায় দ্রুত স্থায়ী বসবাস এবং পরবর্তীতে নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ পাবেন ধনী বা মেধাবী পড়ুয়ারা। এর জন্য ব্যক্তি হিসাবে আবেদন করতে হলে প্রায় ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ৯ কোটি টাকা) 'উপহার' বা অর্থ দিতে হবে মার্কিন সরকারকে। তবে কোম্পানির তরফে কোনও কর্মীর ক্ষেত্রে আবেদন করলে খরচ দাঁড়াবে প্রায় ২০ লক্ষ ডলার।

এই ভিসার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। গত সেপ্টেম্বরে এই সংক্রান্ত নির্দেশে সই করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বুধবার ওই ভিসা কার্যকর করল মার্কিন প্রশাসন। ওইদিন থেকে গোল্ড কার্ড ভিসার জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, এই গোল্ড কার্ড 'গ্রিন কার্ডের মতো হলেও আরও শক্তিশালী'। এই কার্ডের জোরে আবেদনকারী দ্রুত স্থায়ী বসবাস এবং পাঁচ বছর পর নাগরিকত্বের আবেদন করার সুযোগ পাবেন। নতুন পরিকল্পনাটি আগের বিনিয়োগভিত্তিক ভিসা (ইবি-৫)-র জায়গায় আসছে। আগে এই ভিসা পেতে শুধু টাকা দিলেই হত না, অন্তত ১০ জনের চাকরি তৈরি করতেও হত। গোল্ড কার্ডে সেই কঠিন নিয়ম নেই। এখানে প্রথমে ১৫ হাজার ডলার প্রসেসিং ফি দিতে হবে, এরপর যাচাইপর্ব পেরোলেই মূল বিনিয়োগের টাকা জমা দিলে আবেদন সম্পূর্ণ হবে।

এই উদ্যোগকে যুক্তরাষ্ট্রে 'আন্তর্জাতিক মেধা আকর্ষণ ও ধরে রাখার' সেরা উপায় হিসাবে দাবি করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভারত, চিন ও অন্যান্য দেশ থেকে উচ্চমানের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন, সেটা খুব লজ্জার। নতুন নীতি এই সমস্যার সমাধান দেবে।

তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নতুন নীতি ধনী অভিবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও গরিব ও মেধাবী অভিবাসীদের জন্য সুযোগ সংকুচিত করবে। ফলে আমেরিকা মেধাবী ও দক্ষ কর্মীদের একটা বড় অংশকে হারাতে পারে। এছাড়া দক্ষতা বা চাকরির ভিত্তিতে নয় বরং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের পথ খুলে দেওয়ায় তা আইনি জটিলতা তৈরি করতে পারে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে সতর্ক করেছেন ব্যবসায়ী ও আইনজীবীরা।

কোন পথে

- ভারত-চিনের মেধাবী পড়ুয়াদের দেশে ফিরতে বাধ্য হওয়া 'লজ্জাজনক'। তাঁদের ধরে রাখতেই গোল্ড কার্ড।
- ১৫ হাজার ডলার ফি এবং ১০-২০ লক্ষ ডলার অর্থ দিলে দ্রুত মার্কিন বসবাস ও পরে নাগরিকত্বের পথ সুগম হবে।
- কোম্পানিগুলি কার্ড কিনে কর্মীর নামে ব্যবহার করতে পারবে
- এতে দক্ষ নিয়োগ সহজ হবে এবং সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব পাবে।
- নতুন নীতিতে মেধার বদলে অর্থ গুরুত্ব পাওয়ায় মার্কিন বাজারে মেধা সংকট দেখা দিতে পারে।

বাস্তব বুঝে ভোট করুন, বার্তা জেলেনস্কিকে

ওয়াশিংটন, ১১ ডিসেম্বর : রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ এখনও চলছে। সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েও সফল হননি। ইউক্রেন রাশিয়াকে জমি ছাড়বে না। রাশিয়াও অধিকৃত জায়গা ইউক্রেনকে ফেরত দেবে না। একসময়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষ হলেই তিনি ইস্তফা দেবেন। নির্বাচনে জেতা তাঁর লক্ষ্য নয়। ট্রাম্পের অভিযোগ, যুদ্ধকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে নির্বাচন এড়াচ্ছে ইউক্রেন।

এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনে নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন না হলে ইউক্রেন কীভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক দেশ বলবে? রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য জেলেনস্কিকে 'বাস্তবধর্মী' হয়ে ভোটের প্রস্তুতি নিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রেসিডেন্ট পদে থাকার পাঁচ বছরের মেয়াদ ২০২৪ সালের মে মাসে শেষ হয়েছে। ইউক্রেনে সামরিক আইন চলছে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়া শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। ভূখণ্ড ছাড়তে হতে পারে ইউক্রেনকে।

ট্রাম্পের ধমকে চাপে পড়ে কিছুটা সুর নরম করে মঙ্গলবার জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচন করতে প্রস্তুত যদি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, যা নিয়মিত ঘটছে। তিনি এও বলেন, 'আমি আইনপ্রণেতাদের নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রস্তাব তৈরি করতে বলেছি। আমি নির্বাচনের জন্য তৈরি।'

থাইল্যান্ডে গ্রেপ্তার মালিক লুথরাভাইরা

পানাজি, ১১ ডিসেম্বর : গোয়ার বার্চ বাই রোমিও লেন নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ড মামলায় মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে থাইল্যান্ডের ফুকেটে আটক করেছে পুলিশ। ভারত সরকারের অনুরোধে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

বুধবার লুথরাভাইদের পাসপোর্ট বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপরই বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁদের আটক হওয়ার খবর আসে।

এদিকে এই দুর্ঘটনা রাজ্যে নাইট ক্লাবগুলির নিরাপত্তার মানদণ্ড নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এই আবহে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গোয়ার উত্তর জেলা প্রশাসন বুধবার ঘোষণা করেছে, 'নাইট ক্লাব, বার, রেস্টুরেন্ট, হোটেল ও অন্যান্য পর্যটন স্থানে আতশবাজি, স্পাকারি ও পিরোটেকনিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।' গোয়া সরকার জানিয়েছে, দোষীদের দেশে ফিরিয়ে এনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিহতদের পরিবারকে সাহায্য এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও চলছে।

সময় বাড়ল ছয় রাজ্যের, বাদ বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে এবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার ছিল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। মেয়াদ ফুরোনোর আগেই কমিশন জানিয়ে দিল, পশ্চিমবঙ্গে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার দিনক্ষণে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখেও (১৬ ডিসেম্বর) কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবরের ক্ষেত্রে এসআইআরের সময়সীমা বাড়ছে।

নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, তামিলনাড়ু ও গুজরাটে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৪ ডিসেম্বর করা হয়েছে। ওই দুই রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে ১৯ ডিসেম্বর। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবরের ক্ষেত্রে এনুমারেশন ফর্ম জমার সময়সীমা বাড়িয়ে ১৮ ডিসেম্বর করা হয়েছে। ওই দুটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর। তবে এসআইআরে সবথেকে বেশি সময় দেওয়া হয়েছে বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশকে। যোগীরাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৩১ ডিসেম্বর। কেরলে এনুমারেশন ফর্ম জমার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর।

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের

এসআইআর

নির্বাচন কমিশনের হাতে বাংলার মানুষের রক্ত। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে আতঙ্কে বিএলও সহ বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। অনেকে লিখে গিয়েছেন, তাঁদের আত্মহত্যার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। সাধারণ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি তামিলনাড়ু এবং কেরলেও বিধানসভা ভোট। অথচ দুটি রাজ্যকেই অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ২০২৭ সালে। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ভোট হওয়ার কথা ২০২৮ সালে। বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম কেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদের বাইরে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের হাতে বাংলার মানুষের রক্ত। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে আতঙ্কে বিএলও সহ বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। অনেকে লিখে গিয়েছেন, তাঁদের আত্মহত্যার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। সাধারণ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।'

ভোটের আগে রাজ্যে যেভাবে হুড়োহুড়ি করে এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে, তা নিয়ে গোড়া থেকেই প্রশ্ন তুলেছে শাসক তৃণমূল। এত কম সময়ে এই বিপুল কর্মযজ্ঞ শেষ করার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং রাজ্যের পক্ষে অস্বস্তিকর বলে সুর চড়িয়েছিল জোড়াফুল শিবির। কিন্তু কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোয়া, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ ও রাজস্থানের ক্ষেত্রেও এসআইআরের সময়সীমায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সিইও দপ্তর সূত্রে অবশ্য খবর, এরাজ্যে যেভাবে এসআইআরের কাজ এগিয়েছে তাতে অতিরিক্ত সময় লাগবে না। এসআইআরের মূল কাজ প্রায় শেষ। সামনেই ভোট। কমিশনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে এই রাজ্যে। সেই কারণে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়নি বাংলাকে।

বার্ষিক কেক প্রদর্শনীতে কান্তারা থিমের কেক তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পীরা। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে।

প্রণব-স্মরণ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস যথাযথ সম্মানের সঙ্গে পালিত হল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে। প্রধানমন্ত্রী এক্সে লিখেছেন, 'প্রণব মুখোপাধ্যায়কে জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধা। উনি ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত। বহু দশক ধরে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা করেছিলেন। প্রণববাবুর বুদ্ধিমত্তা ও স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা আমাদের গণতন্ত্রকে প্রতিটি পর্যায়ে সমৃদ্ধ করেছে। এত বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আলাপের সুবাদে এত কিছু শিখতে পারাটা আমার সৌভাগ্য।'

পদ্ম নেতার মুখে 'মাতা গিনি'

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তাঁর দলের সাংসদ দীনেশ শর্মার মুখে বাংলার বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা হয়ে গেলেন 'মাতা গিনি হাজরা'। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার লোকসভায় তৃণমূলের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বহিরাগত বলে তুলোধোনা করেছে বাংলার শাসকদল। বিজেপি নেতাদের মুখে বাংলা ও বাঙালি বিপ্লবীদের এহেন নাম বিভ্রাট নিয়ে এবার বিস্তর সমালোচনা চলছে।

এদিন লোকসভায় দীনেশ শর্মার কীর্তির সমালোচনা করে

নাম বিভ্রাটে মাতঙ্গিনীও

তৃণমূলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'বিজেপি সাংসদ সংসদে দাঁড়িয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার নাম একেবারে কচুকাটা করে ফেলেছেন। লজ্জার বিষয়। বাংলার সঙ্গে যে তাঁদের যোগাযোগহীনতার বহর আরও বাড়ছে, এটাই তার প্রমাণ। বাংলাবিরোধী বহিরাগতরা যখন অভিনয় করতে যান তখন এরকমই হয়।' তৃণমূলের তোপ, 'দীনেশ শর্মা একদা উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান মোটেই তেমন নয়। বহিরাগতরা বাংলার একজন শহিদের নামও ঠিক করে জানেন না। উচ্চারণ করতে পারেন না। বাংলার বীর কন্যার কথা বলতে গিয়ে এত উদাসীনতা!'

বাংলাদেশে ভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

এএইচ খান্ধিমান

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত ও দেশত্যাগী হওয়ার ১ বছর ৬ মাস পর সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে বাংলাদেশে। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং দেশের ইতিহাসে প্রথম গণভোট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসিরউদ্দিন এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আয়োজন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথচলায় এক নতুন মাইলফলক যোগ করবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ করা হবে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত। সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা-কালো, আর গণভোটের ব্যালট হবে গোলাপি রঙের। ভাষণটি ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টেয় নির্বাচন ভবনে রেকর্ড করা হয়।

সিইসি যে তফসিল ঘোষণা করেছে তাতে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ১১ জানুয়ারি ও আপিল নিষ্পত্তি হবে ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা ও প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। শেষ হবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটায়। এবার মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লক্ষেরও বেশি।

এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরে। তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচন ঘিরে চলমান অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এবারের ভোটে প্রথমবারের মতো প্রবাসীরাও পোস্টাল ব্যালটের সুযোগ পাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে তিন লক্ষেরও বেশি প্রবাসী অনলাইনে নিবন্ধন করেছেন। গত বছর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ৮ অগাস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসে।

ই-সিগারেট খাওয়া নিয়ে নালিশ লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল। আচমকা সভার অন্দরে এক তৃণমূল সাংসদের ই-সিগারেট খাওয়া নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে সরাসরি নালিশ ঠোকেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। তিনি অবশ্য কারও নাম নেননি। যদিও কোনও কোনও মহলের দাবি, তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের উদ্দেশে ওই নালিশ ঠুকেছেন অনুরাগ।

বিজেপি সাংসদ স্পিকারকে বলেন, 'স্যর, সারা দেশে ই-সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। আপনি কি সভায় এটি খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন?' জবাবে স্পিকার বলেন, 'না তো, কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।' বিজেপি সাংসদ বলেন, 'স্যর আপনি কি দেখেছেন? কিছু তৃণমূল সাংসদ ধূমপান করছেন।' নালিশ পেয়ে অভিযুক্ত সাংসদদের তিরস্কার করেন স্পিকার। তিনি বলেন, যদি লিখিত অভিযোগ আসে এবং অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সাংসদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংসদের বাইরে তৃণমূলের সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'সংসদের অন্দরে যেভাবে নেতারা মিথ্যা কথা বলেন সেটা দুর্ভাগ্যজনক।'

'ভারতহীন' সার্কের সন্ধানে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১১ ডিসেম্বর : খুঁড়িয়ে চলা অর্থনীতিকে ফের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট তৈরির ফন্দি এঁটেছে পাকিস্তান। তারা জানিয়েছে, চিন ও বাংলাদেশের সঙ্গে যে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা কাঠামো তৈরি হয়েছে, তা আরও বাড়িয়ে বড় বহুপাক্ষিক জোট গঠন করতে চায়, যা কার্যত নিষ্ক্রিয় 'সার্ক'-এর বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে এই নতুন জোটে ভারতকে রাখা হবে না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে ইসলামাবাদ।

পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, আঞ্চলিক রাজনীতির 'জিরো-সাম মানসিকতা' (একপক্ষের লাভ হলে অন্যপক্ষের লোকসান) থেকে বেরিয়ে 'উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিকতা' গড়াই তাদের লক্ষ্য। জুনে কুনমিং-এ ঢাকা ও বেজিংয়ের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের পরই দার এর বিস্তৃত রূপ দেওয়ার কথা বলেন।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ভারসাম্য যেহেতু ভারতের উপস্থিতিতেই নির্ভরশীল, তাই ভারতকে বাদ দিয়ে কোনও আঞ্চলিক জোট টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২০১৪ সালের পর থেকে সার্ক কার্যত নিষ্ক্রিয়। ২০১৬ সালে ইসলামাবাদে নির্ধারিত শীর্ষ সম্মেলন উরি হামলার পরে বাতিল হয়। ভারত জানিয়ে দেয়, সন্ত্রাস দমনের দাবি না মানা পর্যন্ত সার্কে ফিরবে না। এ অবস্থায় পাকিস্তান শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ দেখছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তর্বাঞ্চলিক বাণিজ্য এখনও মাত্র ৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত-পাকিস্তান সহযোগিতা ছাড়া সত্যিকারের আঞ্চলিক সংহতি বাস্তবে আসা কঠিনই হবে।

ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাস-কাহিনী

আমাদের বলতে দিন, ভাবতে দিন, বাঁচতে...

সমান অধিকার, নারী নিরাপত্তা নিয়ে তো কতই কথা হয়। সেমিনার হয়। মিছিলে হাঁটে, স্লোগান তোলে মানুষ। কিন্তু বাস্তব যে বড় রূঢ়। প্রায় রোজই দুনিয়ার কোনও না কোনও কোনা থেকে ভ্রূণ হত্যা, নারী নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি না হলে রোগ সারানো যাবে না।

সেই লক্ষ্যে নারী সুরক্ষা ও তাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হল দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠে। উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস, জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা সমিতির সদস্য সুদর্শনা ঘোষ, সিনির ব্লক কোঅর্ডিনেটর সুব্রত সাহা প্রমুখ।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল, 'সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড'। শিশুকন্যাদের প্রতি বৈষম্য দূর করা, নির্যাতন ও অন্য ক্ষতি থেকে তাদের সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সমাজে মেয়েদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন বক্তারা। কন্যাসন্তানদের জন্য চালু সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়। 'গুড টাচ' আর 'ব্যাড টাচ'-এর মধ্যে ফারাক বোঝানো হয় পড়ুয়াদের।

নবম শ্রেণির পড়ুয়া অপর্ণা দাসের মতে, 'কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে সরকারকে। কড়া আইনের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যদি এমন কয়েকটি উদাহরণ তৈরি করা যায়, তবে আশা করি এধরনের ঘৃণ্য কাজ করার আগে মানুষ দু'বার ভাববে। এছাড়া কন্যাসন্তান বোঝা- এমন মানসিকতা বদলাতে হলে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের জন্য আরও বেশি সুযোগসুবিধা চালু করলে ভালো হয়।' মৌসুমি ধর, দীপিকা দত্ত আর শ্রীমতী রায়েরও এক কথা।

রাজ্য-কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে মেয়েরা কী কী আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, তা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচনায় জোর দিতে হবে বলে মনে করে পড়ুয়া কৌশলী রায়, স্বপ্না বর্মনরা।

অন্যদিকে, বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতার বার্তা দিলেন বিএসএফ জওয়ানরাও। হিলি বিওপি'র 'আহতু' ইউনিটের উদ্যোগে বাউল পরমেশ্বর হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির হয়। সেখানে বক্তাদের বার্তা ছিল, বাল্যবিবাহ শুধু কিশোরী-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে না, সমাজের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে।

প্রশাসনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গত এক বছরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কয়েক হাজার বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। তবে, পুলিশের সক্রিয়তার সুবাদে একবছরে ১০০টিরও বেশি নাবালিকার বিয়ে আটকানো সম্ভব হয়েছে। বিএসএফের উদ্দেশ্য, পড়ুয়ারা যেন বিষয়টি নিয়ে সজাগ হয়। নিজের পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীদের ঠিক আর ভুলের মধ্যে পার্থক্য বোঝায়। এমন ঘটনা জানতে পারলে আগেই পুলিশকে খবর দেয়।

শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ

প্রস্তুতির পাঠ

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন উপাচার্য, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ অপেক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আয়োজিত স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এরপর মৌখিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় ছিল ৬০ নম্বর, অ্যাকাডেমিক স্কোর হিসেবে ১০, পূর্ব অভিজ্ঞতায় ১০ এবং ইন্টারভিউ ও লেকচার ডেমনস্ট্রেশনে ২০ নম্বর থাকছে। বেশিরভাগ নিয়োগপ্রার্থী হয়তো এর আগেও ইন্টারভিউ বোর্ডের মুখোমুখি হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন এবারের প্রস্তুতিতে। আমি আজ ক্যাম্পাসের পাতায় দু'-চারটে কথা বলতে চাই। আশা করি, সামান্য হলেও আপনাদের সাহায্য হবে।

ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় শুধুমাত্র আপনার বেছে নেওয়া বিষয়ের ওপর প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় সেই নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আপনার ব্যক্তিত্ব যাচাই করে দেখা হয়। এখানে পরীক্ষিত হবে আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতি, নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর জ্ঞান, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস। তাই বোর্ডের সামনে নিজের 'বেস্ট ভার্সন'-কে তুলে ধরতে হবে।

স্বচ্ছ ধারণা ও উপস্থাপনা

নিজের বিষয়ের সিলেবাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বোর্ডের সামনে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ডেমো ক্লাস নিতে হবে। ধরে নিতে হবে, যাঁরা সামনে বসে আছেন, সেসময়ের জন্য প্রত্যেকেই আপনার ছাত্র বা ছাত্রী। তবেই সাবলীলভাবে ক্লাসটি নিতে পারবেন। পড়ুয়াদের সঙ্গে ঠিক যেমনভাবে কথা বলা, প্রশ্ন করা কিংবা কেউ অমনোযোগী হল কিনা খেয়াল রাখা উচিত। ডেমো ক্লাসেও এসবের যা প্রয়োজন, সবটা করবেন। পুরো বিষয়টি যেন একদম ক্লাসের মতো হয়। তবেই জড়তা কাটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে।

ডেমো ক্লাসে বোর্ডওয়ার্ক করতে

হলে হাতের লেখা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। এখন অধিকাংশ বিদ্যালয়ে স্মার্টক্লাস খুলেছে। সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত একজন শিক্ষক পদপ্রার্থীর। নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার জেনে রাখুন। ডেমনস্ট্রেশনের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকে। ব্ল্যাক বা হোয়াইট বোর্ডের সামনে কোথায় দাঁড়াতে হবে, কোথায় লিখবেন, চক/মার্কার কীভাবে ধরবেন ইত্যাদি। এসবই বিএড কোর্সে শেখানো হয়।

দর্শনধারী

প্রথমেই বলি পোশাকের কথা। লোকে বলে, আগে দর্শনধারী এবং তারপর গুণবিচারী। তাই মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ছেলেরা ফর্মাল ড্রেস পরবেন। ইস্ত্রি করা জামা, প্যান্ট। হালকা রংয়ের উলের সোয়েটার বা ডার্ক রংয়ের ব্লেজার পরা যেতে পরে। ক্লিন শেভ করলে ভালো। চটি বা চপ্পল নয়। ফর্মাল জুতো পরুন। মেয়েদের ক্ষেত্রে শাড়ি নয়তো সালোয়ার কামিজ (খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ নয়) এবং সঙ্গে মানানসই জুতো।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই ইন্টারভিউ বোর্ডের সকলকে সম্ভাষণ (Greeting) করুন। তাঁরা বসতে বললে তবেই বসবেন। পরীক্ষকরা দেখবেন, আপনি ক্লাসে কতটা সাবলীল। কতটা সহজভাবে, সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারছেন। কোনও একটি বিষয়কে ছোটদের সামনে কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন। পড়ুয়াদের সামনে নিজের জ্ঞান জাহির না করে, ভারী শব্দের বদলে সহজ ভাষায় অনেকটা গল্পের ছলে বোঝানো দরকার। মনে রাখতে হবে, একটি ক্লাসে যেমন মেধাবী ছাত্র থাকে, তেমন মধ্য ও সাধারণ মানের পড়ুয়াও থাকে। এই সমস্ত দিক ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের যাচাই করে নেওয়ার কথা।

পাঠ পরিকল্পনা

ক্লাসে শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়ে গেলে পড়ুয়ারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তাই চেষ্টা করতে হবে পাঠ্য বিষয়কে যতটা বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বিএড কোর্সের সময় লেসন প্ল্যান তৈরি করা শেখানো হয়। সেটা একবার ঝালিয়ে নিন। পড়ানোর সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এব্যাপারে আপনার কতটুকু ধারণা আছে, তাও কিন্তু যাচাই করে দেখা হয়।

নিজের পরিকল্পনা ঠিক করুন। ক্লাসের সিলেবাস কত মাসের মধ্যে শেষ করে রিভিশন শুরু করবেন, একটি নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার শেষ করতে কতদিন সময় লাগতে পারে কিংবা প্র্যাকটিকাল বা প্রোজেক্ট নিয়ে কী ভাবছেন ইত্যাদি বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা অবশ্যই একজন শিক্ষকের মাথায় থাকা দরকার। এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন বোর্ডের সদস্যরা।

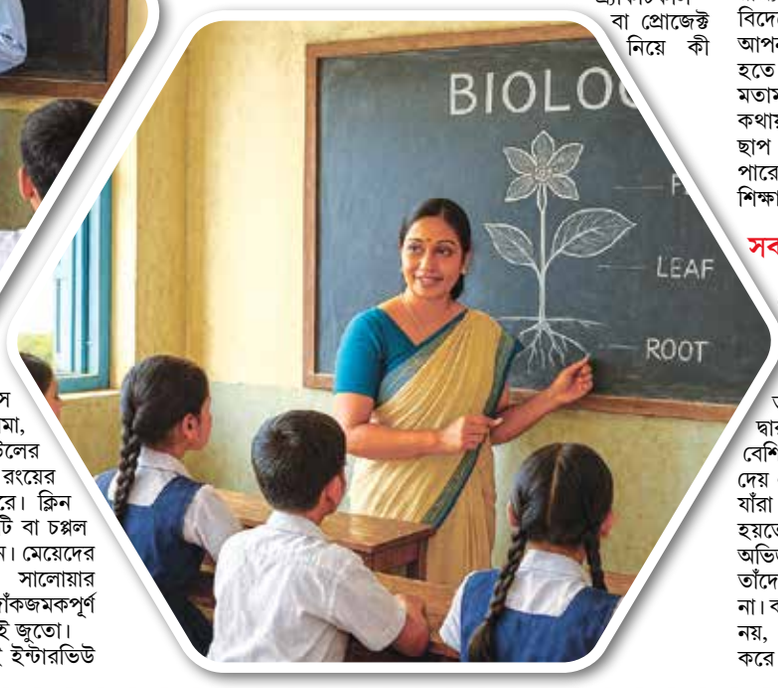

বড় দায়িত্ব

শিক্ষক হিসেবে আরও একটি দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পড়ুয়াদের পাঠদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক গঠনের বিস্তার ঘটাতে হবে। শুধু তোতাপাখির মতো পড়িয়েই গেলাম, তেমন চলবে না। কারও বুঝতে সমস্যা হলে- আবারও বোঝানো, প্রয়োজনে আলাদাভাবে গাইড করা, তার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করা, তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া একজন মানুষ গড়ার কারিগরের কর্তব্য।

সজাগ মস্তিষ্ক

সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান যাচাই করা হতে পারে। নিজের সম্পর্কে, পরিবার-গ্রাম/শহর-ব্লক-মহকুমা-জেলা-রাজ্য সম্পর্কে খুটিনাটি তথ্য, দেশ-বিদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাওয়া হতে পারে। আপনার কোনও মতামত যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। কথায় যেন নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ছাপ থাকে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে বিভিন্ন সময়ে তৈরি হওয়া শিক্ষানীতি নিয়েও।

সবশেষে...

শিক্ষকতা আর পাঁচটি পেশার থেকে আলাদা। সম্পূর্ণ চাকরিজীবনে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের ভীত তৈরি করবেন আপনি। তারা মূল্যায়িত হবে আপনার দ্বারা। অনেক বড় দায়িত্ব, অনেক বেশি কর্তব্যপালনের সুযোগ করে দেয় এই চাকরি। ইন্টারভিউ বোর্ডে যাঁরা থাকেন, তাঁদের বেশিরভাগই হয়তো শিক্ষক এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাই, ভুলেও তাঁদের সামনে ছলনার আশ্রয় নেবেন না। কারও পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভব নয়, তাই সেটা খোলাখুলি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

অজানাকে জানা।। মালদা কলেজস্থিত আইইউকা সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে ও মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের সহযোগিতায় সায়েন্স সেমিনার ও রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ হল চাঁচলের সদরপুর উচ্চবিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ শ্যাম দাস, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশে চাঁদের গহ্বর, শনির বলয় ও একাধিক নক্ষত্র দেখানো হয় পড়ুয়াদের।

বিশেষ দিন।। ইংরেজবাজার শহর ও শহর ১ সার্কেলের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ৫০টি প্রাথমিক স্কুলের ৫০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুকে নিয়ে হইহই করে কাটল একটি দিন। কেক কেটে শুরু উদযাপন, তারপর একে একে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যোগব্যায়াম, আঁকা প্রতিযোগিতা ও শেষে মধ্যাহ্নভোজ হল জমিয়ে। সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে দুই শিশুর জাতীয় সংগীত পরিবেশন মন কেড়ে নেয় সকলের।

সহানুভূতিই সম্প্রীতির চাবিকাঠি

'ধর্মীয় উগ্রবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক মেরুকরণ আর ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি- এসবই সম্প্রীতির জন্য বিপজ্জনক', একসুরে বললেন রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়া রূপা দত্ত ও মহিদুল ইসলাম। মহিদুল মনে করেন, 'বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও একে অপরের আচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাঠ যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই দেওয়া হয়, তবে হিংসা-দ্বেষ কমে আসবে। শিশুমনে সম্প্রীতির চাষ সবথেকে ভালো হয়। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ভীষণ জরুরি।'

মহাবিদ্যালয়ের ইন্টার্নাল কমপ্লেইন্টস কমিটি, আইকিউএসি ও রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনির সহযোগিতায় 'জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনির সম্পাদক পারমিতা রায়, কালিয়াগঞ্জ কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সোনালি চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কলেজের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্য অনন্যা ঝা, অধ্যাপক প্রণতি

মজুমদার ও সোহিনী রায় প্রমুখ।

অনন্যা ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় অখণ্ডতা, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোকপাত করেন নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তার। এছাড়া, প্রত্যেক বক্তা আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের মতামত তুলে ধরেন পড়ুয়াদের সামনে। অধ্যাপক সোহিনীর কথায়, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হল একটি সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান। তাদের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক সংহতি, জাতীয় একতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।'

তাঁর মতে, 'প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এধরনের সেমিনার মাঝেমধ্যেই আয়োজন করা উচিত। সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণ ও তার কুপ্রভাব, ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব ও কীভাবে সমাজে সম্প্রীতি তৈরি করা যায়- তা নিয়ে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার।' প্রত্যেক বক্তা একমত হয়েছেন, ক্লাসরুমের প্রতিটি পড়ুয়ার মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব তৈরি করতে পারলেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে। ওরা বাড়িতে গিয়ে পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীদের সচেতন করবে। এভাবেই একটি সমাজ সুস্থ থাকবে।

সিলেবাসের বাইরে ইতিহাসের ক্লাস

ক্যাম্পাস কথা

কল্লোল মজুমদার

ঘড়ির কাঁটা সবে ১১টা পেরিয়েছে। এমন সময় নরহাটা গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির একঝাঁক পড়ুয়া শিক্ষকদের সঙ্গে পা রাখল মালদা শহরের মিউজিয়ামে। মারুফা খাতুন একটা মূর্তির সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চাউনিতে মিশে বিস্ময় আর প্রশ্ন। খানিকক্ষণ পরে মারুফা তার ইতিহাসের শিক্ষক দীপঙ্কর দাসকে প্রশ্ন করল, 'স্যর এটা তো সরস্বতীর মূর্তি। কিন্তু, সরস্বতীর বাহন তো রাজহাঁস। তাহলে এখানে ভেড়া কেন?'

ছাত্রীর কৌতূহল দেখে অল্প হেসে দীপঙ্কর বললেন, 'কিছু প্রাচীন ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসারে সরস্বতীর বাহন ভেড়া বা মেষ। জৈন ধর্ম অনুসারে সরস্বতীর বাহন ময়ূর। আবার বৌদ্ধ মত প্রভাবিত কিছু সরস্বতীর বাহন সিংহ।'

ক্লাস বা বোর্ডের সিলেবাসের বাইরে এই পৃথিবীকে জানার যে বিশাল সিলেবাস আছে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই নরহাটা

গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকরা দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মিউজিয়ামে নিয়ে এসেছিলেন।

সেখানে ছোটরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখল অবাক চোখে। আর জানতে পারল, ইতিহাসের নানা অজানা তথ্য। এসব ওদের পাঠ্যবইয়ে লেখা নেই। ওরা জানতে পারে, মালদা জেলাতেই রয়েছে বৌদ্ধ পীঠস্থান জগজীবনপুর। পড়ুয়ারা বিভিন্ন সময় মালদার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া নবাব, পাল আমলের মুদ্রা দেখে চমকে উঠল।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষারকুমার সান্যাল ও ইতিহাসের শিক্ষকরা ছিলেন মূল উদ্যোগী। তাঁদের মধ্যে দীপঙ্করের কথায়, 'আমাদের উদ্দেশ্য, পড়ুয়াদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। সিলেবাসের বাইরে বেরিয়ে অজানা তথ্য জানাতেই শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন।' তাঁর সংযোজন, 'মালদা ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। বাড়ি তৈরি বা পুকুর খননের সময় বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী উঠে এসেছে। সেসব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে আরও জানাতে চাই।'

মিউজিয়ামে এসে দ্বাদশ শ্রেণির আহাসান জামিন, জাহাঙ্গীর আলম, তসলিমা খাতুনরা আপ্লুত।

প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ, 'এ পৃথিবীতে জানার শেষ নেই। ছোটদের মধ্যে জানার খিদে বাড়াতে হবে। দেশের ইতিহাস, সম্পদ, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে তাদের। বইয়ের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।'

পুতুলনাচ দেখাল সুদিনের স্বপ্ন

সৌকর্য সোম

প্রায় চার হাজার বছর আগে জন্ম নেওয়া এক সংস্কৃতি। কিন্তু তা আজও যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন স্নাতকস্তরের তৃতীয় সিমেস্টারের দীপ সাহা, তাঁর সহপাঠী দীপ মুখোপাধ্যায় ও স্নাতকোত্তরের তৃতীয় সিমেস্টারের আকাশ মণ্ডল। বিশিষ্ট পুতুল-নাট্যশিল্পী তথা বারুইপুর গঙ্গারিডি পাপেট থিয়েটারের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) কর্ণধার ডঃ প্রদীপ সরদার প্রশিক্ষণে সম্প্রতি মালদা কলেজে বাংলা বিভাগের আয়োজনে অন্য ধরনের এক লোকশিল্প কর্মশালা হয়ে গেল। পুতুলের মাধ্যমে কীভাবে আমাদের রোজকার জীবনের নানা সমস্যা খুব সহজে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব তা সেখানে শামিল প্রায় ১৫০ জন দেখলেন, বুঝলেন আর খুব ভালোভাবে শিখলেনও। ওই কর্মশালায় শামিল তনুশ্রী মিত্রের উপলব্ধি, 'পুতুলনাট্য কেবল একটি বিনোদন-মাধ্যম নয়, এটি মানুষের জীবন, অনুভূতি, সংস্কৃতি ও সমাজকে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার এক শক্তিশালী শিল্পরূপ।'

মূলত এই বিষয়টি উপলব্ধির সুবাদেই দীপ সাহা লিখলেন নাটক 'আগামীর জন্য আজ', আকাশ মণ্ডল লিখলেন 'ধ্বংস হোক প্লাস্টিক দানো' আর দীপ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'নতুন জীবন'। আকাশ বললেন, 'সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিককে বন্দি করে ইকো-ব্রিকসের মাধ্যমে কীভাবে সৌন্দর্যায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যায় সেটাই আমরা আমাদের এই প্রযোজনাগুলির মাধ্যমে সবার

সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি।'

কর্মশালার শেষ দিন পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক মোট তিনটি পুতুলনাট্য পরিবেশিত হয়। পুতুল সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলা বিভাগের পড়ুয়া দীপ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রা শর্মা, নুরজাহান, আসিকা, রুমকি ঘোষ, সুমিতা চৌধুরী, কণিকা দাস, পৌলমী সরকার, নৌসিন নোয়ার ও শিউলি মল্লিক। পুতুলনৃত্য সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলান তনুশ্রী মিত্র ও মুসকান খাতুন। বাচিক অভিনয়ে ছিলেন আকাশ মণ্ডল, দীপ মুখার্জি, স্নিগ্ধা সরকার, সনজিৎকুমার পোদ্দার, তনুশ্রী মিত্র, নাজিয়া সুলতানা, দেবায়ন বসাক ও সুবর্ণা চক্রবর্তী। নেপথ্যে আফফান চৌধুরী, পূজা কুণ্ডু ও স্নিগ্ধা সরকার গোটা বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে সামলালেন।

কীভাবে বিভিন্ন ধরনের পাপেট তৈরি করতে হবে, সেগুলিকে নাড়াতে হবে, চরিত্র অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের ব্যবহার, আলো, সংগীত ও দৃশ্যবিন্যাসের সমন্বয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দলগতভাবে একটি গল্পকে জীবন্ত করে তুলতে হবে তা প্রদীপ শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বোঝালেন। শুভ্রারা সেসব খুঁটিয়ে শিখে নেওয়ায় তিনি খুবই তৃপ্ত, 'দণ্ড পুতুল নির্মাণ ও সঞ্চালনার কৌশল বিষয়ে যতটুকু জানি তা ওদের ভালোভাবে শেখানোর চেষ্টা করেছি।'

বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী বললেন, 'শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। আর এই সুবাদে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি পড়ুয়ারা যদি স্বনির্ভর হতে পারে তবে তো সোনায় সোহাগা।'

ছোট্ট তারা

কালিয়াগঞ্জের শান্তি কলোনির বাসিন্দা দেবরাজ সরকার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। এই খুদে তবলাবাদক হিসাবে স্থানীয় এবং জেলা স্তরে সুনাম অর্জন করেছে।

ফাঁকা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট

নাবালকদের দিয়ে ফোন চুরি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : মোবাইল ফোন চুরির মধ্যে দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে রায়গঞ্জে। এই ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হচ্ছে নাবালকদের। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে যা টের পেয়েছে পুলিশ। যে কারণে মূল মাথাদের ধরতে বিভিন্ন বাজার এবং জনবহুল এলাকায় ঘুরে বেরানো কমবয়সিদের ওপর নজর রাখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত এক মাসে ২৬৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধারের পাশাপাশি ২৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। সাইবার ক্রাইমের এক আধিকারিক বলেন, 'নানাভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ফোন হারিয়ে গেলে নিমেষেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে টাকা উদ্ধার হলেও, কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না।'

রায়গঞ্জের বারোদুয়ারি হাটে মোবাইল ফোন খোয়া যায় পানিশালির হোটেল ব্যবসায়ী মানস দে'র। মঙ্গলবার ঘটনার পরই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা যায়, তাঁর পকেট থেকে ১৩-১৪ বছরের একটি ছেলে ফোনটি তুলে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি টের পান ইউপিআই ট্রানজাকশনের মাধ্যমে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন, ওই টাকা ভিনরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থায় ট্রান্সফার হয়েছে। এদিন বিকেলে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানান মানস। জানতে পারেন, একই ঘটনা ঘটেছে অনেকের সঙ্গে। মানস বলছেন, 'ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে দেখি প্রায় লক্ষাধিক টাকা নেই। মঙ্গল ও বুধবার মিলিয়ে সাতবার টাকা তোলা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইল ফোন চুরির চক্রটি ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করছে। ওই চুরিচক্রের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পুলিশ বিষয়টি

উদ্বেগের কারণ

- চুরির মোবাইল ফোন ব্যবহার করে টাকা তুলে নিতে সক্রিয় সাইবার ক্রাইম চক্র
- ইউপিআই ট্র্যানজ্যাকশনের মাধ্যমে তোলা হচ্ছে টাকা, ট্রান্সফার করা হচ্ছে ভিনরাজ্যের অ্যাকাউন্টে
- ফোন চুরির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হচ্ছে নাবালকদের, মাথাদের ধরতে বিশেষ নজরদারি পুলিশের
- এক মাসে ২৬৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার, ২৫ লক্ষ টাকা ফেরতের ব্যবস্থা পুলিশের

জানতে পেরেছে। মূল মাথাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সদ্য কৈশোরে পা রাখা ছেলের চুরির হাত দেখে তাজ্জব পুলিশকর্তারা। এই নাবালকদের চিহ্নিত করে মূল পান্ডাদের ধরতে না পারলে মোবাইল চুরি বন্ধ করা যাবে না বলে মনে করছেন বারোদুয়ারির সার ও কীটনাশক সামগ্রী বিক্রেতা রতনকুমার দেবের মতো অনেকেই। রতন বলছেন, 'নানা অছিলায় নাবালক ছেলেমেয়ের দল দোকানে ঢুকে পড়ে। এরা নিমেষেই মোবাইল ফোন চুরি করে। এদের চিহ্নিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।' পুলিশি নজরও এখন নাবালকদের ওপর।

অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার মাঝরাতে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর সংলগ্ন দক্ষিণ গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম আলি মহম্মদ (২২)। সংশ্লিষ্ট এলাকারই বাসিন্দা তিনি। ধৃতের কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র (ম্যাগাজিন), এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ, একটি মোবাইল ফোন এবং একটি মোটরবাইক পাওয়া গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন বিকেল তিনটে নাগাদ তাঁকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এনিয়ে রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাত ২টো ২৫ নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ দক্ষিণ গোয়ালপাড়া এলাকার একটি আম বাগানে হানা দেয়। ভোর তিনটা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী সেখানে জড়ো হয়েছিল। তবে পুলিশ দেখে বাকিরা পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়েন। ঘটনায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, 'অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা কার্তুজ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

জাতীয় লোক আদালত

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : ১৩ ডিসেম্বর রায়গঞ্জে জাতীয় লোক আদালত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা ও দায়রা বিচারক আতাউর রহমান বলেন, 'জাতীয় লোক আদালত একটি বিকল্প বিচার ব্যবস্থা। এর ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়।' তিনি যোগ করেন, 'বিচার ব্যবস্থাকে আরও জনমুখী করে তুলতে বছরে চারবার জাতীয় লোক আদালত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর ফলে মানুষ দ্রুত ন্যায়বিচার পেতে সক্ষম হন।'

মানুষ না হয় নির্দিষ্ট সময় মেনে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার করে। কিন্তু পায়রারা? তাদের কি খাওয়ার এইরকম নির্দিষ্ট কোনও সময় রয়েছে? আর কোথাও না থাকুক, মালদার পায়রাদের রয়েছে। ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা, দুপুর বারোটা এবং বিকেল চারটে বাজলেই তারা জানে খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এইসবের পেছনে রয়েছেন অমিতকুমার গুপ্তা।

পায়রাদের অভিভাবক

রোজ সকালে খাওয়ান অমিত

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ ডিসেম্বর : শীতের সকাল। ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল আটটা। বালতি হাতে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলেন বছর ৪৫-এর এক তরুণ। বালতি ভর্তি গম। সেই গম ছাদে ছিটাতে ছিটাতে ওই তরুণ ডাকতে থাকেন, 'জয়া, সোনি... আয়... আয়...।' সেই ডাক শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা এদিক-ওদিক থেকে উড়ে এসে বসে পড়ে ছাদে, আর খুটেখুটে খায় সেই গম। জয়া, সোনির মতো কয়েকটা পায়রা আছে যেগুলো এসে বসে পড়ে ওই তরুণের গায়ে। একটা-দুটো নয় হাজার দেড়েক পায়রাকে এভাবেই প্রতিদিন খাওয়ান ওই তরুণ, নাম অমিতকুমার গুপ্তা। আর সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েন পথচলতি মানুষেরা।

মালদা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র নেতাজি মোড়। সেখানেই রয়েছে মালদা অ্যাসোসিয়েট ক্লাব। আর ক্লাব প্রাঙ্গণে রয়েছে জগদ্ধাত্রী মন্দির। মন্দিরের পেছনে রয়েছে ক্লাবঘর। সেই ক্লাবের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন অমিত। বলা যেতে পারে তিনি ওই ক্লাবের একপ্রকার কেয়ারটেকারই। তবে তাঁর এই অভ্যাস ১-২ বছরের নয়, বরং ২০-২৫ বছরের।

অমিতের বাড়ি মালদা শহরের দক্ষিণ বালুচরে। দিনে তিনবার তিনি এমনভাবেই হাজারো পায়রার খাবারের জোগান দেন। ঘড়িতে সকাল আটটা, দুপুর বারোটা আর বিকেল চারটা বাজলেই পায়রাগুলো বুঝে যায় এবার তাদের খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। কোনও সময় দেওয়া হয় গম, কোনও সময় সর্ষে। যে যেখান থেকে পারে উড়ে এসে ভিড় জমায় মন্দিরের ছাদে, আশপাশের অফিস, ব্যবসাকেন্দ্রের

মাথায়। আর অমিতের 'আয়... আয়...' ডাক শুনলেই নেমে আসে খাবারের জন্য।

অমিতের কথায়, 'আমাদের ক্লাবের কর্ণধার রতন আগরওয়াল গম কেনার টাকা দেন। সেই টাকায় বছরের পর বছর ধরে গম কিনে নিয়ে এসে আমি পায়রাগুলোকে খাওয়াই।' কত পায়রা আছে? প্রশ্নের উত্তরে অমিত জানান, দেড় হাজার তো বটেই। সেইসঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, 'একসময় কিছু কিছু পায়রা ছিল যেগুলো ঘাড়ে করে আমার বাড়ি চলে যেত। আবার ফিরে আসার সময় কাঁধে চেপেই ক্লাবে চলে আসত। ওই পায়রা দুটো মরে গিয়েছে। বিড়াল খেয়ে নিয়েছে।'

এখানে আরও আশ্চর্যের বিষয়, অমিত খেতে না দিলে পায়রাগুলো দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে। অমিতের কথায়, 'আমি কোনও কারণে না আসতে পারলে যদি অন্য কেউ খেতে দেয় তবে কিছুতেই খায় না পায়রাগুলো।' শুধু তাই নয়, অমিতের সঙ্গে অন্য কেউ খাবার দিতে এলে সেই খাবারও মুখে তোলে না পায়রার দল। এই ক্লাবের সদস্য তপনকুমার দাসের মন্তব্য, 'পায়রার খাবারের জন্য প্রতিদিন অনেক টাকা খরচ হয়। বাজার থেকে সবচেয়ে ভালো গম, সবচেয়ে ভালো সর্ষে কিনে নিয়ে আসা হয়। পুরো টাকাই খরচ করেন আমাদের ক্লাবের কর্ণধার রতন আগরওয়াল।'

বৃহস্পতিবার সকালে পায়রার খাওয়া দেখতে দেখতে সেই দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করেন পথচলতি অসীম হালদার। তাঁর মন্তব্য, 'এ দৃশ্য শুধু ক্যামেরাবন্দি নয়, মনবন্দি করে রাখলাম। যে স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে থাকবে দীর্ঘদিন।'

চল মেরে ঘোড়া... *রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।*

সারদার জন্মতিথিতে ভিড় রামকৃষ্ণ মিশনে

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনে সারদার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে বিশেষ পুজোর আয়োজনও করা হয়। এদিন ভোরবেলা মন্দিরে মঙ্গল আরতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর একে একে স্তব গান, বেদ পাঠ, ভজন, বিশেষ পুজো ও হোমের আয়োজন করা হয়। সারাদিন ধরেই নানান অনুষ্ঠান চলে। সন্ধ্যায় আরতি ও সারদা মায়ের ভক্তিমূলক গানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় জন্মতিথি উৎসব। সেইসঙ্গে এদিন রায়গঞ্জের মোহনবাটীতে রামকৃষ্ণ সেবা সংঘেও মা সারদার জন্মতিথি পালন করা হয়।

রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী পরেশাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, 'এদিন ভোগ আরতি ও পুষ্পাঞ্জলির পর প্রসাদ বিতরণ করা হয় ভক্তদের মধ্যে।' এদিন মায়ের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী পরেশাত্মানন্দ মহারাজ। এরপর রাত আটটা পর্যন্ত চলে কাশীনাথ নন্দীর ভক্তিগীতি।

বইয়ের স্টলের পাশাপাশি ছিল মহিলাদের হাতের তৈরি সামগ্রীর স্টল। জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সকাল থেকে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুরে হোম শেষ হওয়ার পর কয়েক হাজার ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দেবীনগরের বাসিন্দা রাজা চন্দ এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে ছিলেন। তিনি বললেন, 'প্রতি বছর সারদা মায়ের জন্মতিথি ও কল্পতরু উৎসবে উপস্থিত হই। এই বছর সকাল থেকে ভক্তের সমাবেশ। সারাদিন এখানেই কেটে গেল।' অপর ভক্ত দীপা দাস তো বিশেষ পুজো ও হোম দেখার জন্য সকাল সকাল চলে এসেছিলেন মিশনে। বললেন, 'একেবারে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। এই দিনটি আমরা এইভাবেই কাটাই প্রতিবছর।'

আগামী ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ২ জানুয়ারি স্বামী জ্ঞানালোকোনন্দের বক্তব্যের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে নাটক নটী বিনোদনী। স্বামী জ্ঞানালোকোনন্দ স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ির অধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন।

সারদা মায়ের জন্মতিথি পালিত হয়েছে কালিয়াগঞ্জের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেও। বৃহস্পতিবার সকালে মঙ্গলারতির পর ষোড়শ উপচারে বিশেষ পুজো হয়। সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেবাশ্রমের সম্পাদক পরিতোষমোহন চৌধুরী বলেন, 'প্রায় সাতশো ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেছেন।'

বুনিয়াদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘের পরিচালনায় সারদা মায়ের মন্দিরের সামনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেবা সংঘের সভাপতি রামলাল কবিরাজ জানিয়েছেন, এবার প্রায় দুই হাজার ভক্তের মধ্যে এদিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে।

রায়গঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশনে সারদা মায়ের পুজো চলছে। বৃহস্পতিবার।

৭ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, নির্দেশ রাজ্যের

পুরাতন মালদা, ১১ ডিসেম্বর : ৭ দিনের মধ্যে পুরাতন মালদা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। অবশেষে স্পষ্ট নির্দেশ দিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে দপ্তরের তরফে। আর তা জানাজানি হতেই তৃণমূল কাউন্সিলারদের মধ্যে নতুন দফায় তৎপরতা শুরু হয়েছে। জেলা সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং বলেন, 'পুরাতন মালদা পুরসভায় চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে গত ২৪ নভেম্বর চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন কার্তিক ঘোষ। তারপর থেকে চেয়ারম্যান পদটি খালি। কে চেয়ারম্যান হবেন, তা নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আগামী ১৭ ডিসেম্বর পুরসভায় বোর্ড মিটিং হবে। ওই বৈঠকেই নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। ফলে চেয়ারম্যান না থাকায় পুরসভার প্রশাসনিক কাজে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হবে।

৬৯টি রাস্তা তৈরির উদ্যোগ

বালুরঘাট, ১১ ডিসেম্বর : বালুরঘাট শহরে এবার আরবান পথশ্রী প্রকল্পে একাধিক রাস্তার কাজ শুরু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে এনিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। তিনি জানান, পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডে রাস্তার কাজ করা হবে। এই প্রকল্পে মোট ৬৯টি রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যার জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাস্তা তৈরির জন্য ইতিমধ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন মিলেছে বলেও এদিন জানান।

শহরজুড়ে এভাবে মোট ৪৭.৪৫০ কিলোমিটার রাস্তা পাকা করা হবে। যার মধ্যে সিমেন্ট কংক্রিটের পাশাপাশি বিটুমেন রাস্তাও রয়েছে। তার মধ্যে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই বেহাল রাস্তা এই তালিকার মধ্যে থাকায় এদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এলাকাবাসী।

রেলের লোহার খুঁটিতে দুর্ঘটনা

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতের রাস্তায় একটি লোহার খুঁটির জন্য বারবার ঘটছে দুর্ঘটনা। কয়েকদিন আগে পার্কিংয়ের জায়গা চিহ্নিত করার জন্য রেলের তরফে দ্বিতীয় ফ্লাইওভারের পাশে ওই লোহার খুঁটিটি বসানো হয়। তবে তাতে কোনও বোর্ড বা সাংকেতিক চিহ্ন না থাকায় বাইকচালকরা হামেশাই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। গত সোমবার খুঁটি লাগানোর পর মঙ্গল ও বুধবার রাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুই তরুণ জখম হন। এই নিয়ে রায়গঞ্জের স্টেশনমাস্টার রাজু কুমার বলেন, 'পার্কিংয়ের জায়গা চিহ্নিতকরণের জন্য খুঁটিটি বসানো হয়েছে। সমস্যা হলে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

অন্যদিকে বুধবার রাতে ফ্লাইওভারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবীনগরের বাসিন্দা শিক্ষক রানা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, এক তরুণ বাইক নিয়ে উকিলপাড়া থেকে আসার সময় লোহার খুঁটি দেখতে না পেয়ে আচমকা তাতে ধাক্কা মারেন। কারণ ওই সময় উলটোদিক থেকে একটি গাড়ি আসায় চোখে আলো লেগে তরুণ খুঁটিটির অবস্থান বুঝতে পারেননি। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন তরুণ। এমন অবস্থায় খুঁটিতে একটি বোর্ড লাগানো না হলে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। এলাকায় রেলের পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা দেবা দে বলেন, 'যেখানে-সেখানে পার্কিং রুখতে রেল খুঁটি লাগিয়েছে।'

রেলের বসানো লোহার খুঁটিতে সমস্যায় বাইকচালক।

খুলল কমিউনিটি শৌচালয়ের তালা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ ডিসেম্বর : এলাকাটি বালুরঘাটের অফিসপাড়া হিসেবে পরিচিত। সবসময় এখানে মানুষের ভিড়। তাঁদের কথা ভেবেই ১২ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হয়েছিল কমিউনিটি শৌচালয়। কিন্তু অজ্ঞাত এক কারণে তা কার্যত বন্ধ হয়েই পড়ে ছিল। যা নিয়ে অনেকেই পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বৃহস্পতিবার পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র নিজে উপস্থিত থেকে তালা খুললেন। শুধু তাই নয়, শৌচালয়টি যাতে বন্ধ না রাখা হয়, সেই নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। স্বস্তি ফেরায় খুশি কাজের সূত্রে এই এলাকায় পা রাখা সকলেই। চেয়ারম্যান বলছেন, 'এখানে তালা মেরে রাখার কথা নয়। বিষয়টি আমি জানামাত্রই ব্যবস্থা নিয়েছি। এখানে বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। সেখানকার কর্মী সহ বিভিন্ন কাজে যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের জন্য এই শৌচালয়।'

অবশেষে খুলল কমিউনিটি শৌচালয়ের দরজা। পুরসভার চেয়ারম্যানের নির্দেশে এখন থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে শৌচালয়টি। খবর প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চেয়ারম্যান যেভাবে উদ্যোগী হয়েছেন, তা ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সাধারণ মানুষ। ভবিষ্যতে যাতে আর তালা না পড়ে, সেই দাবিও করছেন তাঁরা। চেয়ারম্যানের নির্দেশের পর তাঁরা যে আর তালা দেবেন না, তা জানিয়েছেন এখানকার এক কর্মী। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অরূপ দত্ত বলেন, 'একটা সরকারি শৌচালয় দিনের বেশির ভাগ সময় তালাবন্ধ থাকাটা অদ্ভুত লাগত। আজ দেখে ভালো লাগছে যে পুরসভা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে।' বিদ্যুতের বিল দিতে আসা কলেজ ছাত্রী মৌসুমি মণ্ডলের কথায়, 'এলাকাটা অফিসপাড়া। বাইরে থেকে আসা লোকজনের ভরসা ছিল এই শৌচালয়। কিন্তু বন্ধ থাকায় অনেককেই ফিরে যেতে হত শৌচালয়ের সামনে থেকে। স্বস্তি পেলাম আমরা।' শৌচালয়ের তালা পুরসভার চেয়ারম্যান খুলে দেওয়ায় স্বস্তিতে অফিসপাড়ার প্রত্যেকেই। আর যাতে তালা না পড়ে, তা চাইছেন এখানে কাজের সূত্রে আসা সাধারণ মানুষ।

> এখানে তালা মেরে রাখার কথা নয়। বিষয়টি আমি জানামাত্রই ব্যবস্থা নিয়েছি। এখানে বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। সেখানকার কর্মী সহ বিভিন্ন কাজে যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের জন্য এই শৌচালয়।
>
> **অশোক মিত্র**
> *পুরসভার চেয়ারম্যান*

আট বাই দশের ঝুপড়ি যেন স্বপ্নের আঁতুড়

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১১ ডিসেম্বর : মালদা শহরের গয়েশপুর। মহানন্দা নদীতীরের বাঁক নেওয়া থেকে সামান্য এগোলেই বস্তি এলাকা। এই বস্তির মধ্যেই আট বাই দশের ছোট্ট টিনের ঝুপড়িতে এক পরিবারের বাস। আর পাঁচটা নিম্নবিত্ত পরিবার যেমন হয়, এরাও ঠিক সেরকমই। কিন্তু সেখানেই বাস এক অসাধারণ মেয়ের, তার নাম সালমা খাতুন। ইতিমধ্যেই যার অনূর্ধ্ব-১৫ বাংলা মহিলা ক্রিকেট দলে জায়গা পাকা। লেগ স্পিনের ভেলকিতে রাজস্থানকে কাত করতে ১২ তারিখ রাজকোটে দলের সঙ্গে রওনা দেবে এই তনয়া।

সালমার বাবা মহম্মদ সালাম পেশায় টোটোচালক, মা টুকটুকি বিবি সাধারণ গৃহবধূ। তিন সন্তানের মধ্যে স্থানীয় রেলওয়ে গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া সালমা মেজো। লেখাপড়ায় সাধারণ হলেও খেলাধুলোয় প্রথম থেকেই সে অসাধারণ। ছোট থেকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে রেলের বিদ্রোহী মাঠে পড়ে থাকত। ছেলেদের দলে মেয়ে কেন? অনেকে এই প্রশ্ন তুললেও সালমার ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা দেখে তাঁদের সকলকেই হার মানতে হয়েছিল। এমনই এক টেনিস বলের ম্যাচে সালমার লেগস্পিনের যাদুতে মুগ্ধ হয়ে যান স্থানীয় ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের দুই কোচ প্রবীররঞ্জন দস্তিদার এবং মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী। বাড়ি খুঁজে গয়েশপুরের বস্তিতে সালমার মায়ের সঙ্গে দেখা করেন

ক্রিকেটে মালদার উঠতি প্রতিভা সালমা খাতুন।

তাঁরা। সালমার মাকে অনুরোধ করেন মেয়েকে ক্রিকেট কোচিংয়ে দিতে। বিনিময়ে কোনও টাকা লাগবে না। খেলাধুলোর খরচ তাঁরাই বহণ করবেন। সম্মতি দেন সালমার মা। তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকায়নি সে।

মালদায় ক্রিকেটে একের পর এক কীর্তি স্থাপন করতে থাকে। এরপর জেলা স্তর থেকে সোজা সিএবি। সেখানে ১৫ বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বাছাই পর্বে পৌঁছে যায়। চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের বিশেষ কোচিংয়ে ছিল সে। অবশেষে সালমাকে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ দলে রেখে বোলিং অ্যাটাক সাজিয়েছেন দলের কোচ গায়ত্রী মাল এবং অর্পিতা ঘোষ। দলের সঙ্গে রাজকোটে উড়ে যাওয়ার আগে বাড়িতে এসেছিল সালমা। সালমা বলে, 'আপাতত আমার সমস্ত ফোকাস শুধুই ক্রিকেটে। বাংলা দলের স্থায়ী সদস্য হতে চাই। ক্রিকেটে বড় কিছু করে মা-বাবার অভাব মেটাতে হবে। আমার দুই কোচের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে রয়েছে। রাজকোটে বাংলাকে জেতাতে আমাকে ভালো বোলিং করতে হবে।' এদিকে, তার বাংলা দলে অন্তর্ভুক্তির খবরে খুশির হাওয়া জেলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের মধ্যে। গত মঙ্গলবার হোয়াইট ইলেভেন-এর কোচিং সেন্টারে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মেয়ের এই সাফল্যে বাবা মহম্মদ সালাম খুব খুশি। তিনি বলেন, 'আমাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। টোটো চললে বাজার আসবে, না হলে অনাহারে কাটে। মেয়ের খেলাধুলোকে সাপোর্ট করতে দিনরাত পরিশ্রম করছি।'

মন্দির ও দোকানে চুরি

পুরাতন মালদা, ১১ ডিসেম্বর : একই রাতে একটি বাড়ির কালী মন্দির ও একটি দোকানে চুরি হল। বৃহস্পতিবার রাতে পুরাতন মালদা শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি সারদা কলোনি এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় বাসিন্দা পবিত্র ঘোষের বাড়ির কালী মন্দিরে চুরি হয়। ওই ঘটনায় মন্দির থেকে প্রায় ১৬ ভরি ওজনের রুপার হার এবং রুপার মুকুট চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ বাড়ির ছোট মেয়ে বন্দনা ঘোষের। তিনি বলেন, 'দুষ্কৃতীরা রাতে তালা ভেঙে দেবীর বিগ্রহ থেকে গয়না চুরি করে পালিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিস চুরি গিয়েছে। আমরা বিষয়টি মালদা থানার পুলিশকে জানিয়েছি।' খবর পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ।

অন্যদিকে ওই রাতেই এলাকার একটি মুদির দোকানে হানা দেয় চোরের দল। ওই দোকান থেকে নগদ ৩ হাজার টাকা এবং কিছু সরঞ্জাম চুরি হয়েছে। এলাকাবাসীর সন্দেহ, এলাকায় ঘোরাফেরা করা কিছু নেশাগ্রস্ত তরুণ ওই চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে।

পৃথিবীর পাঠশালা

পৃথিবীর যমজ, মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এক দারুণ খবর এনেছেন! আমাদের থেকে মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর আকারের এক গ্রহ— নাম গ্লিজ ১২বি। সবচেয়ে উত্তেজনার বিষয় হল, এটি তার তারকার বাসযোগ্য অঞ্চলে আছে! অর্থাৎ, সেখানে তাপমাত্রা এমন হতে পারে যে তরল জল থাকতে পারে, আর হয়তো প্রাণও! জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা এবার এর বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করে দেখবেন। আমরা কি এবার ভিনগ্রহের 'যমজ ভাই'-এর কাছাকাছি এলাম? এই আবিষ্কার সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সন্ধানের জন্য এক বিশাল পদক্ষেপ।

টুনা মাছের জীবন, থামলেই ফিনিশ

টুনা মাছের জীবনটা এক অদ্ভুত নিয়মের ফাঁদে বাঁধা: এদেরকে একটানা সাঁতার কাটতেই হবে, নাহলে মরে যাবে! কারণ কী জানেন? তারা অন্য মাছের মতো ফুলকা দিয়ে জল পাম্প করতে পারে না। তাদের মুখ খুলে এগিয়ে যেতে হয়, যাতে সাঁতারের ফোর্সে জল ফুলকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অক্সিজেন দিতে পারে। যদি তারা থামে, তবে জলের প্রবাহ বন্ধ, আর তারা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়! এদের আবার ভেসে থাকার জন্য সুইম ব্লাডারও নেই। টুনা মাছের জীবন যেন স্পিড এবং সারভাইভালের এক নিখুঁত উদাহরণ।

সিলিন্ডার নিয়ে মঞ্চে, বাবার সম্মান

ব্রাজিলের লরেঞ্জো মনফার্দিনি তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেওয়ার সময় যা করলেন, তাতে সবার চোখ ভিজে গেল! তিনি মঞ্চে তার ডিপ্লোমা নিতে এলেন একটা গ্যাস সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে! এই সিলিন্ডার তার বাবার প্রতীক, যিনি ২৬ বছর ধরে ঘরে ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়েছেন, আর সেই কষ্টের রোজগারে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন। লরেঞ্জো তার বাবার প্রতি বিনয় আর কৃতজ্ঞতা জানাতেই এমনটা করলেন। তার এই কাণ্ড প্রমাণ করল, বাবার কঠোর পরিশ্রম আর ত্যাগের কাছে ডিগ্রি কেবল একটি কাগজমাত্র।

টাকা নয়, খামারে কাজ আর বিশ্বভ্রমণ

যাঁরা ঘুরতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য দারুণ খবর! WWOOF(World Wide Opportunities on Organic Farms) একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আপনি জৈব খামারগুলোতে কাজ করবেন আর তার বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পেয়ে যাবেন— কোনও টাকা খরচ ছাড়াই! ১৯৭১ সালে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রামটি এখন ১৩০টিরও বেশি দেশে চালু আছে। দিনে চার থেকে ছয় ঘণ্টা কাজ করলেই হল— বাকি সময়টা ঘুরে বেড়ান, আর স্থানীয় সংস্কৃতি উপভোগ করুন। এটা কেবল চাষবাস নয়, বরং শেখা, ভ্রমণ আর নতুন বন্ধু বানানোর এক চমৎকার সুযোগ।

WWOOF FoWO Federation of WWOOF Organisations

মানে বদল বাংলায়

প্রথম পাতার পর

কী চমৎকার দাদাগিরি দেখাচ্ছেন এঁরা। দাদাগিরি শব্দটা ব্যবহার করা হত দারুণ ইতিবাচক অর্থে। এখন নেতা, মেজো নেতা, সেজো নেতা, ছোট নেতাদের দৌলতে দাদাগিরি হয়ে উঠেছে চূড়ান্ত অপসংস্কৃতির অঙ্গ। ধরে নেওয়া হচ্ছে, দাদাগিরি দেখায় এক শ্রেণির মস্তানরা। দাদাগিরি তাদেরই অঙ্গ। অমুকদা, তমুকদা অনেক সময় বলা হয় ব্যঙ্গার্থেই।

দাদাগিরির মতো বাবুয়ানি কথাটাও তো ব্যবহার করা হয় কটাক্ষ অর্থে। দাদাগিরি ও বাবুয়ানি, শব্দ দুটো কোথাও এক হয়ে যায়। মোদির 'বঙ্কিমদা' এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নরেন্দ্র বাজপেয়ী' যেমন হাসির খোরাকে এক হয়ে যায়।

দাদা মানে কী, অক্সফোর্ড বা ওয়েবস্টারের অভিধানে ঘাঁটলে দেখব, প্রথমেই রয়েছে এক আন্তর্জাতিক ছবি আঁকার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের কথা। আন্দোলন ও আন্দোলন সমর্থকদের ক্ষেত্রে দাদাইজম কিংবা দাদাইস্ট কথাটা চলে আসে। সৌরভ বা ভক্তদের ক্ষেত্রেও এই দুটো শব্দ ব্যবহার করা যায় না?

দাদা আবার ডাকা হত সর্বকালের অন্যতম নিষ্ঠুর শাসক উগান্ডার ইদি আমিনকে। বাঙালির দাদারা ইদানীং যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। বিশেষ করে নির্বাচন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেললে।

আর আমরা ভোটাররা ধরে নিয়েছি, এইসব দাদাদের দেখতেই হবে আমাদের। এদের লেজ ধরেই পেরোতে হবে বৈতরণি। এটা আমাদের, মানে 'বঙ্কিমদা' বা 'বঙ্কিমবাবু'র উত্তরসূরিদের ভাগ্যে লেখা আছে!

কেউ লিখল প্লাবন, কেউ চিতাবাঘের কথা

পরীক্ষার খাতায় 'ট্রমা'

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ ডিসেম্বর : এমন কিছু ঘটনা যা নাড়িয়ে দিয়েছে শিশুমনকে। তার প্রতিফলন পরীক্ষার খাতাতেও। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় পার্বিক মূল্যায়নে প্রথম ভাষা হিন্দিতে একটি প্রশ্ন ছিল, তোমার পছন্দের একটি গল্প নিজের ভাষায় লেখো। তাতে সেখানকার চার খুদে যা লিখেছে তা পড়ে চমকে উঠেছেন শিক্ষকরাও। কারও লেখায় ফুটে উঠেছে তাদের বাগানে গত ৫ অক্টোবর বিধ্বংসী প্লাবনে চোখের সামনে একের পর এক মানুষের ভেসে গিয়ে মারা যাওয়ার কথা। কেউ আবার লিখেছে, গত বছরের ১ অক্টোবর স্কুলের গেটের বাইরে চিতাবাঘ চলে আসার হাড়হিম করা কাহিনী। শিশুমনের অন্দরে ওইসব ঘটনা যে গভীর দাগ কেটে রেখে গিয়েছে, তা দেখে চিন্তিত শিক্ষকরাও।

টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে পড়ুয়ারা।

সবাই চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। তাদের শ্রেণিশিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ বলছেন, 'প্লাবনের পর থেকে ছেলেমেয়েরা যে ট্রমার মধ্যে রয়েছে, তা বহুবার বুঝেছি। পরীক্ষার খাতাতেও ওরা সেকথা তুলে ধরবে তা কস্মিনকালেও ভাবিনি। কচি হাতের ওই লেখাগুলি পড়ে নিজের আবেগ সংবরণ করা আর সম্ভব ছিল না। সবাইকে ৫-এর মধ্যে ৫-ই দিয়েছি।' ওই শিক্ষকের সংযোজন, 'একটা-দুটো বানান ভুল ছিল। জীবনের সার সত্যের কাছে ওসব তো ঠুনকো।'

টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক স্কুলে বৃহস্পতিবার ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা। তাতে ৫ নম্বরের নিজের প্রিয় গল্প লেখার একটি প্রশ্নে রিয়া ওরাওঁ নামে বাগানের মডেল ভিলেজের এক ছাত্রী পরিষ্কার হাতের লেখায় লিখেছে, '৫ অক্টোবরের সেদিন। হঠাৎ জল বাড়তে শুরু করে। ঘরের ভেতরও জল ঢোকা শুরু হয়। আগে কিছুই বোঝা যায়নি। বাবা সবাইকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। আমার মাসি ভেসে যায়।' ডায়না লাইনের সন্দীপ মুন্ডা নামে এক ছাত্রের পরীক্ষার খাতার বয়ানেও শুধু প্লাবনের কথা। সে লিখেছে, 'কত লোক ভেসে গেল। কেউ কেউ কোনওরকমে পালিয়ে বাগানের গুদামে আশ্রয় নিল। ঘরবাড়ি ভেঙে যায় অনেকের। আমরা কোনওরকমে বেঁচে যাই।' একই কথা লিখেছে মনজিৎ মাহালি নামে এক খুদে।

ওই শ্রমিক মহল্লারই আজাতি লোহারের খাতায় আবার স্কুলের বাইরে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়ে থাকার চাক্ষুষ বর্ণনা। সে লিখেছে, 'আমরা গেটের বাইরে খেলছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি ছাগল জঙ্গলের দিক থেকে ছটফট করে ছুটে আসছে। পেছনে বনশুয়োরের মতো কোনও জন্তু। পরে বুঝতে পারি ওটা শুয়োর নয়, চিতাবাঘ। দৌড়ে এসে গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনওরকমে পালিয়ে স্যরকে জানাই। তিনি ফরেস্টবালাদের ফোন করেন।'

> প্লাবনের পর থেকে ছেলেমেয়েরা যে ট্রমার মধ্যে রয়েছে, তা বহুবার বুঝেছি। পরীক্ষার খাতাতেও ওরা সেকথা তুলে ধরবে তা কস্মিনকালেও ভাবিনি। কচি হাতের ওই লেখাগুলি পড়ে নিজের আবেগ সংবরণ করা আর সম্ভব ছিল না। সবাইকে ৫-এর মধ্যে ৫-ই দিয়েছি।
>
> **লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ**
> শ্রেণিশিক্ষক

বামনডাঙ্গা চা বাগান বরাবরই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বুনোদের উপদ্রবের জন্য পরিচিত। তবে ৫ অক্টোবরের ঘটনা আগের সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে যায়। মডেল ভিলেজ থেকে জলের তোড়ে ভেসে মারা যান ১১ জন। তাঁর মধ্যে টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক স্কুলের প্রাকপ্রাথমিক শ্রেণির নিবৃতি নায়েক নামে এক ছাত্রীও ছিল। সেদিন নিবৃতি সহ তার মা মঞ্জু ও ছোট ছেলে নিব্যাংশেরও সলিলসমাধি হয়। সেদিনের ক্ষত ঘটনার দু'মাস পরও এখনও তাড়া করে বেড়ায় সেখানে।

ট্রেকার্স মিট

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় তিস্তা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ৪২তম স্টেট মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স মিট-২০২৫। এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এই মিটের আয়োজক পর্বতারোহী সংস্থার তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক পার্থ পাল, কনভেনার মনোতোষ সেন প্রমুখ। এই মিট ২৭-৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পর্বতারোহীরা এই মিটে অংশগ্রহণ করবেন। পর্বতারোহণ সম্পর্কে তথ্যের আদানপ্রদানের পাশাপাশি পাহাড়, প্রকৃতি এবং পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হবে এই মিটে।

জেরবার

প্রথম পাতার পর

লোকজন দেহ নিতে গেলে জানতে পারেন, ২০০০ টাকা লাগবে। তাঁদের পক্ষে অত টাকা জোগাড় করা মুশকিল। এদিকে, মর্গের কর্মীরাও অনড়। শেষপর্যন্ত আবুর পরিজনেরা বাধ্য হন টাকা দিয়ে দেহ নিয়ে যেতে।

মালদা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'এধরনের কোনও লিখিত অভিযোগ আমার কাছে কেউ করেনি। তবে শুনতে পেলাম যখন, তখন খতিয়ে দেখছি। কোথাও কারও কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা নয়। কারণ সব জায়গাতেই কর্মীদের সব উপকরণ থেকে শুরু করে নিয়মিত বেতন দেওয়া হয়। অবশ্যই আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

এদিকে, এই টাকার খেলা নিয়ে সম্প্রতি সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা। বৃহস্পতিবার বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক নীলাঞ্জন দাস অভিযোগ করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই মালদা মেডিকেলে ময়নাতদন্ত করাতে গেলে বিপুল টাকা গুনতে হচ্ছে গরিব মানুষদের। এমনিতেই স্বজনহারানোর দুঃখ সামলে ওঠা কঠিন, তারপর দুই-চার হাজার টাকা জোগাড় করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পরিবারগুলিকে।' মেডিকেলের মাতৃমাতে আয়ারাজ নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি।

অভিযোগ উঠেছে, পরিজনের মৃত্যুর পর দরিদ্র পরিবারগুলিকে সমব্যথী প্রকল্পে যে ২০০০ টাকা দেওয়া হয় সরকারের তরফে, সেই টাকা নাকি মালদা মেডিকেলের মর্গের দালালদের হাতেই তুলে দিতে হয়। সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের অভিযোগ, 'জন্ম থেকে মৃত্যু, সব জায়গাতেই টাকা ছাড়া কোনও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। আর সেই তোলাবাজির জন্য ভুগতে হচ্ছে আমজনতাকে।'

আরামে আম্মু।। জম্মুর 'জাম্বো জু'তে বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

খাসজমি দখলে অভিযোগ কাউন্সিলারের

ডালখোলা, ১১ ডিসেম্বর : ডালখোলা পুরসভায় চেয়ারম্যান পদ নিয়ে এমনিতেই ডামাডোল চলছে। তারই মাঝে খাসজমি দখল করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের অভিযোগ উঠল পুরসভায়। এ ব্যাপারে পুরসভায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইতি দাস কর্ণ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরসভার ওই ওয়ার্ডের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশের জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য কাজ শুরু করেন প্রয়াত আবদুল জাব্বরের পুত্র গোলাম মুস্তফা ও তাঁর ভাইয়েরা।

খবর পেয়েই পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে এবিষয়ে অভিযোগ করেন কাউন্সিলার। তিনি বলেন, 'খাসজমি অবৈধভাবে ঘিরে দখল করার চেষ্টা করছিলেন গোলাম সহ তাঁর সাতভাই।' এনিয়ে ডালখোলা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ জানান, বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য শনিবার বৈঠক ডাকা হয়েছে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে গোলাম বলেন, 'আমার বাবা একসময় জমিদারের কাছ থেকে জমি কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার কারণেই ওই জমি সরকারের হাতে চলে যায়। আমার বাবার সঙ্গে জমি নিয়ে আইনি লড়াই চলাকালীন ২০১৩ সালে পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান সুভাষ গোস্বামী বিষয়টির মীমাংসা করেন। ওই জমির ৯০ শতকের মধ্যে ৬৫ শতক থানার জন্য দেওয়া হয়। পুরসভার পক্ষ থেকে সীমানা প্রাচীরও দেওয়া হয়েছিল।' পরে

> খাস জমি অবৈধভাবে ঘিরে দখল করার চেষ্টা করছিলেন গোলাম সহ তাঁর সাতভাই।
>
> **ইতি দাস কর্ণ**
> অভিযোগকারী কাউন্সিলার

২০২৩ সালে নতুন বোর্ড গঠনের পরে স্বদেশচন্দ্র সরকার থানার জন্য নির্ধারিত জায়গায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করেন ও বাকি ২৫ শতক জমি গোলামদের ফেরত দেওয়া হয় বলে তিনি জানিয়েছেন।

তবে কাউন্সিলারের দাবি, '২০১৩ সালে বৈঠক হলেও কোনও লিখিত মীমাংসা হয়নি।'

ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধলতা নেওয়ার অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ ডিসেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকে সরকারিভাবে শুরু হয়েছে চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ। বৃহস্পতিবার তুলসীহাটা বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র উপবাজার চত্বরে ধান ক্রয়ের জন্য স্লট নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে চাষিরা অভিযোগ করেন, সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধলতা হিসাবে কুইন্টাল পিছু পাঁচ কেজি করে ধান নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে এদিন ওই কেন্দ্রের সামনে চাষিরা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারী এক চাষি মহাদেব মোদক বলেন, 'এই কেন্দ্রে ধান কেনাবেচার ক্ষেত্রে চাষিদের কাছ থেকে কুইন্টাল পিছু পাঁচ কেজি করে ধলতা নেওয়া হচ্ছে। যেটা সরকারি আইনবিরুদ্ধ। এদিন আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি।'

যদিও ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই ধান ক্রয়কেন্দ্রের পারচেজ অফিসার মতিউর রহমান। তিনি জানালেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। যাঁদের ধান খারাপ তাঁদের বলা হয়েছিল সেই ধান পরে নেওয়া হবে। এবিষয়ে বিডিও সৌমেন মণ্ডল বললেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। অভিযোগ থাকলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিধায়কের কটাক্ষ

সামসী, ১১ ডিসেম্বর : 'পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এসআইআর-এর খসড়া তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে চায় পদ্ম শিবির।' বৃহস্পতিবার মালদার মালতীপুর বিধানসভার রানিনগরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এমনই মন্তব্য করলেন বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। একটি রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এসে বিডিওর সামনেই বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেন বিধায়ক।

এলাকার মানুষ যাতে সব নথি ঠিক রাখেন সে ব্যাপারেও বিধায়ক সতর্ক করেছেন। যদিও বিজেপির উত্তর মালদা জেলা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া পালটা বলেন, 'প্রকৃত ভারতীয়রা কেউ ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবেন না। রহিম বক্সী মনগড়া মন্তব্য করছেন।'

গোরুর গলায় রেডিয়াম বেল্ট

গঙ্গারামপুর, ১১ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর শহরে পথ দুর্ঘটনা কমাতে অভিভাবকহীন গোরুর গলায় রেডিয়াম বেল্ট পরানোর উদ্যোগ নিল শহরের একটি পশুপ্রেমী সংগঠন। সেই সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা শহরের ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ১০টি গোরুর গলায় রেডিয়াম বেল্ট পরানো হয়। সংগঠনের অন্যতম সদস্য সমীর বাসফোর বলেন, 'রাস্তাঘাটে চরে বেড়ানো গোরুর জন্য রাতে শহরে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। গোরুর গলায় রেডিয়াম বেল্ট পরানো থাকলে রাতে তা দৃশ্যমান হবে। তাতে দুর্ঘটনা কমবে। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

বাসে লুট

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : মাদক মেশানো খাবার খাইয়ে এক তরুণের সর্বস্ব লুট করা হল। অচৈতন্য অবস্থায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এনবিএসটিসি-র একটি বাস থেকে রায়গঞ্জ ডিপোর কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। জানা গিয়েছে, বীরঘই এলাকার বাসিন্দা রাজেশ নামের ওই তরুণ মালদা থেকে রায়গঞ্জগামী একটি বাসে সওয়ার হয়েছিলেন। মালদার রথবাড়ি থেকে তিনি বাসে ওঠেন। বাসে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি মাদক মেশানো বিস্কুট খাইয়ে তাঁর সর্বস্ব লুট করে বলে অভিযোগ।

বাসের মধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তারপর মাদক মেশানো বিস্কুট খাইয়ে অচৈতন্য করে রাজেশের মোবাইল, টাকাপয়সা এবং ব্যাগপত্র নিয়ে চম্পট দেয় লোকটি। পরে বাসের কর্মীদের বিষয়টি নজরে আসে। রায়গঞ্জ ডিপোর কর্মী কৌশিক দে বলেন, 'অচৈতন্য অবস্থায় আমরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করি।' ঘটনার খবর পেয়ে রায়গঞ্জ ডিপো কর্তৃপক্ষ পুলিশকে বিষয়টি জানায়।

স্ত্রীকে মারধর

সামসী, ১১ ডিসেম্বর : চুরির অপবাদ দিয়ে এক বধূকে ইলেক্ট্রিকের খুঁটিতে বেঁধে মারধরের অভিযোগ উঠল তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে জামাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হন বধূর মা-ও। চাঁচল-২ ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদরপুরের এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ওই বধূ অনুরাধা দাস।

অভিযোগ, পণের জন্য অনবরত চাপ দেওয়া হত। এরপর অনুরাধার কন্যাসন্তান হলে তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় বলে বধূ জানিয়েছেন। গত সোমবার মেয়ের রুপোর গয়না হারিয়ে যাওয়া নিয়ে বাড়িতে অশান্তি শুরু হয়। শ্বশুর-শাশুড়ি চুরির অপবাদ দেন অনুরাধাকেই। অভিযোগ, এরপরই স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বেঁধে মারধর করেন সম্রাট। তারপর বৃহস্পতিবার সম্রাট নিজের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ফের স্ত্রী এমনকি শাশুড়িকেও মারধর করেন। যদিও সম্রাট অভিযোগ মানতে চাননি।

পিটিয়ে 'খুন'

ডোমকল, ১১ ডিসেম্বর : দাদার জমির গাছ থেকে সামান্য বেগুন তুলে নেওয়ার অপরাধে ছোট ভাইকে পিটিয়ে খুন করলেন দাদা ও ভাইপো। ঘটনায় বৃহস্পতিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার জলঙ্গি এলাকায়। মৃতের নাম শাহজামাল মণ্ডল (৫১)। খবর পেয়ে জলঙ্গি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহজামালের সঙ্গে দাদা আশরাফুল মণ্ডল এবং ভাইপো এনামুলের ঝগড়া বাধে। এরপর শাহজামালের ওপর তাঁরা চড়াও হন বলে অভিযোগ। রড আর বাঁশ দিয়ে তাঁকে পেটানো হয়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সাথীখাঁর দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

কুমারগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলহরি এলাকায় বুধবার রাতে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধভাবে বালি তুলে সেই ট্র্যাক্টরে করে পাচার করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই গ্রামবাসীরা সেই গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে পুলিশ এসে ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা রায় বলেন, 'একজন লোহার রড নিয়ে এসেছিল ট্র্যাক্টর ছাড়াতে। তাও আমরা ছাড়িনি। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।'

ছেলেকে নিয়ে নিখোঁজ বধূ

জামালদহ, ১১ ডিসেম্বর : ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে 'আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি' বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন এক বধূ। ওই বধূর নাম তাপসী বর্মন। বয়স ২৮ বছর। বাড়ি মেখলিগঞ্জের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে। চলতি মাসের ৪ তারিখ ঘটনাটি ঘটে। বহু খোঁজ করার পরেও তাপসীর কোনও সন্ধান না পেয়ে বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর স্বামী। পুলিশ জানিয়েছে, ওই বধূর খোঁজে তল্লাশি চলছে। আশপাশের একাধিক থানায় খবর দেওয়া হয়েছে।

তাপসীর আরেক ছেলে রয়েছে। তার বয়স ১০ বছর। মা ও ভাইকে এক সপ্তাহ না দেখতে পেয়ে সেও ভেঙে পড়েছে। কান্নাকাটি করছে। বধূর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে কোনও অশান্তি চলছিল না। তবে স্থানীয়দের সন্দেহ, ব্যক্তিগত কারণ অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় পা দিয়ে থাকতে পারেন তাপসী। তবে তাঁর রহস্যজনক অন্তর্ধান নিয়ে রহস্য ঘনিয়েছে।

প্রতিবাদ

বহরমপুর, ১১ ডিসেম্বর : জমি মাফিয়াদের হাত থেকে শহরকে বাঁচাতে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদে নামলেন জলাভূমি রক্ষা কমিটি। দিনভর অবস্থান-বিক্ষোভ চলে। পরবর্তীতে তাঁরা স্মারকলিপিও দেন।

বেনজির তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর

কিচ্ছু করতে পারবে না।' এসআইআর প্রসঙ্গে প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই দোষারোপ করে চলেছেন মমতা। এমনকি, তাঁর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, শা'র অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। এরাজ্যে দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। মমতা কৃষ্ণনগরে বলেন, 'বাংলাকে আমি হাতের তালুর মধ্যে রাখি। কারণ, আমি রাজ্যটাকে চিনি। দিল্লি থেকে ওদের লোক পাঠিয়েছে। ওদের বলা হয়েছে দেড় কোটি নাম বাদ দিতে। একটা নাম বাতিল হলেও আমি ধর্না দিয়ে বসে থাকব। মনে রাখবেন, ২০২৯ সালের আগেই বিজেপি সরকারের পতন হবে।'

দু'দিন আগে কোচবিহারে এসে সীমান্তে বিএসএফের 'যথেচ্ছাচারের' মোকাবিলায় মহিলাদের সামনে এগিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরে তিনি এসআইআর-এ কারও নাম বাদ গেলে মহিলাদের 'বাড়ির রান্নার সরঞ্জাম' নিয়ে আন্দোলনের প্রথমের সারিতে থাকার ডাক দেন বৃহস্পতিবার। মমতা বলেন, 'ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবে? তাড়িয়ে দেখাও। এসআইআর করে মা-বোনেদের অধিকার কাড়বে? তারপর দিল্লির পুলিশ এনে ভয় দেখাবে?'

মহিলাদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, 'কি মা-বোনেরা বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো? যেগুলো দিয়ে রান্না করেন?' মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সভায় উপস্থিত মহিলারা সমস্বরে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ আছে। নাম কাটলে ছেড়ে দেব না। সেই শক্তি আছে।' এরপর তিনি পরামর্শ দেন, 'মেয়েরা সামনে থেকে লড়াই করবে। ছেলেরা পিছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই, মা-বোনেদের শক্তি বেশি, না বিজেপির শক্তি বেশি। ভোট এখনও ঘোষণা হয়নি। তোমরা জেলা শাসকদের ভয় দেখাচ্ছ? মানুষকে বন্ডেড লেবার বানাতে চাইছ? মনে রাখবেন, আঘাত করলে প্রত্যাঘাত হবে।'

কলকাতা ময়দানে গত রবিবার লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কর্মসূচির সময় এক চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি ওদের সবক'টাকে গ্রেপ্তার করেছি। এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়।'

যদিও ধৃত তিনজনেরই বৃহস্পতিবার জামিন মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে।

আধিকারিক বাজারে গেলেও

প্রথম পাতার পর

অফিসের আধিকারিক ও কর্মীদের মোটরবাইকের নম্বর পর্যন্ত বালি মাফিয়াদের নখদর্পণে। নম্বর ধরে ধরে গাড়ি ও গতিবিধির ওপর নজর রাখছে মাফিয়ারা। আধিকারিকরাও সেকথা টের পেয়েছেন। তাই তাঁরাও কৌশল অবলম্বন করছেন। সরকারি গাড়িতে বা ব্যক্তিগত গাড়িতে চেপে অভিযানে গেলে তো সেই খবর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে মাফিয়াদের কাছে। তাই অভিযানে যাওয়ার সময় সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা তো আগেই ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা। ছাড়তে হয়েছে নিজস্ব মোটরবাইকে চেপে অভিযানে যাওয়াও। বাধ্য হয়ে এখন হিন্দি সিনেমার মতো ছদ্মবেশে, টোটো বা অটোতে চেপে বা ধার করা বাইকে চড়ে অভিযানে যেতে হচ্ছে ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও অভিযান জারি রয়েছে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট-তপন রাস্তার কৃষ্ণনগর এলাকায় একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করেছেন বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। রণেন্দ্রনাথ বলছিলেন, 'আমরা পাচারকারীদের নজরদারি এড়াতে ছদ্মবেশে অভিযান চালাতে বাধ্য হচ্ছি। আজ একটি ট্র্যাক্টর আটক করা হয়েছে। সেগুলোকে সরকারি নির্ধারিত জরিমানা করা হবে।'

জেলা সদর লাগোয়া এলাকার নদীবক্ষ থেকে বালি তোলার ঘটনা নতুন নয়। নৌকা নিয়ে গিয়ে আত্রেয়ী নদী থেকে সাদা বালি তুলে সেগুলো ভরা হয় ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই জানেন সে কথা। এই অবৈধ পাচারে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। তাই রাজস্ব বাড়াতে বালি পাচারকারীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে কোমর কষেছে প্রশাসন। সেজন্য কার্যত বালি পাচারকারীদের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আত্রেয়ীর বিস্তীর্ণ এলাকায়। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা নিজেদের অফিস, বাড়ি বা নিজের এলাকা ছেড়ে বেরোলেই পাচারকারীদের কাছে খবর চলে যাচ্ছে। তাদের এত শক্তিশালী নেটওয়ার্ক যে, প্রতি মোড়ে, প্রতি পাড়ায় খবর দেওয়ার জন্য লোক মোতায়েন রয়েছে। তাই অভিযান চালাতে সরকারি আধিকারিকদের ব্যাপক বেগ পেতে হচ্ছে।

বাতাসে বিষ

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের বাতাসের একিউআইয়ের সর্বোচ্চ মান ছিল ২০৮। বুধবার তার সর্বোচ্চ মান ছিল ১৮৪। মঙ্গলবার তা ছিল ২০০-এর অধিক। প্রতিটি মানই কিন্তু বিপজ্জনক শারীরিক অবস্থার নির্দেশক। শহরের মধ্যে গাড়ি চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমন দূষণ সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি তীব্র কানফাটানো শব্দে বিশেষ কিছু বাইকের শহরের মধ্যে দিয়ে অবাধ যাতায়াত। সেগুলোর কারণে শব্দ দূষণ বাড়ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে শহরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ হয়। শহরের মধ্যে দিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে মাটি, বালি নিয়ে যাওয়া সাধারণ বিষয়। ফলে বাতাসের মধ্যে ধুলো মিশে তৈরি করছে এই ধরনের বিষ।

শহরের এক চিকিৎসক অনুপ বর্মন বলেন, 'একিউআই বৃদ্ধি পাওয়া সত্যিই চিন্তার বিষয়। পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের দূষণ বাড়তে থাকা আগামীর জন্য সুখকর বিষয় নয়। তবে রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় মাস্ক পরে চলাফেরা করলে সাময়িকভাবে শরীরের মধ্যে দূষণের প্রবেশ কিছুটা আটকানো যেতে পারে।'

দিল্লির প্রাথমিক দলে বিরাট

‘পারিশ্রমিক’ কমতে চলেছে রোকোর

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : টি২০-র পর টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছেন।

ওডিআই ফর্ম্যাটেই টিকে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ টক্করে দুইজনেই দুরন্ত ফর্মে থাকলেও সূত্রের খবর, বিরাটদের পারিশ্রমিক কমতে চলেছে। শুধুমাত্র একটি ফর্ম্যাটে খেলার ফলে সর্বোচ্চ ‘এ প্লাস’ গ্রেড থেকে বাদ পড়তে চলেছেন রোকো।

বর্তমান বার্ষিক চুক্তির তালিকায় মোট চারজন সর্বোচ্চ ‘এ প্লাস’ ক্যাটিগোরিতে আছেন। বিরাট, রোহিত ছাড়া বাকি দুইজন হলেন জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা। জাদেজাও টি২০ ফর্ম্যাটকে বিদায় জানালেও রোকোর মতো তাঁকেও সর্বোচ্চ গ্রেডে রাখা হয়েছে। সূত্রের দাবি, পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে যে ভাবনায় বদল আসতে চলেছে।

আগামী ২২ ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে। যেখানে বার্ষিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। চূড়ান্ত তালিকাও তৈরি হওয়ার কথা। খবর, প্রাথমিক ভাবনায় সর্বোচ্চ গ্রেড থেকে বিরাট-রোহিতকে ‘এ’ গ্রেডে নামিয়ে আনা হবে।

‘এ প্লাস’ গ্রেডে বার্ষিক চুক্তির অঙ্ক ৭ কোটি টাকা। ‘এ’ গ্রেডে ৫ কোটি। ‘বি’ ও ‘সি’ গ্রেডে যথাক্রমে ৩ ও ১ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে বিরাট-রোহিতকে যদি সর্বোচ্চ থেকে ‘এ’ গ্রেডে নামানো হয়, তাহলে দুইজনের পারিশ্রমিক ২ কোটি টাকা কমতে চলেছে। টেস্ট ও ওডিআই ফর্ম্যাটে অধিনায়ক শুভমান গিলের সর্বোচ্চ গ্রেডে স্থান পাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। এছাড়া নতুন চুক্তিতে উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা অভিষেক শর্মা, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানাদের।

বার্ষিক সভার অ্যাজেন্ডায় রয়েছে মহিলা ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তির বিষয়। বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, বিশ্বজয়ী মহিলা দলের পারিশ্রমিক অনেকটাই বাড়বে নতুন বার্ষিক চুক্তিতে। আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিদের পারিশ্রমিকের বর্তমান কাঠামোতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

এদিকে, বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য বৃহস্পতিবার ঘোষিত দিল্লির প্রাথমিক দলে বিরাট কোহলির নাম। আছেন ঋষভ পন্থও। বিরাটের বিজয় হাজারে ট্রফি খেলা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। বোর্ডের তরফে বিরাটের খেলা নিয়ে ইতিবাচক ঘোষণা হলেও ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে কোহলি ঘনিষ্ঠদের কথায়। তবে দিল্লি নির্বাচক কমিটি দাবি করেছে, বিরাটকে পাওয়া যাবে। খেলার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন।

দিল্লি এলিট গ্রুপ ‘ডি’-তে রয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। তারপর গুজরাট ম্যাচ। দুই ম্যাচই বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলবে তারা। আইপিএলের সুবাদে যা কোহলির দ্বিতীয় হোমগ্রাউন্ড। গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে নবনির্মিত আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

সিটির কাছে হেরে আরও চাপে রিয়াল

মাদ্রিদ, ১১ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চেও চাকা ঘুরল না। ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ম্যাচ হেরে আরও চাপে রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম দলের ৮ ফুটবলারকে ছাড়াই দল সাজাতে হয়েছিল রিয়াল কোচ জাভি অলন্সোকে। তবুও ২৮ মিনিটে রডরিগোর গোল স্বস্তি এনে দেয় শিবিরে। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩৫ মিনিটে সিটিকে সমতায় ফেরান নিকো ও’রিলি। এরপর ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের লক্ষ্যভেদে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। দ্বিতীয়ার্ধে বহু চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। শেষপর্যন্ত ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে সিটি।

> রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে এটা খুবই সাধারণ বিষয়। সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। তারা কেন বিদ্রুপ করছে তা অবশ্যই ভাবতে হবে। সমস্যার সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই। আমার কাছে সবার আগে রিয়াল মাদ্রিদ।
>
> **– জাভি অলন্সো**
> রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের বিদ্রুপ প্রসঙ্গ

ঘরের মাঠে হেরে মুখ ঢাকলেন রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

দলের খারাপ পারফরমেন্সের জেরে রিয়াল কোচ অলন্সোর ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। যদিও রডরিগো, জুড বেলিংহামে মতো কয়েকজন ফুটবলার কোচের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। সিটির কাছে হারের পর রডরিগো বলেছেন, ‘জানি কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছি না আমরা। সময়টা কঠিন। তবে কোচ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।’ সেই রেশ ধরেই বেলিংহাম বলেছেন, ‘আলোচনার মাধ্যমে সাজঘরেই সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাদের। দেখতে হবে কোথায় ভুল হচ্ছে।’

এদিন স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচ শেষে রিয়াল সমর্থকদের থেকে বিদ্রুপ ধেয়ে আসে অলন্সোর দিকে। তা নিয়ে রিয়াল কোচের স্পষ্ট জবাব, ‘রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে এটা খুবই সাধারণ বিষয়। সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। তারা কেন বিদ্রুপ করছে তা অবশ্যই ভাবতে হবে। সমস্যার সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই। আমার কাছে সবার আগে রিয়াল মাদ্রিদ।’

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দিনের অন্য ম্যাচে ক্লাব ব্রাগাকে ৩-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। গানারদের হয়ে জোড়া গোল করেন নোনি মাদুয়েকে। অপর একটি গোল গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির। আটকে গিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা।

ম্যাচ জয়ের পর উল্লাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মাদের।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ১-২ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
ক্লাব ব্রাগা ০-৩ আর্সেনাল
অ্যাথলেটিক বিলবাও ০-০ প্যারিস সাঁ জাঁ
বেনফিকা ২-০ নাপোলি
বেয়ার লেভারকুসেন ২-২ নিউক্যাসল ইউনাইটেড
জুভেন্তাস ২-০ পাফোস এফসি
কারাবাগ এফকে ২-৪ আয়াখস আমস্টারডাম
ভিয়ারিয়াল ২-৩ এফসি কোপেনহেগেন
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-২ বোডো/গ্লিমট

বৃহস্পতিবার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টি২০-র আগে দুই বিশ্বজয়ী হরমনপ্রীত কাউর ও যুবরাজ সিংয়ের সামনে তাঁদের নামে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ড উদ্বোধন করা হল।

ম্যাচ শুরুর আগে প্রাক্তন সতীর্থ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন যুবরাজ।

১০০ টাকায় বিশ্বকাপের টিকিট!

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসেরও কম সময় বাকি। বৃহস্পতিবার শুরু হল মহারণের প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি। বিশ্বকাপের দশম সংস্করণে টিকিটের দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় মূল্যে ১০০ টাকা এবং শ্রীলঙ্কান রুপিতে ১০০০। কুড়ি লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি করা হবে। আইসিসি-র লক্ষ্য টিকিটের দাম যত বেশি সম্ভব কম রেখে বিশ্বকাপ সর্বজনীন করে তোলা। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সিইও সংযোগ গুপ্তা বলেছেন, ‘প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার- যে কোনও ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ক্রিকেটপ্রেমীরা যেন ক্রিকেটের সেরা প্রতিযোগিতার স্বাদ নিতে পারেন।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘দর্শকদের সাশ্রয়ের কথা ভেবে টিকিটের দাম ভারতীয় মূল্যে ১০০ এবং শ্রীলঙ্কার মূল্যে ১০০০ রাখা হয়েছে। আমরা চাইছি দর্শকরা দূর থেকে নয়, বরং স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী এই উদযাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক।’

> প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার- যে কোনও ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ক্রিকেটপ্রেমীরা যেন ক্রিকেটের সেরা প্রতিযোগিতার স্বাদ নিতে পারেন।
>
> **সংযোগ গুপ্তা**
> *(আইসিসি-র সিইও)*

৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২০ দলের প্রতিযোগিতা চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। ভারতীয় সময়ে খেলা শুরু হবে সকাল ১১টা, দুপুর ৩টা এবং সন্ধ্যা ৭টায়। প্রথমদিন মুম্বইয়ে ভারত নামবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

ডেভন কনওয়েকে ফিরিয়ে কাভেম হজের সঙ্গে জাস্টিন গ্রিভস।

সুবিধাজনক অবস্থায় কিউয়িরা

ওয়েলিংটন, ১১ ডিসেম্বর : জমে উঠেছে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের দ্বিতীয়দিনে বিনা উইকেটে ২৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে কিউয়িরা। মিচেল হে (৬১) ও ডেভন কনওয়ের (৬০) সৌজন্যে ২৭৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয় তাদের। অ্যান্ডারসন ফিলিপ ৩ উইকেট নেন। একটি উইকেট পেয়েছেন জাস্টিন গ্রিভস। প্রথম ইনিংস ২০৫ রানেই শেষ হয়েছিল ক্যারিবিয়ানদের। ৭৩ রানের লিড পায় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেটে ৩২ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিজে ব্র্যান্ডন কিং (১৫) ও কাভেম হজ (৩)। এখনও ৪১ রানে এগিয়ে কিউয়িরা। শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্রুত অল আউট করাই লক্ষ্য তাদের। দ্বিতীয়দিনের শেষে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও ব্লেইর টিকনারের চোট বড় ধাক্কা দিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। টেস্টের প্রথমদিনেই চোট পান তিনি। জানা গিয়েছে, এই টেস্টে টিকনারের পক্ষে বোলিং বা ফিল্ডিং করার সম্ভাবনা নেই। এদিন দ্বিতীয়দিনে চোটের কারণে ব্যাট করতেও নামেননি টিকনার।

কঠিন সময়ে হাল ছাড়েননি শেফালি

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : তিনি সদ্য সমাপ্ত মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। অথচ বিশ্বকাপের দলেই ছিলেন না শেফালি ভার্মা। আচমকা প্রতীকা রাওয়ালের চোটের জন্য সেমিফাইনালে দলে ঢোকেন। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

বিশ্বকাপ জেতাটা শেফালির স্বপ্ন ছিল। কিন্তু দলে ডাক না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। পরে সুযোগ মিলতেই তাঁর সদ্ব্যবহার করতে দেরি করেননি শেফালি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘জীবনে উত্থান-পতন আসবেই। সেটাকে মেনে নিতে হবে। বিশ্বকাপের দলে ডাক না পাওয়ার সময় আমার কাছে খুব কঠিন ছিল।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘তবে আমি হাল ছাড়িনি। কঠিন পরিশ্রম করে গিয়েছি। সেই পরিশ্রমের প্রতিদান হিসেবে ঈশ্বর আমাকে সুযোগটা দিয়েছিলেন। ফাইনাল ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছি।’

বিশ্বকাপ জেতার পর এখানেই থেমে থাকতে চাননা শেফালি। ট্রফি জেতাকে অভ্যাসে পরিণত করতে চান তিনি। শেফালি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ জেতা সবার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে ট্রফি জেতাটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। ভবিষ্যতে আবারও বিশ্বসেরা হতে চাই।’

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে বিশ্বকাপজয়ী শেফালি ভার্মা।

টি২০ বিশ্বকাপ খেলা স্বপ্ন

গম্ভীরদের বার্তা যশস্বীর

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : গত টি২০ বিশ্বকাপ দলে ছিলেন।

দলও চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু একটা ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি। ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় টি২০ দল থেকেও। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টি২০ সিরিজে ডাক পাননি। যদিও কুড়ির বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি যশস্বী জয়সওয়াল। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশ্যে এদিন সেই বার্তা দিয়ে রাখলেন।

‘রোহিতভাইয়ের বকুনিতে ভালোবাসা থাকে’

২০২৩ সালে টি২০ অভিষেকের পর ২২ ইনিংসে ৭২৩ রান করেছেন একটি সেঞ্চুরি, পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি সহ। স্ট্রাইক রেট ১৬৪.৩১। প্রশংসনীয় পরিসংখ্যান। যদিও অভিষেক শর্মার উত্থান এবং টিম ম্যানেজমেন্টের টি২০ ভাবনায় শুভমান গিল ঢুকে পড়ায় যশস্বীর সম্ভাবনা কমেছে। তবে স্বপ্ন দেখা ছাড়তে নারাজ শেষ ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকানো যশস্বী।

এদিন এক অনুষ্ঠানে নিজের মনের ইচ্ছে প্রকাশ করে যশস্বী বলেছেন, ‘টি২০ বিশ্বকাপ খেলার আমার স্বপ্ন। তবে নির্বাচন আমার হাতে নেই। ফোকাস তাই নিজের খেলাতে রাখছি। অপেক্ষায় আছি সেই সময়ের জন্য।’ ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। মাঝে আর ৯টি টি২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন বিশ্বকাপে ঢুকে পড়া কার্যত অসম্ভব। ফলে যশস্বীর স্বপ্নপূরণের প্রতীক্ষা দীর্ঘ হতে চলেছে।

দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ারও স্বপ্ন দেখেন। যশস্বীর বিশ্বাস একদিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার দায়িত্ব পাবেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাফ কথা, ‘দায়িত্ব নিতে সবসময় প্রস্তুত। যদি সুযোগ পাই, অবশ্য ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে ভালো লাগবে।’

রোকো-ইস্যুতে সিনিয়ার দুই সদস্যের পাশেও দাঁড়ালেন। বিশ্বাস, রোহিতভাইয়ের সঙ্গেই ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে ওপেন করতে নামবেন। কুলদীপ যাদব, তিলক ভার্মাদের রাস্তায় হেঁটে যশস্বীও জানিয়ে দিলেন, ’২৭-এর বিশ্বকাপে রোকোকে চাই। আর পাশে রোহিত-বিরাট কোহলি থাকলে অনেক নিশ্চিন্তে খেলতে পারেন।

যশস্বী বলেছেন, ‘রোহিতভাই, বিরাটভাই দলে থাকলে বাড়তি অনুপ্রেরণা পাই। সবসময় খেলা নিয়ে কথা হয়। ওরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। দলকে জেতানোর সেসব শুনে উজ্জীবিত হই। কেরিয়ারের শুরুর দিকে ওরা যে ভুলগুলি করেছে, তা যেন আমরা না করি, সেই পরামর্শ পাই। ওরা পাশে থাকা মানে ভরসা। না থাকলে ভয় লাগে।’

ওডিআই সিরিজের নির্ণায়ক শেষ ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে যশস্বী আরও বলেছেন, ‘তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে আমাকে আশ্বস্ত করে রোহিতভাই বলেছিল, বুঝেশুনে খেল। চাপ নিস না। আমি ঝুঁকি নিচ্ছি। একথা ক’জন বলতে পারে। পরে বিরাটভাইও ক্রিজে এসে বলে, ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়ে এগো। দুজনেই দলকে জিতিয়ে ফিরব। এমন দুজনের সঙ্গে খেলা ভাগ্যের।’

রোহিতের থেকে বকুনিও কম শুনতে হয় না। যশস্বীর কথায়, যে শাসনের মধ্যে ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। বরং রোহিতভাই না বকলেই অস্বস্তি হয়! কিছু ভুল হল কিনা চিন্তায় পড়ে যান। প্রশ্ন জাগে, রোহিতভাই কিছু নিয়ে অসন্তুষ্ট হল নাকি? সবসময় তাই মুখিয়ে থাকেন রোহিতভাইয়ের কখন বকুনি দেবেন!

নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে যশস্বী জয়সওয়াল। বৃহস্পতিবার।

বিপণনকারী আকর্ষণে সংবিধান সংশোধনের পরামর্শ ক্লাবজোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চরমপত্র দিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবজোট। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের মহাসচিবকেও সিসি করা হয়েছে এই চিঠি। পরে আবার এই চিঠির উত্তর দেন সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন। একইদিনে ফেডারেশনের অন্তঃকলহও প্রকাশ্যে এল সত্যনারায়ণনকে দেওয়া কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল ও অন্য সদস্যদের পত্রবোমায়।

মাঠে বল গড়াবে কবে বা আদৌ গড়াবে কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ তৈরি হয়েছে। তবে তাতে থেমে থাকছে না চিঠি এবং পালটা চিঠি। বুধবার সত্যনারায়ণন পাঠানো চিঠির পালটা হিসাবে এদিন ক্লাবজোট পরিষ্কার পরামর্শ দিয়েছে, দ্রুত সংবিধানে বদল আনুক এআইএফএফ। একইসঙ্গে ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ নেতৃত্বের দাবিও জানানো হয়েছে এই চিঠিতে। ক্লাব এবং ফেডারেশনের যৌথভাবে লিগ শুরু করার সম্ভাবনার কথা ছিল ফেডারেশনের সহ সচিবের চিঠিতে। ক্লাবজোটের এদিনের চিঠিতে শুরুতেই অভিযোগ করা হয়েছে ফেডারেশন তাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ১.২১, ১.৫৪ এবং ৬৩ নম্বর ধারার বদল প্রয়োজন বলে ক্লাবগুলি চিঠি দেয় আগেই। যেখানে বলা হচ্ছে একটি আর্থিক বছর ধরা হয় ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু ফেডারেশনের কোনও বিপণন সঙ্গী নেই, তাই নতুন করে চুক্তির সময়ে নতুন মরশুম হিসাবে এই স্বাধীনতাটা দেওয়া উচিত। বাকি দুটি ধারায় লিগের মালিকানা পুরোপুরি ফেডারেশনকে দেওয়া হয়েছে। যার বদল প্রয়োজন বলে ক্লাবজোট মনে করছে। এদিনের চিঠিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অন্যতম ডিরেক্টর বিনয় চোপড়া লেখেন, ‘ক্লাবদের দেওয়া রাস্তা অনুসরণ করে, যেটা সারা পৃথিবীতে হয় সেভাবে এআইএফএফের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে সব ক্লাবই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একইসঙ্গে স্পনসর, বিনিয়োগকারী ও দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সঙ্গীদের আকর্ষণ করতে পারে এমন ব্যবস্থাই থাকা উচিত। বিপণনের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হওয়া বিষয়গুলি সংবিধান সংশোধন না করলে লিগের সম্ভাবনা কখনোই সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল বজায় রাখার মতো কোনও লিগ পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে না যদি না সঠিক মনোভাব থাকে।’ ক্লাবজোটের পক্ষে এদিনের চিঠিতে দুটি বিকল্প বিষয় দেওয়া হয়- এক, আগামী ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংবিধান সংশোধন করে এই আর্থিক বাধাগুলি দূর করা হোক বিপণনের ক্ষেত্রে। দুই, তারপর সরকার এবং ক্লাবদের সাহায্যে ফেডারেশন স্বচ্ছতার সঙ্গে সঠিক বিপণন সঙ্গী খুঁজে বার করুক। সত্যানারায়ণনের লেখা চিঠিতে বৈঠকে বসার যে কথা বলা হয় তাতে তাঁরা রাজি বলে বিনয় লেখেন। তবে তা ফেলে না রেখে সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এমন আশ্বাস পেলেই। একইসঙ্গে এই চিঠিতে রীতিমতো ব্যঙ্গের সঙ্গে বলা হয়েছে, ক্লাব সবরকম সাহায্য করতেই রাজি কিন্তু ভারতীয় ফুটবলে এখন প্রয়োজন দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার মতো দক্ষতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো নেতৃত্ব।

কোষাধ্যক্ষের চিঠিতে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

এই চিঠির খুবই ছোট উত্তর দিয়ে সত্যানারায়ণন লেখেন, এখন দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সুপ্রিম কোর্টের শেষ রায়দান পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং দুই, একজোট হয়ে পরিবর্ত সমাধানের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানো। তবে যে প্রস্তাবই ক্লাবদের পক্ষ থেকে আসুক না কেন, তা ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সাধারণ সভায় পাশ করাতেই হবে। এই প্রসঙ্গেই এদিন একটি চিঠি দিয়েছেন ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল। তিনি সত্যনারায়ণনকে রীতিমতো বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দায়ী করেছেন। কার্যনির্বাহী কমিটিতে যেসব সদস্য ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকছেন তাঁদের বক্তব্য মিনিটসে বদলে দেওয়া হচ্ছে এবং ড্রাফট মিনিটস তাঁদের পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি উদাহরণ হিসাবে গত ১ অগাস্ট খালিদ জামিলকে নিয়োগ সংক্রান্ত সভার উল্লেখ করেন। এসবকে তিনি এআইএফএফ সচিবালয়ের অপদার্থতা বলে ব্যাখ্যা করেন।

ডি কক ঝড়ে উড়ে গেলেন বুমরাহরা

রান তাড়ায় ব্যর্থ শুভমান, অভিষেক

দক্ষিণ আফ্রিকা-২১৩/৪
ভারত-১২৩/৫ (১৫ ওভার পর্যন্ত)

নিউ চণ্ডীগড়, ১১ ডিসেম্বর : ম্যাচ তখনও শুরু হয়নি।

টিম ইন্ডিয়ার হাডল। শেষবেলার পেপটকে নিজেদের উজ্জীবিত করার প্রস্তুতি। সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের সঙ্গে যেখানে উপস্থিত যুবরাজ সিংও! চণ্ডীগড়ের ঘরের ছেলে। নবনির্বমিত মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে তাঁর নামে আস্ত একটা স্ট্যান্ডও রয়েছে। সশরীরে যুবি হাজির সূর্যদের উৎসাহ জোগাতে।

যুবি-পাজিকে পেয়ে তাঁর দুই ছাত্র শুভমান, অভিষেক শর্মার প্রতিক্রিয়া দেখার মতো। সূর্যকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রাক্তন সতীর্থ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে খুনশুটিও। জসপ্রীত বুমরাহদের কাঁধে হাত রেখে হাডলে পেপটকও দিলেন যুবরাজ। সব মিলিয়ে 'ফিল গুড ফ্যাক্টর'।

উদ্দীপনা বাড়িয়ে টসে জয় সূর্যর। শিশিরের উপদ্রব এড়াতে আগে বোলিং নিতে দুইবার ভাবেননি। কটকে ৭৪ রানে দুমড়ে দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে আগে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ। প্রথম ম্যাচের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে উইনিং কম্বিনেশন ভাঙার পথে হাঁটেননি গম্ভীররা।

টস-অ্যাডভান্টেজ, যুবির পেপটক, ফুরফুরে মেজাজ। যদিও বাইশ গজের টক্করে শুরুর ছবিটা কিছুটা আলাদা। সৌজন্যে কুইন্টন ডি কক। ভারতের বিরুদ্ধে রান করতে ভালোবাসেন। কটকে প্রথম ম্যাচে বড় রান হাতছাড়া করলেও আজ সুদে-আসলে আক্ষেপ মেটালেন ডি কক। শুরু থেকেই টপ গিয়ারে।

মারমুখি অর্ধশতরানের পথে কুইন্টন ডি কক। বৃহস্পতিবার।

পায়ের কাছাকাছি বল পেলেই অনের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন অনায়াসে। বেশিরভাগই গ্যালারিতে।

ডি কক (৪৬ বলে ৯০) প্রহারের মুখে পড়ে খেই হারালেন গত ম্যাচের অন্যতম নায়ক অর্শদীপ সিং (৫৪/০)। একাদশতম ওভারে সবাধিক সাতটি ওয়াইড বলের লজ্জার নজিরে হতাশা বাড়ালেন অর্শদীপ (মোট ৯টি ওয়াইড)! ডাগআউটে বসা বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের চোখেমুখে যার প্রতিফলন।

ডি ককের বিস্ফোরক ব্যাটিং থেকে রেহাই পাননি জসপ্রীত বুমরাহ (৪৫/০), হার্দিক পান্ডিয়াও (৩৪/০)। ডেথ ওভারে ঝড়ের গতি বাড়িয়ে দেন ডোনোভান ফেরেইরা (১৬ বলে ৩০) ও ডেভিড মিলার (১২ বলে ২০)। অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে ২৩ বলে ৫৩ রান যোগ করে ভারতের সামনে ২১৪-র টার্গেট ছুড়ে দেন।

২০২৩ সালে ভাইজ্যাগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবাধিক ২০৯ রানের টার্গেট সফলভাবে তাড়া করে জিতেছিল ভারত। আজ সেখানে টার্গেট ২১৪। চাপ কয়েকগুণ বাড়িয়ে ২ ওভারের মধ্যেই ডাগআউটের পথে দুই ওপেনার, চণ্ডীগড়ের দুই ঘরের ছেলে শুভমান (০) ও অভিষেক (১৭)।

ওডিআই হোক বা টি২০-গত কয়েক সিরিজে ছন্দহীন শুভমান। এদিন গোল্ডেন ডাক লুঙ্গি এনগিডির বাইরের বলে কানা লাগিয়ে। অভিষেক আউট মার্কো জানসেনের বলে শটে ব্রেক লাগাতে গিয়ে। শুরুতে অর্শদীপের জঘন্য বোলিং। তারপর শুভমান-অভিষেক-চণ্ডীগড়ের তিন ঘরের ছেলেই ব্যর্থ প্রত্যাশা পূরণে!

চাপটা হালকা করার বদলে তা আরও বাড়িয়ে দেন সূর্যকুমার (৫)। কঠিন পরিস্থিতিতে স্কাইয়ের 'কেয়ার ফ্রি' ক্রিকেট অনেকবার বৈতরণি পাড় করে দিয়েছে ভারতকে। যদিও অধিনায়কের বাড়তি দায়িত্ব পাওয়ার পর উধাও সূর্যের 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি' ম্যাজিক। মুল্লানপুর স্টেডিয়ামেও 'ব্যাডপ্যাচ' অব্যাহত।

২১৪ রানের টার্গেটে পৌঁছোতে যেখানে ভালো শুরু দরকার, সেখানে ৪ ওভারের মধ্যে ৩২/৩! শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৫ ওভারে ভারতের স্কোর ১২৩/৫। তিলক ভার্মার (৫৩) সঙ্গে ক্রিজে জিতেশ (৫)।

এর আগে প্রোটিয়া ইনিংসজুড়ে

ভারতের চাপ বাড়িয়ে ৫ রানে আউট হলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

ডি কক-স্পেশাল। নিজের প্রথম বলে রেজা হেনড্রিক্সকে (৮) ফিরিয়ে বরুণ চক্রবর্তী (২/২৯) ধাক্কা দিলেও যা চাপা পড়ে যায় ডি ককের পাওয়ার হিটিংয়ে। সাত-সাতটি ছক্কায় গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেন। চুপ করিয়ে দেন ঘরের মাঠে (মুল্লানপুর স্টেডিয়াম) প্রথমবার আন্তর্জাতিক ম্যাচের সাক্ষী হতে আসা ভারতীয় সমর্থকদের।

২৬ বলে ৫০। আইডেন মার্করামকে (২৯) নিয়ে ৮৩ রানের জুটি। ডি ককের দাপটে ১০ ওভারে ৯০/১, ১৫-তে ১৫৬/২। শেষপর্যন্ত জিতেশ শর্মার দুরন্ত প্রয়াসে থামে ডি কক ঝড় (৪৬ বলে ৯০)। অফের দিকে হালকা ঠেলে ১ রান নিতে চেয়েছিলেন। যদিও বল চলে যায় পিছনে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যে বল ধরে নিমেষে উইকেট ভেঙে দেন জিতেশ।

অক্ষর-তিলকের যুগলবন্দিতে পরের ওভারে আউট ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (১৪)। জোড়া ধাক্কায় সাময়িক স্বস্তি। ১৭ ওভারে ১৬৪/৪। মনে হচ্ছিল দুশোর আগেই থামানো যাবে প্রতিপক্ষকে। কিন্তু শেষ তিন ওভারে বুমরাহ-অর্শদীপের ছন্নছাড়া বোলিং প্রত্যাশায় জল ঢালে। একের পর এক ফুলটস, ওয়াইড- বুমরাহদের যে উপহার কাজে লাগিয়ে ফেরেইরা, মিলাররা ২১৩/৪ স্কোরে পৌঁছে দেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

লিওনেল মেসির গোট কনসার্ট অনুষ্ঠানের টিকিট নিয়ে ভক্তরা। - ডি মণ্ডল

কলকাতায় মেসির মঞ্চে শাহরুখও

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : শুক্রবার মধ্যরাতে কলকাতায় পা রাখছেন লিওনেল মেসি। শনিবার আর্জেন্টাইন মহাতারকার আগমন ঘিরে উন্মাদনার জোয়ারে ভাসবে তিলোত্তমা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকবেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানও।

কলকাতায় মেসির মঞ্চে শাহরুখ থাকবেন বলে জল্পনা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। বৃহস্পতিবার এই খবর নিশ্চিত করলেন স্বয়ং কিং খান। সমাজমাধ্যমে শাহরুখ লেখেন, 'এইবারের কলকাতা সফরে নাইটদের (কলকাতা নাইট রাইডার্স) নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই। দিনটা পুরোপুরি মেসির হতে চলেছে। দেখা হচ্ছে ১৩ তারিখ সল্টলেক স্টেডিয়ামে।' আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের সঙ্গে একমঞ্চে 'বলিউড বাদশা'-র উপস্থিতি বড়দিনের আগে বড় পাওনা বঙ্গবাসীর জন্য। কিং খান ছাড়াও মেসির 'গোট কনসার্টে' প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনুশীলনে কড়া নজর নতুন কোচ সের্জিও লোবেরার।

পুরুষদের সঙ্গে লড়ে চ্যাম্পিয়ন প্রণবী

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : পুরুষদের সঙ্গে লড়ে ভারতের প্রথম মহিলা গলফ চ্যাম্পিয়ন প্রণবী উর্স।

আইজিপিএল আয়োজিত মুম্বইয়ের মিক্সড ফিল্ড আমন্ত্রণমূলক গলফ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ২১ বছর বয়সি প্রণবী। সেখানে পুরুষ প্রতিযোগীদের সঙ্গে সমানতালে লড়ে শিরোপা জিতে নেন এই প্রতিভাবান গলফার। বোম্বে প্রেসিডেন্সি গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার শেষ রাউন্ডে প্রণবীর লড়াই মনে রাখার মতো। তিন রাউন্ড মিলিয়ে তাঁর স্কোর দাঁড়ায় ১৪ আন্ডার। এই চমকপ্রদ পারফরমেন্সেই শিরোপা ছিনিয়ে নেন তরুণী গলফার।

এই খেতাব জয় শুধুমাত্র প্রণবীর ব্যক্তিগত সাফল্য নয় বরং ভারতে মহিলাদের গলফে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল। প্রণবীর এই সাফল্যকে 'ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের এক যুগান্তকারী মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেছেন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটি ঊষা। তিনি বলেছেন, 'লিঙ্গ নয়, দক্ষতা এবং পরিশ্রমই একজন চ্যাম্পিয়নকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দেয়। প্রণবী তা প্রমাণ করেছে।'

খেতাব জিতে প্রণবী উর্স।

আনসার, হীরকের ৪ উইকেট

ক্রান্তি, ১১ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার আলম মোটরস ৬ উইকেটে বারোঘরিয়া স্ট্রাইকার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে স্ট্রাইকার্স ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। আনসারুল হক ৩৫ রান করেন। আনসার আলি পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে আলম ১০.৫ বলে ৪ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সোহেল হুসেন ৬৭ রান করেন।

অন্য ম্যাচে দেশি ডায়নামাইটস ১৭ রানে স্টার ইলেভেন ক্রান্তির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ডায়নামাইটস ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। সৌরভ রায় ৩৪ রান করেন। মাহাবুল আলম পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্টার ইলেভেন ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৯ রানে আটকে যায়। বুশরা তনভীর আলম ৪৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা হীরক রায় পেয়েছেন ৪ উইকেট। রবিবার খেলবে ভৌকাল ব্রিগেড এবং আলম।

সাফে পাক যুদ্ধে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

কাঠমান্ডু, ১১ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের ক্লাবকে হারিয়ে নেপালের মাটিতে তেরঙা ওড়াল ইস্টবেঙ্গলের প্রমীলাবাহিনী।

মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় জয়। করাচি সিটি এফসিকে ২-০ গোলে হারাল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল। দুইয়ের বেশি গোল করতে না পারলেও এদিন গোটা ম্যাচজুড়ে দাপট ছিল লাল-হলুদের। ৫ মিনিটে সুলঞ্জনা রাউলের করা অনবদ্য গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান রেস্টি নানজিরি।

এই জয়ের সুবাদে ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল অ্যান্থনির ইস্টবেঙ্গল। দিনের অন্য ম্যাচে ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে নেপাল আর্মড ফোর্স। ফলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকার পাশাপাশি বাকি চার দলের থেকে গোল পার্থক্যেও এগিয়ে মহিলা মশাল ব্রিগেড। রাউন্ড-রবিন পর্বের শেষে পাঁচ দলের মধ্যে শীর্ষে থাকা দুই দল খেলবে সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। সেখানে এই পর্বে ইস্টবেঙ্গলের বাকি আরও দুটি ম্যাচ। তার মধ্যে একটা জিতলেই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলতে পারবে লাল-হলুদ মেয়েরা। তা না হলেও ইস্টবেঙ্গলের ফাইনালে খেলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির নিরিখে একথা বলাই যায়।

ফাইনালের পথে লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে সুলঞ্জনা রাউল।

মোহনবাগানে শুরু সের্জিও লোবেরার জমানা

লিওকে নিয়ে খোঁজ নিলেন দিমি-কামিন্সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'মেসি কি এসে গিয়েছে?'

অনুশীলন শেষে ট্রেনিং গ্রাউন্ডের বাইরে দাঁড়ানো সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স। শুধু তিনিই নন, একই প্রশ্ন বাগানের অন্য ফুটবলারদের মুখে।

আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। আপাতত কলকাতায় আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসির আগমন নিয়ে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, তাতেই গা ভাসিয়েছেন বাগান ফুটবলাররাও।

বৃহস্পতিবার থেকে মোহনবাগানে শুরু হল সের্জিও লোবেরার জমানা। দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিনই প্রথম অনুশীলনে দেখা গেল বাগানের নয়া স্প্যানিশ কোচ লোবেরাকে। প্রথম দিন ঘণ্টা দেড়েকের কড়া অনুশীলন করালেন তিনি। মরশুমের শুরু থেকে মোহনবাগানের ফিটনেস নিয়ে সমস্যা রয়েছে, সেই বিষয়ে আগেই খোঁজখবর নিয়েছেন লোবেরা। সম্ভবত সেই কারণে এদিন বেশিরভাগ সময় ফিজিক্যাল ট্রেনিং করালেন তিনি। অনুশীলন শেষে সব ফুটবলারকে ডেকে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করতেও দেখা গিয়েছে লোবেরাকে। ব্যক্তিগত কারণে ছুটি নেওয়ায় বৃহস্পতিবার অনুশীলনে আসেননি লিস্টন কোলাসো ও সাহাল আব্দুল সামাদ। এছাড়া জ্বর হওয়ায় অনুশীলনে দেখা যায়নি আপুইয়াকে।

এদিকে, বাগান ফুটবলাররা কিন্তু অনুশীলন শেষে মেসিকে নিয়ে রীতিমতো খোঁজখবর নিয়েছেন। কামিন্সরা যে হোটেলে থাকেন সেই হোটেলেই থাকবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এই সংবাদ শোনার পর দিমি মজা করেই বলেছেন, 'আমার মেসির সঙ্গে রুম শেয়ার করার সুযোগ হবে।' তবে বাগান ফুটবলাররা মেসিকে নিয়ে আগ্রহ দেখালেও নিরুত্তাপ ছিলেন সের্জিও লোবেরা। ২০১২ সালে বার্সেলোনার সহকারী কোচ থাকার সময় আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে কোচিং করানোর সুযোগ হয়েছে। তবে নিজের প্রাক্তন ছাত্রের কলকাতা আগমন নিয়ে কিছু বলতে চাননি বাগানের নয়া হেডস্যর।

স্মরণে

ডায়নামিকা রায় সরকার

জন্ম : ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৮ ইং
প্রয়াণ : ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ ইং

এই দিনে তুমি আমাদের সবাইকে ছেড়ে অত্যন্ত অসহায় ভাবে চিরঘুমে পাড়ি দিয়েছ। তুমি ঈশ্বরের চরণে মহাশক্তিতে আছ। আমরা প্রতিনিয়ত তোমাকে স্মরণ করছি।

ভাগ্যহত - ক্রীশঙ্ক সরকার (পুত্র)
শরৎ চন্দ্র সরকার (স্বামী),
শোকাহত পরিবারবর্গ
শান্তিনিকেতন, শুশ্রুতনগর, শিলিগুড়ি।

প্রথম ডিভিশনে জয়ী শামুকতলা

ম্যাচের সেরা হয়ে করণ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার শামুকতলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৮ উইকেটে হারিয়েছে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বিজয় টসে জিতে ১৮.৪ ওভারে ৫৯ রানে অল আউট হয়। দীপঙ্কর দাস ১১ রান করেন। করণের শিকার ৩ রানে ৪ উইকেট। জবাবে শামুকতলা ২১.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬০ রান তুলে নেয়। শুভম দেবনাথের অবদান ১৮ রান।

জিতল তুফানগঞ্জ মাস্টার্স

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে দীপক দাস। ছবি : বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ মাস্টার্স ৮ উইকেটে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে বিবেকানন্দ টসে জিতে ২৫.২ ওভারে ১১৬ রানে অল আউট হয়। ৪৩ রান করেন দীপঙ্কর পাল। ম্যাচের সেরা দীপক দাস ২২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন।

জবাবে মাস্টার্স ১৩.৩ ওভারে ২ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। অর্ঘ্যদীপ দাসের অবদান ৪০ রান। বিপন সাহা ১ উইকেট নিয়েছেন। শুক্রবার ছাটারামপুর শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সংস্থার বিরুদ্ধে নামবে সিনিয়ার্স ক্রিকেটার্স ইউনিট।

কোয়ার্টারে চোপা এসটি ক্লাব

হরিরামপুর, ১১ ডিসেম্বর : খয়েরবাড়ি যুব সংঘ অ্যান্ড লাইব্রেরির ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে কোয়ার্টার ফাইনলে উঠল চোপা এসটি ক্লাব। বৃহস্পতিবার তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে সন্ধিয়া আদিবাসী নিউস্টার ক্লাবকে। জোড়া গোল করেন বলরাম টুডু।